পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

[redacted]

[redacted]চিকিৎসা
[redacted]সিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
[redacted]কা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 152 Monday, 4 May, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১৫২ সংখ্যা ✻ ২০ বৈশাখ ১৪৩৩, সোমবার, ৪ মে ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

গণনাকেন্দ্র যেন দুর্গ!

২৯৩টি বিধানসভার তালিকা প্রকাশ করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মেঃ ৪ মে, সোমবার ইভিএম বন্দি ভাগ্যের ফয়সালা। তবে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার ঠিক আগে বড়সড় বদল আনল নির্বাচন কমিশন। গত ৩০ এপ্রিল রাজ্যে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা ৮৭ থেকে কমিয়ে ৭৭ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিশন। রবিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর থেকে সেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯৩টি বিধানসভা আসনের (আপাতত ফলতা বাদে) ভোট গণনা রাজ্যের কোন কোন কেন্দ্রে হবে এবং কোন জেলার কোন ভবনে কর্মীরা ব্যালট মেলাবেন, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখন জনসমক্ষে। কলকাতার ১১টি আসনের জন্য মোট ৫টি গণনাকেন্দ্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ও মধ্য কলকাতার বড় অংশের গণনা হবে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র সংলগ্ন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। সেখানে চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা থেকে শুরু করে কাশীপুর-বেলগাছিয়া পর্যন্ত সাতটি আসনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। হাই-প্রোফাইল ভবানীপুর কেন্দ্রের গণনা হবে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। কলকাতা বন্দরের ফল জানা যাবে ডায়মন্ড হারবার রোডের সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুলে। দক্ষিণ কলকাতার অন্য দুই কেন্দ্র রাসবিহারী ও বালিগঞ্জের গণনা হবে যথাক্রমে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল এবং বাবা সাহেব আম্বেডকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদবপুর এলাকার জন্য এপিসি রায় পলিটেকনিক কলেজকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে ভাঙড় ও সোনারপুরের আসনগুলির ভোট গোনা হবে। অন্যদিকে, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমের গণনা চলবে আলিপুর জাজেস কোর্টের বিহারীলাল কলেজে। আলিপুরের হেস্টিংস হাউস কমপ্লেক্সে মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ ও টালিগঞ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলির ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। জেলাওয়াড়ি বিন্যাস অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনায় সবথেকে বেশি ৩৩টি আসন থাকায় সেখানে ৮টি গণনাকেন্দ্র রাখা হয়েছে। বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ, বসিরহাট পলিটেকনিক থেকে শুরু করে ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে চলবে ভোট গণনার মহাযজ্ঞ। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৬টি, মুর্শিদাবাদে ৫টি এবং হুগলি ও উত্তর দিনাজপুরে ৫টি করে গণনাকেন্দ্র থাকছে। নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানে ৪টি করে কেন্দ্র করা হয়েছে। পাহাড়ের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে কালিম্পং ও ঝাড়গ্রামে ১টি করে এবং আলিপুরদুয়ারে ১টি কেন্দ্রে গণনা সম্পন্ন হবে। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রতিটি কেন্দ্রেই কড়া নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রহরা থাকবে। গণনাকেন্দ্রের ভেতরে এবং বাইরে ত্রিস্তরীয় সুরক্ষা বলয় তৈরি করা হয়েছে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই স্পষ্ট হবে বাংলার মসনদে কে বসছেন। সোমবার সকাল ৮টা থেকে ৭৮টি কেন্দ্রে শুরু হবে গণনা। যা ঘিরে গণনাকেন্দ্রকে কার্যত আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে গণনার দিন। প্রায় ২ কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে প্রত্যেকটি গণনা কেন্দ্রে। ভোটদানপর্বের মতোই ভোটগণনা নিয়েও নিরাপত্তার বজ্রআঁটুনিতে গণনাকেন্দ্র ঘিরে ফেলতে চায় কমিশন। যাতে নির্বিঘ্নে গণনাপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে কমিশনের তরফে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি গণনাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় যে কোনও জমায়েত, বিক্ষোভ বরদাস্ত করা হবে না। যার জন্য গণনাকেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে জারি করা হয়েছে ১৬৩ ধারা। গণনাকেন্দ্রের ভিতরে নিরাপত্তার স্বার্থে তৈরি থাকবে ত্রিস্তরীয় নজরদারি। প্রথম স্তরে থাকবেন কলকাতা পুলিশের লাঠিধারী বাহিনী ও সার্জেন্টরা। দ্বিতীয় স্তরে কলকাতা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। একেবারে শেষে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে বাহিনীর জওয়ানই থাকবেন। গণনাকর্মী, সরকারি কর্মী, প্রার্থী বা কাউন্টিং এজেন্ট ছাড়া কেউ গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না। রাজনৈতিক দলের গণনা পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র যাচাই জন্য গণনাকেন্দ্রে কিউআর কোড ভেরিফিকেশন। গণনাকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল নিষিদ্ধ। কাউন্টিং সেন্টারে প্রবেশের ক্ষেত্রেও থাকবে কড়াকড়ি। কমিশনের নির্দেশ, গণনাকর্মী, সরকারি কর্মী, প্রার্থী বা কাউন্টিং এজেন্ট ছাড়া কেউ গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না। রাজনৈতিক দলের গণনা পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র যাচাই জন্য গণনাকেন্দ্রে এবার কিউআর কোড ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা চালু করেছে কমিশন। কিউআর কোড স্ক্যান করে গ্রিন সিগনাল পেলেই তবেই প্রবেশে অনুমতি মিলবে। গণনাকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল নিষিদ্ধ। কোনও নোট নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি সাদা কাগজ ও একটি পেন রাখা যাবে সঙ্গে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁর অনুমোদিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমের সিল খোলা হবে। সেখানে থাকবেন রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং অবজারভার, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। পুলিশ পর্যবেক্ষকরা নির্ধারিত বিধানসভাভিত্তিক গণনা কেন্দ্রগুলির চারপাশে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন। গণনা শেষে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও একাধিক নিয়ম বেঁধে দিয়েছে কমিশন। প্রতিটি রাউন্ডের ফল প্রথমে ট্যাবুলেশন টেবিলে পাঠানো হবে। সেখানে গণনার হিসেব মিলিয়ে যাচাই করবেন রিটার্নিং অফিসাররা। কাউন্টিং অফিসার সই করলে তবেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা যাবে ফলাফল। একইসঙ্গে তা আপলোড করা হবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে। গণনাকেন্দ্রের কোনায় কোনায় থাকবে সিসি ক্যামেরা। সংলগ্ন ২০০ মিটার এলাকাও সিসি ক্যামেরার নজরবন্দি থাকবে বলে জানিয়েছে কমিশন। সিইও দপ্তরে জেলাশাসকরা আগেই জানিয়েছিলেন, গণনার দিন প্রায়ই দেখা যায় অশান্তির ঘটনা। তাই, গণনার দিন বিজয় মিছিল হবে কি না, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন এবং ডিইও-দের সঙ্গে বৈঠক করেই সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

২০ তারিখে বন্ধ ওষুধের দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মেঃ করোনা মহামারির সময় ভারতে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ই-ফার্মাসি ব্যবস্থা। সেই সময় জরুরি পরিস্থিতিতে ওষুধ ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে এক বড় ভরসা হয়ে উঠেছিল। রোগী ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এটি ছিল বিশেষভাবে সুবিধাজনক একটি ব্যবস্থা। করোনা পরিস্থিতি অনেক আগেই নিয়ন্ত্রণে এলেও ই-ফার্মাসি পরিষেবা এখনও দেশের বিভিন্ন জায়গায় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বর্তমানে অনলাইনে জামা-কাপড়, খাবার, ইলেক্ট্রনিক্সের পাশাপাশি খুব সহজেই ওষুধও অর্ডার করা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় ওষুধ। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা অনেক বেশি সহজ ও দ্রুত হয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা দূরে থাকেন বা শারীরিকভাবে চলাফেরায় অসুবিধা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা বড় সুবিধা এনে দিয়েছে। তবে এই সুবিধার বিপরীতে এবার সরব হয়েছে দেশের ওষুধ ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহ সংগঠন অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অব কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস। তাদের অভিযোগ, ই-ফার্মাসির কারণে প্রচলিত ওষুধের দোকানগুলো বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছে। পাশাপাশি অনলাইনে ওষুধ বিক্রির কারণে অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কমে যাচ্ছে বলেও দাবি তাদের। সংগঠনের বক্তব্য অনুযায়ী, ই-ফার্মাসির মাধ্যমে বিভিন্ন ওষুধে ডিসকাউন্ট বা কম দামে বিক্রি করার প্রবণতা বাড়ছে। এতে স্থানীয় ফার্মেসিগুলোর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহু ছোট ও মাঝারি ওষুধের দোকান টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইওসিডি। তারা ঘোষণা করেছে দেশজুড়ে ধর্মঘটের। জানা গেছে, আগামী ২০ মে, অর্থাৎ বুধবার সারা ভারতে একদিনের জন্য সব ওষুধের দোকান বন্ধ থাকবে। এই ধর্মঘটের ফলে সাধারণ মানুষ বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে পারেন, বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করেন বা জরুরি চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল। ওষুধের দোকান বন্ধ থাকায় হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং সাধারণ গ্রাহকদের দৈনন্দিন চিকিৎসা পরিষেবা কিছুটা ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ধর্মঘট সাধারণ মানুষের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে, তাই বিকল্প ব্যবস্থা আগে থেকে নিশ্চিত করা জরুরি। এআইওসিডি জানিয়েছে, তাদের এই আন্দোলনের পেছনে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি রয়েছে। প্রথমত, ই-ফার্মাসির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং অনলাইন ওষুধ বিক্রির নিয়ম আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় ফার্মেসিগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে একটি সমান প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা। তৃতীয়ত, ওষুধের দাম নির্ধারণ ও বিক্রির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা, যাতে কোনোভাবেই অনিয়ন্ত্রিত ডিসকাউন্ট বা বাজার নষ্ট না হয়।

মোথাবাড়ি কাণ্ডে প্রভাবশালীদের এনআইএ তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মেঃ এনআইএ-র নোটিসে তোলপাড় কালিয়াচক। মালদা জেলার কালিয়াচকের মোথাবাড়ি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রভাবশালী নেতা ও কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। এই ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নোটিস পেয়েছেন তৃণমূল নেত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের এজেন্ট আবদুল রহমান এবং তৃণমূলের ১ নম্বর ব্লক সভাপতি মহম্মদ শরীউলসহ একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। দুপুর ১২টার মধ্যে এনআইএ দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে তাঁদের। ১ এপ্রিলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই তলব করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ১ এপ্রিল বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই তলব এমনটাই জানা গিয়েছে। আবদুল রহমান ও মহম্মদ শরীউলের মতো প্রভাবশালী নেতাদের তলব পাওয়ায় তৃণমূল শিবিরে চাপা অস্বস্তি দেখা দিয়েছে।

‘বাংলায় পদ্ম ফুটে গিয়েছে!’ জানালেন আত্মবিশ্বাসী শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মেঃ বাংলায় পদ্ম ফুটে গিয়েছে! আত্মবিশ্বাসী সুরে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘পদ্ম এরই মধ্যে ফুটেছে। আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত। শুধু প্রবাসী বাঙালিরা নয়, বাংলার হিন্দি-ভাষী মানুষেরাও খুশি। বাঙালির বাংলা ছাড়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ এখন বৃদ্ধাশ্রম হয়ে গিয়েছে, এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।’’ শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনার ঝড় তুলেছে। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির জনপ্রিয়তা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ফলাফলের আগেই উৎসবের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। প্রবাসী বাঙালিরা দূরে থেকেও বাংলার পরিবর্তন চান।’’ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত বাঙালিরা বিজেপির জয়ের অপেক্ষায় আছেন বলে দাবি করেন তিনি। শমীক আরও বলেন, ‘‘বাংলা থেকে বাঙালির বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। শিল্প নেই, চাকরি নেই, সুযোগ নেই এই কারণে যুবকরা বাইরে ছুটছে। ফলে বাংলা ধীরে ধীরে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থা বদলাতে হবে।’’ তাঁর মতে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। হিন্দি-ভাষী মানুষ যাঁরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, তাঁরাও এই পরিবর্তনে খুশি। রাজ্য বিজেপির এই আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসকে নতুন করে চাপে ফেলেছে। তৃণমূল নেতারা এই মন্তব্যকে ‘অতিরঞ্জিত’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। দলের এক মুখপাত্র বলেন, ‘‘বিজেপি স্বপ্ন দেখছে। বাংলার মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছে। শমীকবাবুর এই বক্তব্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক কথাবার্তা। বাস্তবে বাংলায় বিজেপির কোনো জনসমর্থন নেই।’’ কিন্তু বিজেপি শিবিরে উৎসাহের আবহাওয়া স্পষ্ট। দলের কর্মী-সমর্থকরা বলছেন, গত কয়েক বছরে বিজেপি বাংলায় অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে সংগঠন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বিজেপির সমর্থন যথেষ্ট বেড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। অনেক প্রবাসী বাঙালি সোশ্যাল মিডিয়ায় শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। একজন প্রবাসী বাঙালি বলেন, ‘‘দেশে ফিরে দেখতে চাই বাংলা বদলে গিয়েছে। চাকরি, শিল্প আর নিরাপত্তা এটাই আমাদের চাওয়া।’’

তৃণমূল না বিজেপি? জিতবে কে?

গণনার আগেই বিদেশের মাটিতে সাট্টা বাজারে উড়ছে লাখ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মেঃ ভোটের জ্বরে ফুটছে বাংলা। তরজা, চর্চায় সরগরম রাজনৈতিক আঙিনা। আর তা কেমন রাজ্য বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আন্তর্জাতিক আঙিনাতেও চলছে চাপানউতোর। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে চলছে অনলাইন প্রেডিকশন। ঝড় উঠছে সাট্টা বাজারে। যেভাবে লাখ লাখ টাকার বাজি ধরা হচ্ছে তা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। সূত্রের খবর, আমেরিকার একটি জনপ্রিয় প্রেডিকশন প্ল্যাটফর্ম ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৪৮ লক্ষ ডলারের (প্রায় ৪০ কোটি টাকা) বাজি ধরা হয়েছে। এই ডিজিটাল বাজারের সর্বশেষ ট্রেন্ড বলছে, জয়ের দৌড়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। ওই মার্কেটের পরিসংখ্যান বলছে, বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা ৫৬ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাবনা সেখানে ৪৩ শতাংশ। বাম-কংগ্রেস বা অন্যান্য দলগুলি সেখানে ১ শতাংশের নিচে রয়েছে। ওই প্ল্যাটফর্মেই এপ্রিলের শুরুতে তৃণমূল অনেক এগিয়ে ছিল। প্রায় ৭৫-৮০ শতাংশ। কিন্তু প্রথম দফা শেষে ছবিটা বদলে যায়, বিজেপি ৫৪ শতাংশ পেয়ে একেবারে ফেভারিট হয়ে ওঠে। এরইমধ্যে আবার ২৬-২৭ এপ্রিল হঠাৎ ৬ লক্ষ ডলারের বেশি তৃণমূলের পক্ষে জমা পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয় দফার ভোটের পর বিজেপি পুনরায় ৫৬ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে ফিরে আসে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে শতাংশের বিচারে এগিয়ে থাকলেও ট্রেড ভলিউম বা লেনদেনের পরিমাণে তৃণমূল অনেক এগিয়ে। তৃণমূলের পক্ষে লেনদেন হয়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ ডলার, যেখানে বিজেপির পক্ষে ১১ লক্ষ ডলার। যা দেখে বিশ্লেষকদের মত, হয় অনেক মানুষ তৃণমূলের হারের উপর বাজি ধরছেন, অথবা বড় বিনিয়োগকারীরা বিজেপির জয়ের উপর এককালীন মোটা অঙ্কের টাকা লগ্নি করেছেন। যার হাত ধরে বিজেপির শতাংশকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভারতের সাট্টা মার্কেট কিন্তু অন্য কথা বলছে। একটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বলছে, দিল্লির সাট্টা মার্কেটে তৃণমূল কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী তৃণমূল ১৪৬-১৪৯টি আসন পেতে পারে, আর বিজেপি পেতে পারে ১৪০-১৪৩টি আসন। এদিকে এবারই রেকর্ড মাত্রায় ভোট পড়েছে বাংলায়। প্রথম দফায় ছাপিয়ে গিয়েছে ৯৩ শতাংশের গণ্ডি। দ্বিতীয় দফায় ৯১.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এক অভাবনীয় রেকর্ড। এখন দেখার ভোটের ফল কী বলে।

‘দিদিই আছেন, দিদিই থাকবেন’

রাজ্যের ২৩৪ আসনের ভবিষ্যদ্বাণী অখিলেশের

লখনউ, ৩ মেঃ ৪ মে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সোমবার সকাল থেকেই খোলা হবে ইভিএম আর ব্যালট বাক্স। পশ্চিমবঙ্গ কি ফের তৃণমূলের উপরেই আস্থা রাখল, নাকি এবার পরিবর্তনের হাওয়ায় গেরুয়া ঝড় বইবে- এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে। সারা বাংলা যখন স্নায়ুযুদ্ধে কাঁপছে, ঠিক তখনই সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এল অগ্রিম জয়ের শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনার ঠিক আগে আত্মবিশ্বাসী গলায় সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব ঘোষণা করে দিলেন, ‘‘দিদি আছেন, দিদিই থাকবেন’’। শুধু তাই নয়, ছাব্বিশের মহারণে তৃণমূল ২৩৪টি আসন পাবে বলেও বড়সড় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি। নিজের সোশ্যাল মাধ্যমে তৃণমূলের জয়ের পরিসংখ্যান দিয়ে অখিলেশ দাবি করেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বহু আধিকারিকের কথাতে তৃণমূলের ২৩৪টি আসনে জেতার ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁর কথায়, স্পষ্ট যে নির্বাচন কমিশনকেও ভরসা করতে পারছে না বিজেপি। এও স্পষ্ট, বিজেপি এবারও শোচনীয়ভাবে হারবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া একাধিক আধিকারিকের মুখে যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে তৃণমূল ২৩৪ আসনে জিতবে, সেটাই সঠিক হতে চলেছে। দিদি আছেন, দিদিই থাকবেন। মতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অখিলেশের এই অকুণ্ঠ সমর্থন অবশ্য নতুন কিছু নয়। ভোট চলাকালীন যখন রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে ছিল, তখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘একা লড়া বাঘিনী’র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সপা প্রধান।

আজ ৫ রাজ্যের ভোটের ফল ঘোষণা

এক্সিট পোলে কোন দল কোথায় এগিয়ে, বাংলা, কেরলে কেন বাড়তি নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন

আজ সোমবার পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ফল ঘোষণা করা হবে। সকাল আটটা থেকে শুরু হবে গণনা। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ন'টা নাগাদ সব রাজ্যেরই ফলাফলের একেবারে প্রাথমিক আভাস পাওয়া যেতে পারে। গত ৯, ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল যে পাঁচ রাজ্যে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে। এ রাজ্যে দু-দফার নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ৯৩ শতাংশের কাছাকাছি। তবে বাকি চার রাজ্যেও এবার বিগত নির্বাচনের তুলনায় ভোট পড়েছে বেশি। প্রদত্ত ভোটের হারে পশ্চিমবঙ্গের পরেই আছে পুদুচেরি। সেখানে ভোট পড়ে ৮৯. ৮৭ শতাংশ। এরপর আছে অসম। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে ৮৫.৩৮ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। দক্ষিণের দুই রাজ্য তামিলনাড়ু এবং কেরলে প্রদত্ত ভোটের হার যথাক্রমে ৮৪.৬৯ এবং ৭৯.৬৩ শতাংশ। এক্সিট পোলে এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে তিনটি সম্পর্কে সব সংস্থাই একই আভাস দিয়েছে। অসমে ১২৬ আসনের বিধানসভায় বিজেপির পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার আভাস দিয়েছে সবকটি সংস্থা। অন্যদিকে, কেরলে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফের প্রত্যাবর্তন নিয়ে সব সমীক্ষক সংস্থাই একমত। সবকটি এক্সিট পোল বলা হয়েছে দশ বছর পর ওই রাজ্যের শাসক দল সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ জোট ক্ষমতাচ্যুত হতে চলেছে। কেরলে বিধানসভার মোট আসন ১৪০টি। অন্যদিকে, পুদুচেরিতে ফের সরকার করতে চলেছে এনআর কংগ্রেস বা এনআরসি। ওই ছোট রাজ্যটিতে বিধানসভার মোট আসন ৩০টি। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ এক্সিট পোলে বিজেপিকে এগিয়ে রাখা হয়েছে। একটিতে এগিয়ে শাসক দল তৃণমূল। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে অধিকাংশ এক্সিট পোলে এগিয়ে রাখা হয়েছে বর্তমানে ক্ষমতাসীন ডিএমকে জোটকে। ওই রাজ্যে ২৩৪ আসনের বিধানসভায় সরকার গড়ার ম্যাজিক নম্বর হল ১১৭ আসনে জয়। পাঁচটি সংস্থার মধ্যে চারটির বুথ ফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে। একটি সংস্থা বলেছে ১৩৮ আসনের জয়লাভ করে ক্ষমতায় ফিরবে এআইএডিএমকে জোট। ওই জোটের অন্যতম শরিক বিজেপি। অন্যদিকে, অভিনেতা বিজয়ের নতুন দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাঘাম বা টিভিকে ১০৯টি আসন পেতে পারে বলে আভাস দিয়েছে অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া। সবমিলিয়ে সেখানে ত্রিশঙ্কু বিধানসভার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। নানা রাজনৈতিক সমীকরণকে বিবেচনায় রেখে গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলে কেরল এবং বাংলার ফলাফল নিয়ে বেশি কৌতূহল রয়েছে। বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী কেরলে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ হেরে গেলে গোটা দেশেই বামেরা সরকারি ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে চলে যাবে। ওই রাজ্যের দীর্ঘদিনের রীতি ছিল পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদল। কিন্তু ২০২১ এ এই প্রবণতায় বদল ঘটে রাজ্যবাসী সিপিএমকে আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় রেখে দেওয়ায়। টানা তিনবার বামপন্থীদের ওই রাজ্যের মানুষ ক্ষমতায় রাখবে কিনা তা নিয়ে ভোটের আগেই সংশয় ছিল। বুথ ফেরত সমীক্ষা সংশয় আরও জোরালো করেছে। ক্ষমতায় ফেরার বিষয়ে কংগ্রেস এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে ওই রাজ্যে এআইসিসির তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীপা দাশমুন্সি রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি রাজ্য পার্টি হাই কমান্ডের উপর ছেড়ে দিয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি এবং সোনিয়া, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধিরা সিদ্ধান্ত নেবেন কে হবেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল নিয়ে গোটা দেশের বাড়তি কৌতূহলের কারণ নির্বাচনী আবহ। অতীতে কোন নির্বাচনে বাংলায় এবারের মতো লড়াই দেখা যায়নি। একদিকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে মরণপণ লড়াই করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে সদলবলে ময়দানে নামে বিজেপি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা। তৃণমূল ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুতে কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে গোটা দেশে আলোচনার কারণ হয়েছে। এসআইআর নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট শুধু হস্তক্ষেপই করেনি তারা বেশকিছু নিয়ম-কানুন বদলে দিয়ে কমিশনকে চাপে ফেলে। আবার নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরিচালনা করতে যেসব পদক্ষেপ করেছে তা অতীতের সব নজির ছাপিয়ে যায়। দু দফা মিলিয়ে বাংলায় চার লাখের বেশি আধা সেনা মোতায়েন হয়েছিল। এছাড়া অন্য রাজ্যের তুলনায় বাড়তি পর্যবেক্ষক নিয়োগ, বুথের বাইরে গোলমাল হলেও পুনরায় ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত এবং পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন মিলিয়ে শতাধিক আধিকারিককে বদলির কঠোর পদক্ষেপ করে নির্বাচন কমিশন।

বৃষ্টির মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে চলছে কেদারাথ যাত্রা, সর্বদা সতর্ক প্রশাসন

রুদ্রপ্রয়াগ, ৩ মে ঃ গত দুদিন ধরে কেদারনাথ অঞ্চলে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী এখানে আসছেন। বৃষ্টির কারণে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে, ফলে কর্তৃপক্ষ তীর্থযাত্রীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। এদিকে, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, আইটিবিপি এবং ডিডিআরএফ-এর দলগুলিকে রাস্তা বরাবর মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসন ভক্তদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করার জন্যও অনুরোধ করছে।জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তা নন্দন সিং রাজওয়ার বলেন, ৬০০ জনেরও বেশি কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন যারা দিনে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা প্রদান করছেন। এর মধ্যে রয়েছে পুলিশ, দমকল, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, হোম গার্ড, পিআরডি, ট্যুরিজম মিত্র ও আপদা মিত্র, ডিডিআরএফ, ওয়াইএমএফ এবং অন্যান্য সহায়ক দল। এর পাশাপাশি, পিএসি এবং আইটিবিপি কর্মীদের তিনটি প্লাটুন ও একটি সেকশনও মোতায়েন করা হয়েছে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ তীর্থযাত্রীদের যাত্রার সময় জারি করা নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

জনগণ ইতিমধ্যেই ২৩৪টি আসনে তৃণমূলকে এগিয়ে দিয়েছেঃঅখিলেশ যাদব

লখনউ ও কলকাতা, ৩ মে ঃ সোমবার বঙ্গভোটের ফলপ্রকাশ। তার আগেই রবিবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, জনগণ ইতিমধ্যেই ২৩৪টি আসনে তৃণমূলকে এগিয়ে দিয়েছে। হ্যাশট্যাগ দিয়ে এও লেখেন, 'দিদি আছেন, দিদিই থাকবেন।'রবিবার এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে তিনি বলেন, বাংলার ফলতা আসনে পুনর্নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত এটাই প্রমাণ করে যে, বিজেপি তার লজ্জাজনক পরাজয় ঢাকার জন্য মরিয়া হয়ে অজুহাত খুঁজছে। তিনি এও বলেন, বিজেপি যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, জনগণ ইতিমধ্যেই ২৩৪টি আসনে টিএমসি-কে এগিয়ে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সতর্ক ও সজাগ কর্মীরা ফলাফল পরিবর্তনের বিজেপির যেকোনও প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। সতর্ক কর্মীদের প্রতি আমাদের আবেদনঃজয়ের প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত, সতর্ক থাকুন, কোনো বিশ্রাম নেই!উল্লেখ্য, এর আগে ভোট চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে অখিলেশ পোস্ট করেছিলেন। এবার ফলাফলের আগেও মমতা ' দিদির পাশে থাকার বার্তা দিলেন।

ভোটের ফল ঘোষণার আগে কালী মন্দিরে নির্মল মাজি

হুগলি, ৩ মেঃ ফল ঘোষণার আগের দেবীর আশীর্বাদ নিতে মন্দিরে হাজির হলেন গোঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ নির্মল মাজি। রবিবার তিনি ভাবাদিঘির রক্ষাকালী মন্দিরে পুজো দেন।পুজো শেষে নির্মল মাজি জানান, তিনি কালী মায়ের ভক্ত এবং ফল প্রকাশের আগে দেবীর আশীর্বাদ নিতে এসেছেন। জয়ের প্রার্থনার পাশাপাশি এলাকার মানুষের মঙ্গল কামনাও করেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।স্থানীয়দের মতে, এইমন্দির জাগ্রতহওয়ায় এখানে মানতকরলে তা পূরণ হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই ফলের আগে দেবীর কাছে পুজো দিতে আসেন প্রার্থী।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সোমবার পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটগণনাঃকড়া নিরাপত্তায় প্রস্তুত পশ্চিমবঙ্গসহ দেশজুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ মেঃ আগামী সোমবার দেশজুড়ে রাজনৈতিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ভোটগণনার দিকে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি-এই সব জায়গায় একযোগে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ভোটগণনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। রাজ্যের মোট ৭৭টি গণনাকেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রকে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে, যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের বিপুল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।ভোটের পর থেকে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট যন্ত্রগুলি যেসব স্ট্রংরুমে রাখা হয়েছে, সেগুলিও কড়া নজরদারিতে রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকছে, পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরাও স্ট্রংরুমের বাইরে নজর রাখছেন। ফলে ভোটগণনার আগের দিন থেকেই রাজনৈতিক পরিবেশ যথেষ্ট তপ্ত।রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি-যেমন তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি-নিজ নিজ স্তরে ফল ঘোষণার দিনকে সামনে রেখে কৌশল সাজাতে ব্যস্ত। প্রতিটি দলই নিজেদের জয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী এবং ফল ঘোষণার পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে ভোটগণনা সম্পন্ন করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।সব মিলিয়ে, সোমবারের ভোটগণনা শুধু ফলাফল নির্ধারণ করবে না, বরং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকও নির্দেশ করবে। নজর এখন সেই দিনটির দিকে, যখন স্পষ্ট হবে জনমতের চূড়ান্ত রায়।

কংগ্রেস ও সপা প্রগতিশীল উদ্যোগে বাধা দেয়, বিধানসভায় তোপ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৩ মেঃ উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী Yogi Adityanath। তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি (সপা) বারবার প্রগতিশীল পদক্ষেপের বিরোধিতা করে এসেছে এবং নারীর উন্নয়ন ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ।বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লোকসভায় ১৬ ও ১৭ এপ্রিলের অধিবেশনে বিরোধীদের আচরণ গোটা দেশের সামনে তাদের নারী-বিরোধী মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। তিনি সরাসরি কংগ্রেস ও সপা-সহ অন্যান্য বিরোধী দলকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনারা প্রতিটি ইতিবাচক ও উন্নয়নমুখী উদ্যোগের বিরোধিতা করেন। এই সভাও তার সাক্ষী।তিনি ২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশে 'ইঞ্জিন' সরকার গঠনের পর নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের উল্লেখ করে জানান, মাত্র দে। বছরের মধ্যে রাজ্যে ২ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। সে সময় বিরোধীরা এই উদ্যোগকে ব্যঙ্গ করেছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, তখন আপনারা বলেছিলেন, শৌচাগার দিয়ে কী হবে? অথচ এটি ছিল মানুষের মর্যাদা রক্ষার একটি ব। পদক্ষেপ।সমাজবাদী পার্টিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক দল দাবি করলেও জনসংখ্যার অর্ধেক, অর্থা মহিলাদের উন্নয়ন নিয়ে তাদের প্রকৃত সংবেদনশীলতা নেই। একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা এখন ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের পক্ষে কথা বলছে, তারা অতীতে কেন এর বিরোধিতা করেছিল।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। তিনি দাবি করেন, দেশের ৪ কোটি দরিদ্র মানুষ আবাসন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। এছাড়া, পূর্ববর্তী কংগ্রেস আমলে এলপিজি সিলিন্ডারের অভাবের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের ১০ কোটিরও বেশি মহিলাকে বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গে তিনি Ayushman Bharat প্রকল্পের উল্লেখ করে জানান, এর আওতায় ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন, যার মধ্যে বিপুল সংখ্যক মহিলা রয়েছেন। পাশাপাশি, ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার কথাও তিনি তুলে ধরেন।মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে এই বিশেষ অধিবেশন রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনের আগে বিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান বজায় রাখতে চাইছে শাসক দল। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ফলে আগামী দিনে এই ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে।

তামিলনাড়ু, কেরলম ও পুদুচেরিতে ভোটের পর ফলের অপেক্ষা

চেন্নাই তিরুবনন্তপুরম পুদুচেরি, ৩ মে ঃ দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কেরলম ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এখন নজর ৪ মে গণনার দিকে। নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী ওই দিন সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। তিনটি অঞ্চলের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং ভোটারদের দৃষ্টি এখন ফলাফলের দিকে, যা নির্ধারণ করবে পরবর্তী সরকার।তামিলনাড়ুঃ২৩৪ আসনে লড়াই, ম্যাজিক সংখ্যা ১১৮তামিলনাড়ু বিধানসভায় মোট আসন ২৩৪। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১১৮টি আসন। রাজ্যের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। জোট সমীকরণও ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সব আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের মাধ্যমে গণনা প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। বর্তমানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন্ড স্পষ্ট হলেও চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা অব্যাহত থাকে।কেরলমঃ ১৪০ আসনে মূল লড়াই এলডিএফ বনাম ইউডিএফকেরলম বিধানসভায় মোট ১৪০টি আসন রয়েছে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ৭১টি আসন। ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভোটে গড়ে প্রায় ৭৮ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে। এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক জোট (এলডিএফ) এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্রিক জোট (ইউডিএফ)-এর মধ্যে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-ও কিছু এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করার চেষ্টা করেছে।ধর্মাদম, নেমম, পালাক্কাড়, আরানমুলা এবং পেরাভুরের মতো একাধিক আসনে ঘনিষ্ঠ লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন এক্সিট পোল ইউডিএফ-এর এগিয়ে থাকার ইঙ্গিত দিলেও ব্যবধান কম বলে মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, ২০২১ সালের নির্বাচনে এলডিএফ ১৪০টির মধ্যে ৯১টি আসন জিতে টানা দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করে। সাধারণত এলডিএফ ও ইউডিএফ-এর মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হলেও সেই ধারার ব্যতিক্রম ঘটে ওই নির্বাচনে।পুদুচেরিঃ৩০ আসনে সমীকরণকেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে মোট ৩০টি বিধানসভা আসন রয়েছে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৬টি আসন। ৯ এপ্রিল এখানে ভোটগ্রহণ হয় এবং ভোটদানের হার উল্লেখযোগ্য ছিল। ২০১১ সালের নির্বাচনে এন. রঙ্গস্বামীর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া এন.আর. কংগ্রেস (এআইএনআরসি)-এর উত্থান পুদুচেরির রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। বর্তমানে এনডিএ জোটে এআইএনআরসি, বিজেপি ও এআইএডিএমকে রয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরে রয়েছে কংগ্রেস, ডিএমকে, সিপিআই ও ভিসিকে। কয়েকটি আসনের ব্যবধানেই এখানে সরকার গঠনের সমীকরণ বদলে যেতে পারে। পুদুচেরি, কারাইকাল, মাহে ও ইয়ানামে কাা নিরাপত্তার মধ্যে গণনা অনুষ্ঠিত হবে।নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৪ মে সকাল ৮টা থেকে পোস্টাল ব্যালট গণনার মাধ্যমে প্রক্রিয়া শুরু হবে, তারপর ইভিএমের ভোট গণনা করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ভিভিপ্যাট যাচাইও করা হবে।তিনটি অঞ্চলেই ফলাফল নির্ধারণ করবে পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য তামিলনাড়ুতে ১১৮, কেরলমে ৭১ এবং পুদুচেরিতে ১৬ আসনই নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

'মিশন দৃষ্টি'-র সফল উৎক্ষেপণে গ্যালাক্সআই-কে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মিশন দৃষ্টি'-র সফল উৎক্ষেপণ উপলক্ষে গ্যালাক্সআই-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সমগ্র দলকে অভিনঃদন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, গ্যালাক্সআই-এর 'মিশন দৃষ্টি' ভারতের মহাকাশ যাত্রায় একটি বিশাল সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হলো।প্রধানমন্ত্রী রবিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন,

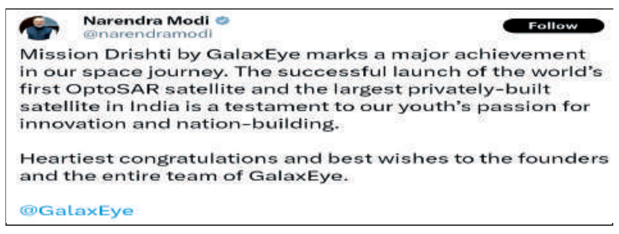

Narendra Modi
@narendramodi
Follow

Mission Drishti by GalaxEye marks a major achievement in our space journey. The successful launch of the world's first OptoSAR satellite and the largest privately-built satellite in India is a testament to our youth's passion for innovation and nation-building.

Heartiest congratulations and best wishes to the founders and the entire team of GalaxEye.

@GalaxEye

গ্যালাক্সআই-এর 'মিশন দৃষ্টি' আমাদের মহাকাশ যাত্রায় একটি বিশাল সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হলো। বিশ্বের প্রথম অপ্টোএসএআর উপগ্রহ এবং ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত উপগ্রহটির সফল উৎক্ষেপণ-উদ্ভাবন ও দেশ গঠনে আমাদের তরুণ প্রজন্মের অদম্য উৎসাহ ও আবেগেরই এক উজ্জ্বল প্রমাণ। গ্যালাক্সআই-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সমগ্র দলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা।

পশ্চিম রাজস্থানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের পূর্বাভাস আইএমডি-র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩মেঃ দেশজুড়ে আবহাওয়ার বৈচিত্র্য আরও প্রকট হতে চলেছে আগামী কয়েক দিনে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, একদিকে যেমন পশ্চিম রাজস্থান-এ তাপপ্রবাহের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে দেশের একাধিক রাজ্যে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিন দিন পশ্চিম রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে তীব্র তাপপ্রবাহ চলতে পারে। এই সময় সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দুপুরের সময় তাপমাত্রা বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর।অন্যদিকে, উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে গরমের সঙ্গে অস্বস্তিকর আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করবে। উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকাল-এ আগামী দুই দিন গরম ও আর্দ্রতার দাপট বজায় থাকবে।এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে আইএমডি। অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং সিকিম-এ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি ও নিম্নভূমি অঞ্চলে জল জমা ও ভূমিধসের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।দক্ষিণ ভারতেও বৃষ্টির প্রভাব থাকবে বলে জানানো হয়েছে। কেরালা, মাহে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকাল-এ ২ মে পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে।এর পাশাপাশি দেশের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিহার, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বজ্রঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।একই ধরনের আবহাওয়া পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে পূর্ব রাজস্থান, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, উপকূলীয় কর্ণাটক, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং রায়লসীমা অঞ্চলেও।সব মিলিয়ে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্নধর্মী আবহাওয়ার প্রভাব দেখা যাবে আগামী কয়েক দিনে। কোথাও তাপপ্রবাহ, কোথাও ভারী বৃষ্টি, আবার কোথাও বজ্রঝড়-এই বহুমুখী পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ভবিষ্যতে কংগ্রেসই হতে পারে প্রকৃত বিকল্প ঃশুভঙ্কর সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ মে ঃ ভবিষ্যতে কংগ্রেসই হতে পারে প্রকৃত বিকল্প, এমনই দাবি করলেন শুভঙ্কর সরকার। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী শুভঙ্কর সরকার রবিবার বলেন, আমি বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ছয় মাস ধরে নির্বাচন কমিশন একে খর্ব করার চেষ্টা করেছে, তবুও বাংলার মানুষ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ধৈর্য ও দায়িত্ববোধ দেখিয়েছেন। আগামী দিনে বাংলা অবশ্যই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করবে এবং জনগণের সেবায় একটি সরকার গঠন করবে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, ভবিষ্যতে কংগ্রেসই হতে পারে প্রকৃত বিকল্প, অন্য কোনও দলের মতো নয়। বিজেপি সরকার গঠনের মতো অবস্থায় নেই, এবং তৃণমূলও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

মাদাম তুসো জাদুঘরে শুরু আইকনস অব ইন্ডিয়া

লন্ডন, ৩ মে ঃ লন্ডনের মাদাম তুসো জাদুঘরে ভারতীয় চলচ্চিত্র ও ক্রিকেট জগতের তারকাদের মোমের প্রতিকৃতি নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন প্রদর্শনী আইকনস অব ইন্ডিয়া। সীমিত সময়ের এই প্রদর্শনীতে রয়েছে ১৩-জন শীর্ষস্তরের ভারতীয় অভিনেতা ও ক্রিকেটারের মূর্তি। দর্শনার্থীরা কাছ থেকে অমিতাভ বচ্চন ও শচীন তেন্ডুলকারের মতো কিংবদন্তিদের প্রতিকৃতি দেখতে পাবেন। মে ও জুন মাসের এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এলাকাটি সাজানো হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রেরণায়।মাদাম তুসো লন্ডনে তাদের সদর দফতরে ' আইকনস অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি নতুন প্রদর্শনীর সূচনা করেছে, যেখানে চলচ্চিত্র ও ক্রিকেট জগতের তারকাদের মোমের মূর্তি একত্রিত করা হয়েছে। এই সীমিত সময়ের অভিজ্ঞতায় শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় অভিনেতা ও ক্রিকেটারদের ১৩টি মূর্তি রয়েছে। মে ও জুন মাস জুড়ে, দর্শনার্থীদের জন্য এলাকাটিকে ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত এক প্রাণবন্ত স্থানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ইরানের নতুন শান্তি প্রস্তাব, সাড়া নিয়ে সন্দিহান ট্রাম্প মধ্যস্থতায় কাতারের উদ্যোগ

ওয়াশিংটন,দোহা,তেহরান, ৩ মে ঃ ইরান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১৪ দফার একটি নতুন শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি তাঁর হাতে পৌঁছেছে, তবে তা থেকে সমঝোতা সম্ভব হবে বলে তিনি এখনও আশাবাদী নন।শনিবার পাম বিচ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, তিনি এখনও প্রস্তাবটি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেননি। তিনি জানান, প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখে তবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অবস্থান জানানো হবে। পরে তিনি ট্রুথ সোশ্যাল -এ পোস্ট করে লেখেন, ইরানের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই তাঁর মনে হচ্ছে। ইরানের অতীত ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে তিনি আরও দাবি করেন, দেশটি এখনও তার কর্মকাণ্ডের পূর্ণ মূল্য দেয়নি।এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল-এর যৌথ সামরিক হামলার পর হরমুজ প্রণালী অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে।জানা গিয়েছে, ইরানের প্রস্তাবে আক্রমণ না করার নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং লেবানন-সহ একাধিক সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। যদিও এই প্রস্তাবের কার্যকারিতা নিয়ে ওয়াশিংটনের তরফে এখনও স্পষ্ট কোনও ইতিবাচক ইঙ্গিত মেলেনি।ট্রাম্প বলেন, আমি এখনও প্রস্তাবটি পুরোপুরি দেখিনি। তা বিশদভাবে পর্যালোচনা করার পরই আমরা আমাদের অবস্থান জানাব। তবে তিনি একই সঙ্গে সতর্ক করে দেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে যুক্তরাষ্ট্র ফের সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই ইরানের আধা সামরিক বাহিনী ' রেভলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)' জানায়, তারা সম্ভাব্য সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।এদিকে আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমনে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়েছে কাতার। কাতারের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানি ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে আলোচনা করে সংযম ও বিবেচনার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েছেন। কাতারের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে চলা মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় সব পক্ষের ইতিবাচক সাড়া প্রয়োজন, যাতে উত্তেজনা আরও না বাড়ে।হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গিয়েছে, ইরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা প্রশমনে কাজ করা মার্কিন কূটনৈতিক দলে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছেন মার্কিন নীতিনির্ধারক নিক স্টুয়ার্ট। তিনি পূর্বের ট্রাম্প প্রশাসনের সময় মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে দায়িত্বে ছিলেন এবং অভিজ্ঞ নীতিনির্ধারক হিসেবে পরিচিত।উল্লেখ্য, চলমান এই সামরিক ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মহলের মতে, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না এলে এর প্রভাব বিস্তৃত অঞ্চলে পড়তে পারে।

আগাম জামিনের পর দিল্লিতে পবন খেরা, ইন্দিরা ভবনে কংগ্রেস কর্মীদের উষ্ণ সংবর্ধনা

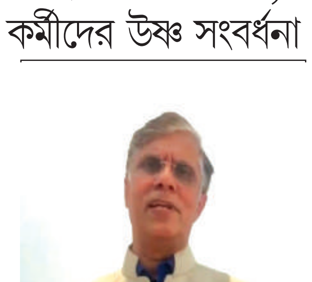

নয়াদিল্লি, ৩ মে ঃসুপ্রিম কোর্ট থেকে আগাম জামিন পাওয়ার পর কংগ্রেস নেতা পবন খেরা রবিবার দিল্লিতে পৌঁছান। দেশের জাতীয় রাজধানীর ইন্দিরা ভবনে পৌঁছালে দলীয় নেতাকর্মীরা তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। এর আগে বিমানবন্দরে পৌঁছাতেই কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে ফুল-মালা দিয়ে স্বাগত জানান। সেখান থেকে তিনি সরাসরি দলীয় সদর দফতরে যান।ইন্দিরা ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পবন খেরা বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, কিন্তু কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও স্পষ্ট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, সংকটের সময় সংবিধানই সাধারণ মানুষের রক্ষাকবচ। কোনও দমনমূলক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংবিধানই শেষ ভরসা।উল্লেখ্য, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভুইঞা শর্মা সংক্রান্ত মানহানির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পবন খেরাকে আগাম জামিন দিয়েছিল। সেই রায়ের পরই তিনি এদিন দিল্লিতে ফিরে আসেন।

রাশিফল

মেষঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।

বৃষঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগে করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। আজ প্রত্যেকে আপনার বন্ধু হতে চাইবে- এবং আপনিও তা স্বীকার করে খুশি হবেন। প্রেম অপরিমিত, সীমাহীন আপনি এই কথাগুলি অবশ্যই আগে শুনেছেন।

মিথুনঃ সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। টাকাপয়সা লাভ আপনার প্রত্যাশামাফিক হবে না। আজ প্রত্যেকে আপনার বন্ধু হতে চাইবে- এবং আপনিও তা স্বীকার করে খুশি হবেন। একবার আপনার জীবনের সঙ্গে প্রেম মিলে গেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন বোধ করবেন না। আপনি আজকে এই সত্য বুঝতে পারবেন।

কর্কট রাশি ঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

কন্যাঃ কন্যা রাশির জন্য আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ

তুলাঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি হবে।

বৃশ্চিকঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন-যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন। শুভদিন

মকরঃ আজ আপনার দিনটা এনার্জি আর উদ্দীপনায় ভরা থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্যপানে জোরদারভাবে এগিয়ে যাবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার ইঙ্গিত আছে, তাই আত্মবিশ্বাসী থাকুন আর যেকোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকুন। ।

কুম্ভঃআপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। আপনার রসিক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে।

মীনঃআপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাৎক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিবন্ধকতা আছে। কাজের সুযোগ হতে পারে আজ। প্রেম আসবে ।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রবিবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার, ভোট গণনার দিন কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড় হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ওই দিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা নেমেছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রবিবারও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ১২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৯মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

গণনাকে ঘিরে বিশৃঙ্খলা এড়াতে তৎপর প্রশাসন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৩ মে ঃ ভোট পর্ব শেষ, সামনে সোমবার গণনা। গণনাকে ঘিরে কোনও রকম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা এড়াতে ইতিমধ্যেই তৎপর প্রশাসন। সেই লক্ষ্যেই রবিবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চল এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ রুট মার্চ চোখে পড়ে। এদিন সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা এলাকায় টহল দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গণনা পরবর্তী পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এনআইএ নোটিশ ঘিরে তোলপাড় কালিয়াচক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৩ মে ঃ এনআইএ-র নোটিস ঘিরে তোলপাড় মালদার কালিয়াচক এলাকা। তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নোটিস দেওয়া হয়েছে সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের নির্বাচনী এজেন্ট তথা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল রহমান, কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি মহঃ সরিউল সহ আরও কয়েকজন নেতাকে। সূত্রের খ বর, পয়লা এপ্রিলের একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এই নোটিস জারি করা হয়েছে। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্টদের দুপুর ১২টার মধ্যে কালিয়াচক থানায় হাজিরা দিতে হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনিক সূত্রে গোটা বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে ফের কড়া বার্তা কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ মে ঃ রাজ্যে ভোটগণনার আগে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে ফের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। রাতে রাজ্যের সমস্ত অবজার্ভার, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) এবং রিটার্নিং অফিসারদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন তিনি। কমিশন সূত্রের খবর, গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা, ১৬৩ ধারার প্রয়োগ, বিজয় মিছিলের ভবিষ্যৎ এবং ফলতার পরিস্থিতি;সবকিছুই ওই বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে। সিইও-র বক্তব্য, গণনাকেন্দ্রের তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে কেউ ভিতরে ঢুকে পড়লে বা অনভিপ্রেত কিছু পৌঁছে গেলে তার প্রধান দায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর। গণনার দিনে কোনও ফাঁকফোকর রাখা যাবে না বলেও তিনি প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন। রাজ্যের অধিকাংশ জেলার ডিইও-দের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে যে ১৬৩ ধারা বলবৎ রয়েছে, পরিস্থিতি খারাপ হলে সেই সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে নিষেধাজ্ঞ জ্ঞার পরিধি বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে গণনার দিনে বিজয় মিছিল হবে কি না, সে বিষয়েও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ডিইও এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের কাছ থেকে আন্ডারটেকিং নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সিইও। তাঁর কথায়, তাঁরা নিয়মকানুন পড়ে বুঝে নিয়েছেন। যদি তাঁদের তরফে কোনও ভুল হয়, তবে কমিশন পদক্ষেপ করতে পারবে। গণনার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। ফলতার পুনর্নির্বাচন নিয়ে আলাদা করে নজর রাখা হচ্ছে। ২১ মে সেখানে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে অজয় পাল শর্মা দায়িত্বে থাকবেন কি না, তা কমিশন পরে সিদ্ধান্ত নেবে। এ বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। ফলতা কেন্দ্র ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেছেন সিইও। তিনি জানিয়েছেন, ৪ মে ফলাফল ঘোষণার পর ফলতা বিধানসভার ওয়েবকাস্টিং ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। কীভাবে কোন ঘটনা ঘটেছে, তা পর্যালোচনা করা হবে। কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে যোগসাজশ বা গাফিলতির প্রমাণ মিললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তবে ফলাফলের আগে স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে এখনই সেই ফুটেজ দেখা হচ্ছে না। গণনার দিনে নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রায় ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হচ্ছে। গড়ে প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে প্রায় দু'কোম্পানি করে বাহিনী মোতায়েন থাকবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি ২০২১ সালের লোডশেডিং সংক্রান্ত অভিযোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগেই বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছে কমিশন। যাতে বিদ্যুৎ চলে গেলেও গণনা প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য জেনারেটরেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ক্ষমতা আগেই গেছিল, ফলপ্রকাশের আগেই ফ্রেমের বাইরে চলে গেলেন 'বক্সীদা'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ মে ঃ বাংলা তো বটেই, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও বোধহয় তাঁর নাম থেকে যেতে পারে। গিনেস বুক, লিমকা বুক অফ রেকর্ডেও তাঁর নাম উঠলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। তৃণমূল ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে রাজ্য সভাপতি। সেই তিনি, সুব্রত বক্সীর ক্ষমতা যে খর্ব হয়ে গেছিল, তা বিধানসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার সময়েই বোঝা যায়। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অর্ধেক প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে বাকিটা পড়ার জন্য লিস্টটি অভিষেকের হাতে তুলে দেন, তখনও কেবল আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি ছাড়া তাঁর আর কোনও ভূমিকাই ছিল না। এমনকি দেখা যায়, তালিকাটি হাতে পেয়েই এপাতা-ওপাতা উল্টেপাল্টে দেখছেন 'বক্সীদা'। দ্য ওয়ালে আগেই লেখা হয়েছিল, সুব্রত বক্সীর সুপারিশ মতো প্রার্থী তালিকায় কোনও নামই হয়তো থাকবে না। সেই তালিকা তৈরিতে তাঁর তো কোনও ভূমিকা ছিলই না, এমনকি তাঁর একান্ত অনুগত সৈনিক জয়প্রকাশ মজুমদার, তাঁকেও টিকিট দিতে পারেননি তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান রাজ্য সভাপতি। এবার এই প্রথম দেখা গেল, এই আনুষ্ঠানিকতার ফ্রেম থেকেও বেরিয়ে গেলেন বক্সীবাবু। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের গণনার ঠিক আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন তৃণমূলের সমস্ত সাংসদ ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে। গতকাল তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। অভিষেক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনেই বৈঠক করেছেন সব প্রার্থীর সঙ্গে এবং তাঁদের এজেন্টদের সঙ্গে। কিন্তু গাঢ় নীল ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে শুধু দিদি আর অভিষেকই বসেছিলেন। 'বক্সীদা'র আসন ছিল না। কেন ছিল না? সুব্রত বক্সীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে বলা হচ্ছে, দাদার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। আবার তাঁর কাছের কিছু মানুষ বলছেন, মনটাও ভাল নেই। এবার রাজ্যসভার ভোটে সুব্রত বক্সী আর পুনর্মনোনয়ন চাননি বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের দাবি। দলের সহ-সভাপতি হলেন জয়প্রকাশ। ঘরোয়া মহলে তাঁকে তৃণমূলের অনেকেই 'জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' বলেন। সূত্রের দাবি, বক্সীবাবু জয়প্রকাশকে রাজ্যসভায় পাঠানোর দরখাস্ত করেছিলেন। সেটা তো হয়ইনি, বাকি কিছুই আর হয়নি। আবার, কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, সুব্রত বক্সীকে বলা হয়েছিল, এই বিধানসভা ভোটে বালিগঞ্জ আসনে প্রার্থী হতে। এটা সেই গত নভেম্বরের কথা। তাতেও রাজি হননি রাজ্য সভাপতি। কারণ, তিনি সম্ভবত দেওয়াল লিখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, তৃণমূলের বৃদ্ধতন্ত্র বঙ্গোপসাগরের দিগন্তে ঢলে পড়ছে। দলের কর্তৃত্ব ক্রমশই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে চলে যাচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। এবং এই সেই সন্ধিক্ষণ, যার ওপারে তৃণমূলের সংগঠনের সবটাই অভিষেক। রাজ্য সভাপতি পদে তাঁর মেয়াদ ফুরোনোও তাই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু শুরুর আগেও যেমন শুরু থাকে, তেমনি শেষের আগের শেষটাও দেখা গেল শনিবাসরীয় সন্ধেয়।

স্ট্রং রুমের পাশের হল ঘরে রাতে 'পূর্ত' দপ্তরের কর্মীদের কাজ নিয়ে অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ মে ঃ স্ট্রং রুমের পাশের হল ঘরে রাতে 'পূর্ত' দপ্তরের কর্মীদের কাজ নিয়ে অভিযোগ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। স্ট্রং রুমের প্লাইউড দিয়ে তৈরি দেওয়ালের পাশে হলঘরে গভীর রাতে শনিবার 'পূর্ত' দপ্তরের কর্মীদের কাজ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুবীর চট্টোপাধ্যায়। এই নিয়ে গণনা কেন্দ্রে উত্তেজনা দেখা দেয়। শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি পৌঁছে যান মধ্য হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন এর স্ট্রং রুমে। তিনি অভিযোগ করেন কেন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের না জানিয়ে রাত এগারোটার সময় 'পূর্ত' দফতরের কর্মীরা স্টং রুমের পাশে কাজ শুরু করেছেন ? এই নিয়ে তিনি রিটার্নিং অফিসার, জেলাশাসক এবং পুলিশ অবজারভারকে অভিযোগ দায়ের করেন। দলকেও জানান। তাঁর আরও অভিযোগ, দু'তিনটে সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ ছিল। গোটা বাংলা জুড়ে যেভাবে নির্বাচন কমিশন প্রতি মুহূর্তে ষড়যন্ত্র করছে তাতে বিশ্বাস নেই। পরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুবীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, তরাত এগারোটার পর স্টং রুমের পাশের দেওয়ালে পিডব্লিউডির প্রায় ৪০-৫০ জন কর্মী কাজ করছিলেন। আমরা অভিযোগ জানিয়েছি। আমার প্রশ্ন কোনও প্রার্থীকে না জানিয়ে কি করে এখানে এতো রাজে কি কাজ হয়। এ ব্যাপারে ইসিআই, আরও, জেলাশাসক, পুলিশ অবজারভারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ওনাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে আমাদের না জানিয়ে কেন এই কাজ করা হল? অবিলম্বে এই কাজ বন্ধ করতে হবে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি কয়েকটা জায়গায় সিসিটিভিও বন্ধ করা আছে। যতক্ষণ না এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই এলাকায় ১ ইঞ্চি জায়গা আমরা ছাড়বো না। নির্বাচন কমিশন যেভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে আমাদের মনে হয় তাদের দুরভিসন্ধি আছে। ইতিমধ্যে দলকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি সঞ্জয় সিং বলেন, 'ইভিএম এর জন্য ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পুলিশও রয়েছে। এর আগে এই পনেরো বছরে তৃণমূলের কোনও নেতা, কোনও কর্মী ইভিএম এর জন্য যায়নি। আজকে ওনারা জেনে গেছেন ওনারা হেরে যাচ্ছেন। এখন অনেক গল্প ওনারা তৈরি করবেন। যতই ওনারা গল্প তৈরি করুন না কেন মানুষ ওনাদের বিসর্জন দিয়েছেন। ওনারা যতই যাই করুন না কেন কোনও লাভ তাতে হবেনা।'

ব্যারাকপুরে হ্যাকিংয়ের আশঙ্কা নোয়াপাড়ার অর্জুনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ৩ মে ঃ ভোট গণনা কেন্দ্রে তথ্য হ্যাকিংয়ের আশঙ্কা! ব্যারাকপুরের নোয়াপাড়া থেকে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুলে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, বিডিও ও এসডিও অফিসে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে গণনাকেন্দ্রের তথ্য হ্যাকিংয়ের পরিকল্পনা চলছে। এই অভিযোগ ঘিরে ব্যারাকপুর সহ উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অর্জুন সিং বলেন, 'এটা গণতন্ত্রের ওপর আঘাত। ভোট গণনার আগেই অস্থায়ী কর্মীদের মাধ্যমে সিস্টেমে ঢুকে তথ্য পাল্টানোর চেষ্টা হচ্ছে। বিডিও ও এসডিও অফিসে হঠাৎ করে বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের কাজ কী, কেন নিয়োগ করা হল এসব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।' তিনি আরও জানান, এই কর্মীদের মাধ্যমে ইভিএম ও ভোট সংক্রান্ত ডেটাবেসে অনধিকার প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে।নোয়াপাড়ার এই বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'আমরা সতর্ক আছি। যদি কোনো কারচুপি হয়, তাহলে আমরা ছাড়ব না। নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে তদন্ত করতে হবে।' অর্জুন সিংয়ের এই অভিযোগের পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে। অনেকে গণনাকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানা গেছে।স্থানীয় বাসিন্দারা এই খবরে উদ্বিগ্ন। একজন বয়স্ক ভোটার বলেন, 'আমরা ভোট দিয়েছি ভেবে যে সঠিক ফলাফল আসবে। এখন যদি হ্যাকিংয়ের মতো ঘটনা ঘটে, তাহলে গণতন্ত্র বাঁচবে কী করে? প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে দেখতে হবে।' আরেক যুবকের কথায়, 'অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ যদি সত্যি হয়, তাহলে এটা খুবই গুরুতর বিষয়। নির্বাচন কমিশনের উচিত তাৎক্ষণিক তদন্ত করে সবকিছু স্বচ্ছ করা।' বিজেপি জেলা নেতৃত্ব অর্জুন সিংয়ের অভিযোগকে পুরোপুরি সমর্থন করেছে। দলের এক নেতা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার জন্য সবকিছু করতে পারে। আমরা এনআইএ বা সাইবার সেলের তদন্ত চাই। গণনাকেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ও ওয়েবকাস্টিং নিশ্চিত করতে হবে।' তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করেছে 'অর্জুন সিং হেরে যাওয়ার আগেই অজুহাত তৈরি করছে। প্রশাসন স্বচ্ছভাবে কাজ করছে। এসব অভিযোগ শুধুমাত্র বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা।' তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

তৃণমূলের মুসলিম তোষণেই বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি ! মত বিশ্লেষকদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের পেছনে লুকিয়ে আছে একটি সহজ কিন্তু চোখ খুলে দেওয়া অঙ্ক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দেওয়া এই ব্যাখ্যা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজ্যজুড়ে আলোচিত হচ্ছে। তিনি বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের 'মুসলিম তোষণ' কৌশলই এবার দলটিকে ফাঁদে ফেলেছে। তাদের যুক্তি সহজ। তৃণমূল যদি মনে করে যে, কোনো বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট পেলেই জয় নিশ্চিত, তাহলে সেই একই এলাকায় যদি ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোটার বিজেপিকে ভোট দেন, তাহলে বিজেপি পেয়ে যাবে ৪৯ শতাংশ ভোট যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যথেষ্ট। এই অঙ্কটি তৃণমূলের নিজস্ব লজিককে চ্যালেঞ্জ করছে। বিশ্লেষকদের মতে তত্নণমূল দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ঙ্ককে কেন্দ্র করে রাজনীতি করে আসছে। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছে যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এখনও হিন্দু। যদি হিন্দু ভোট একত্রিত হয়, তাহলে ৩০ শতাংশের ভরসায় তৃণমূল আর জিততে পারবে না।দ তাঁর মতে, এবার বিজেপি সেই হিন্দু ভোটকে বড়ো আকারে ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তৃণমূল নিজেদের জালে নিজেরাই আটকে পড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা এই যুক্তিকে সামনে রেখে প্রচার চালাচ্ছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমানসহ বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। একজন বিজেপি কর্মী বলেন, 'আমরা কাউকে ধর্মের নামে ভাগ করছি না। কিন্তু তৃণমূল যেভাবে একটা সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দিয়ে অন্যদের অবহেলা করছে, তাতে সাধারণ হিন্দু ভোটাররা ক্ষুব্ধ। এবার তাঁরা এক হয়ে ভোট দিচ্ছেন।' অন্যদিকে তৃণমূল নেতারা এই অঙ্ককে 'সাম্প্রদায়িক' বলে আক্রমণ করেছেন। দলের এক বর্ষীয়ান নেতা বলেন, 'বিজেপি ধর্মীয় বিভাজন করে ভোট চাহঞ্চ ছে। আমরা সব ধর্মের মানুষের জন্য কাজ করি। এটা কোনো খেলা নয়।' তবে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সূত্র বলছে, হিন্দু ভোটের একত্রীকরণ নিয়ে দলের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। তাদের বিশ্লেষণে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। তিনি বলেন, বাংলায় হিন্দু ভোটারদের অনুপাত প্রায় ৭০ শতাংশের কাছাকাছি। যদি এই ভোটের একটা বড়ো অংশ বিজেপির দিকে ঝোঁকে, তাহলে তৃণমূলের ৩০ শতাংশের কৌশল ভেঙে পড়বে। এছাড়া প্রবাসী বাঙালি ও হিন্দি-ভাষী ভোটারদের সমর্থনও বিজেপিকে অতিরিক্ত শক্তি জোগাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আলোচনা এখন চায়ের দোকান থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্র। একজন কলকাতাবাসী বলেন, 'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কেউই করুক, আমরা চাই উন্নয়ন। কিন্তু যদি একটা দল শুধু একটা সম্প্রদায়কে তোষণ করে, তাহলে অন্যরা তো প্রতিক্রিয়া দেখাবেই।'

বিজেপি কর্মীদের হামলা-মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ৩ মে ঃ ক্যানিংয়ে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা-মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল। রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ঢুকে হামলা-মারধর চলে। বাড়িতেও চলে ভাঙচুর। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর শাসকদল তৃণমূলের দিকে। সোমবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের গণনা। ফলে তার আগে এই ঘটনা নিয়ে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ইটখোলা অঞ্চলের মধুখালী এলাকায়। শনিবার রাতে ওই এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ সর্দার ও তাঁর অনুগামীরা বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। লাঠি-রড দিয়ে হামলা চালানো হয়। ভাঙচুর করা হয় একাধিক আসবাবপত্র। শুন্যে গুলিও চলেছে বলে অভিযোগ। বন্দুকের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। আর এই ঘটনায় জখম হয়েছেন মহিলাসহ একাধিক বিজেপি কর্মী। দীপিকা নস্কর ও কবির কৃষ্ণ হালদার নামে দুই বিজেপি কর্মী গুরুতর জখম বলে খবর। ৪ তারিখের পর দেখে নেওয়া হবে। সেই হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে আছে। তদন্তও শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, যাতে গণনার সময় বিজেপির কেউ উপস্থিত না থাকে, সেজন্যই ওই হামলা তৃণমূলের তরফে করা হয়েছে। ভয় দেখিয়ে ভোটে জিততে মরিয়া শাসকদল। যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গুলি চালানোর বিষয়টি স্পষ্ট নয়, বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

লটারির জয়ী নম্বর জাল করে প্রতারণার এক কারবারের হদিশ

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, হুগলি, ৩ মেঃ ভিনরাজ্যের যোগ থাকা এই চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। লটারির জয়ী নম্বর জাল করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার এক বিশাল কারবারের হদিশ পেল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে জাল আধার কার্ড, প্রচুর এটিএম কার্ড এবং লটারি তৈরির উন্নত মানের সরঞ্জাম। গত ২০ ফেব্রুয়ারি চণ্ডীতলা থানায় প্রতারণার একটি অভিযোগ দায়ের করেন সন্দীপ ঘোষ নামে এক লটারি ব্যবসায়ী। অভিযোগ অনুযায়ী, দুই ব্যক্তি তাঁর দোকানে এসে কিছু লটারি টিকিট দেখিয়ে দাবি করেন যে, সেগুলিতে ৩ লক্ষ টাকা পুরস্কার লেগেছে। দোকানদারকে প্রলোভন দেখিয়ে তারা টিকিটগুলো তাঁর কাছেই রেখে যায় এবং পরের দিন নগদ টাকা নিতে আসবে বলে জানায়। বিশ্বাস অর্জনের জন্য ওই প্রতারকরা দোকান থেকে কিছু নতুন টিকিট কেনে এবং একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে যায়। সরল বিশ্বাসে সন্দীপবাবু ওই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেন। পরে টিকিটগুলো মূল এজেন্সিতে জমা দিলে তিনি জানতে পারেন যে সেগুলো সম্পূর্ণ জাল। অভিযোগ পাওয়ার পর চণ্ডীতলা থানার পুলিশ এবং হুগলি গ্রামীণ এসওজি যৌথভাবে তদন্তে নামে। মগরা থানার কুন্তীঘাট এলাকা থেকে তিন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয় এবং পরে ২০ এপ্রিল তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলো, সুরজিৎ সরকার, (বলাগড়ের বাসিন্দা), কাজল শেখ (মালদার বাসিন্দা) এবং প্রীতম সনি (মুম্বইয়ের বাসিন্দা)। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ৮ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে তাদের ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে জাল লটারি তৈরির মিনি কারখানার হদিশ পায় পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে; একটি ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভ, দু'টি উচ্চমানের প্রিন্টার এবং লটারি কাটার স্কেলিং বোর্ড, লটারি প্রিন্টিং কাগজ ও ছেঁড়া প্রিন্টেড পেপারের স্তূপ, ৯টি মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ব্যক্তির নামে প্রায় ৪০টি এটিএম কার্ড, একাধিক প্যান কার্ড এবং কিছু জাল আধার কার্ড, একটি চারচাকা গাড়ি। শনিবার চণ্ডীতলা থানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এসডিপিও তমাল সরকার জানান, এই চক্রটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করত। জয়ী লটারির নম্বর স্ক্যান করে নিখুঁতভাবে জাল টিকিট তৈরি করত তারা। বিশেষ করে মুম্বইয়ের বাসিন্দা প্রীতম সনির এই চক্রে উপস্থিতি ভিনরাজ্যে ছড়িয়ে থাকা আরও বড় নেটওয়ার্কের যে যোগ রয়েছে এই অপরাধে তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অন্ধকারে হুগলির রেলপাড় এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া, হুগলি, ৩ মে ঃ অভিযোগ, বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বহু মানুষের ঘরবাড়ি। তার জেরে গৃহহীন অনেকে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব মিটেছে। তার পরেই শনিবার রাতের অন্ধকারে হুগলির পাণ্ডুয়ার রেলপাড় এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল। স্থানীয় সূত্রে খবর, নির্বাচন ঘোষণার আগেই রেলপাড়ের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নোটিস ধরানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে কোনও উচ্ছেদ অভিযান হয়নি। কিন্তু ভোটগ্রহণ মিটতেই আবার নতুন করে নোটিস ধরানো হয় রেলপাড়ের বাসিন্দাদের। এক দিনের সময় দিয়ে বলা হয়, বস্তি এলাকা খালি করে দিতে হবে। নোটিস পাওয়ার পর অনেকেই দোকান-ঘরবাড়ি খালি করে দেন। কিন্তু বহু মানুষই এত কম সময়ের মধ্যে বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। অভিযোগ, তা সত্ত্বেও কোনও বাড়তি সময় না দিয়েই রাতের অন্ধকারে এই অভিযান চালাল হলো। এ নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন ঘড়ছাড়া বহু মানুষ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'ভোটের আগে আমাদের উচ্ছেদ করা হয়নি, কারণ তখন আমাদের ভোট দরকার ছিল। এখন ভোট শেষ। তাই তড়িঘড়ি উচ্ছেদ করা হচ্ছে।' আর এক বাসিন্দার কথায়, 'আরও কয়েক দিন সময় দিলে বিকল্প ব্যবস্থা করা যেত।' এ নিয়ে অবশ্য রেলের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলো এক ছাত্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর, হুগলি, ৩ মে ঃ কোন্নগরের সাধুর ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলো এক ছাত্র, নাম উৎসব ঝাঁ (১৬),অবশেষে উদ্ধার মৃতদেহ। শাস্ত্রী নগর থেকে এসে দুই ভাই বন্ধুদের সাথে গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিল।সে সময় হঠাৎ জোয়ার চলে আসায় গঙ্গায় তলিয়ে যায়। এরপর ডি এম জি টিম উদ্ধারকার্য চালায় এবং সাড়ে চারটে নাগাদ ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয় গঙ্গা থেকে।জানা যাচ্ছে যুবকটি সাঁতার জানতো না। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কেন তরতাজা প্রাণ গুলি এইভাবে চলে যাচ্ছে? কিভাবে এই মৃত্যু মিছিল আটকানো সম্ভব এলাকার মানুষের একটাই প্রশ্ন।

ভোট মিটতেই বালিহল্ট স্টেশন লাগোয়া 'দখলদার' উচ্ছেদ রেলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩ মে ঃ হাওড়ার বালিহল্ট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার দু'দিকে প্রায় দেড়শো দোকানদার দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা করছিলেন বলে অভিযোগ। রেলের তরফ থেকে এইসব 'দখলদার'দের বহুবার জায়গা খালি করার নির্দেশ জারি হলেও তা এতদিন করা যায়নি। অবশেষে নির্বাচন মিটতেই শনিবার গভীর রাতে রেলের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আরপিএফ বিশাল বাহিনী এনে অভিযান চালিয়ে পুরো এলাকা খালি করে দেয়। সাময়িক বাকবিতণ্ডা হলেও বড়ো কোনও গন্ডগোল হয়নি। জানা গেছে, একটি রাজনৈতিক দলের অফিস সহ সমস্ত দোকান ভাঙা পড়ে। গভীর রাত পর্যন্ত ওই উচ্ছেদ চলে।

স্ট্রংরুম ঘিরে 'মাতৃশক্তি';রাস্তায় বসে বিজেপি মহিলা কর্মীদের নজিরবিহীন পাহারা

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩ মে ঃ রাত পোহালেই ভোট গণনা। তার আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। গণনার আগের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ বিজেপি। সেই কারণেই রবিবার বিকেল থেকে কালনা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় এক অভিনব প্রতিবাদের ছবি দেখা গেল। কালনা কলেজ থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে বাংলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের সামনে রাস্তায় বসে পড়লেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে কাগজ, তাতে স্পষ্ট লেখা; 'স্ট্রংরুম পাহারায় ভারতীয় জনতা পার্টির মাতৃশক্তি।' শ্লোগানহীন, কিন্তু দৃঢ় অবস্থান; এই ভাবেই তারা জানিয়ে দিলেন, ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে তারা আপস করতে রাজি নন। প্রশ্ন উঠছে, কেন এই পথ বেছে নেওয়া? বিজেপির মহিলা কর্মীদের কথায়, 'গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে উঠছি না। ভোটের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এই অবস্থান।' তাদের দাবি, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই এই সতর্কতা। গতবার নাকি কাউন্টিং সেন্টারের মধ্যেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল, যা নিয়ে এখনও ক্ষোভ রয়েছে কর্মীদের মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, আবারও যেন কোনও অনিয়ম না ঘটে। তাই আগেভাগেই স্ট্রংরুমের বাইরে নজরদারি বাড়িয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিলেন 'মাতৃশক্তি'। গণনার আগের রাতেই এই ধরনের অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, বিজেপির এই পদক্ষেপে স্পষ্ট; ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে রাজনৈতিক অবিশ্বাস এখনও কাটেনি। এখন দেখার, সোমবারের গণনা কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং এই 'মাতৃশক্তি'র পাহারা শেষ পর্যন্ত কতটা প্রভাব ফেলে পুরো প্রক্রিয়ায়।

'রাবণদের কবল থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ যেন মুক্ত হয়', রামমন্দিরে প্রার্থনা রুদ্রনীলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩ মে ঃ রাবণদের কবল থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ যেন মুক্ত হয়', রামমন্দিরে পুজো দিয়ে এই প্রার্থনা জানালেন বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। সোমবার ৪ঠা মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে হাওড়ার রামরাজাতলার রামমন্দিরে পুজো দেন তিনি। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ রবিবার বিকেলে তিনি মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেন এবং প্রার্থনা করেন। তিনি জানান, রামরাজাতলার এই রামমন্দির থেকেই তিনি ভোট প্রচারের সূচনা করেছিলেন। তাই ফল প্রকাশের আগের দিনও তিনি রামের কাছে আশীর্বাদ নিতে এসেছেন। তাঁর কথায়, 'গত প্রায় একমাস আগে হাওড়ার রামরাজাতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলাম। আজকে রামরাজাতলায় পুজো দিয়ে সেই বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হলো। যে রাবণেরা অত্যাচার করছে, মানুষকে লুট করছে, মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে সেই রাবণদের কবল থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ এবং আমাদের বিধানসভা শিবপুর কেন্দ্র যেন মুক্ত হয় এবং বিকশিত হয় পুজো দিয়ে রামের কাছে সেই আশীর্বাদ নিলাম। যখন কেউ বলেন রাম আমাদের নয়, তাঁদের জন্য মায়া লাগে। মনে হয় যে তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতি, সংস্কার কোনও চাপে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছেন।'

শিক্ষাকে শক্তিশালী করা রোটারি ক্লাবের একটি হৃদয়গ্রাহী উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩ মে ঃ রোটারি ক্লাব অফ বোল্টন লিভার (ইংল্যান্ড) ভারতের একটি যুব ছাত্রার শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য একটি সাহায্যকারী হাত বাড়িয়েছে। গত বছর রোটারি ক্লাবের দুর্গাপুর সেন্ট্রালের অনুরোধের পরে, ইংল্যান্ডের -ভিত্তিক ক্লাব দুর্গাপুরের একনিষ্ঠ ছাত্রী মিস জয়িতা মণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিন বছরের জন্য প্রতি বছর ৩০০ পাউন্ডের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে তার শিক্ষা যাত্রাকে সমর্থন করার জন্য। প্রথম কিস্তি, ৪০,০০০ টাকা, এখন প্রাপ্ত হয়েছে। একটি অর্থবহ এবং হৃদয়স্পর্শী মুহূর্তে, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সভাপতি, মানতার সিংহ এবং সদস্যরা, ইন্দ্রনীল মুখ ার্জি, অজয় পাল এবং ছগন প্যাটেল আজ ৩ মে ২০২৬ তারিখে তার আবাসে মিস জয়িতাকে চেক হস্তান্তর করেছেন। জয়িতা, যিনি বর্তমানে দুর্গাপুরের একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, তার মা এবং শিক্ষকের উপস্থিতিতে চেক প্রদান করা হল। এই উপলক্ষটি শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তার বিষয়ে ছিল না, ছিল আশা, উৎসাহ এবং শিক্ষার শক্তিতে বিশ্বাসের একটি উদযাপন। এই উদ্যোগটি সীমান্ত জুড়ে সম্প্রদায়গুলিকে সংযুক্ত করার এবং স্থায়ী প্রভাব তৈরি করার জন্য রোটারির সত্যিকারের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। জয়িতার মতো যুব মনকে সমর্থন করে, রোটারি ক্লাব একটি উজ্জ্বল এবং আরও শক্তিশালী ভবিষ্যতের পথ তৈরি করছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৫২ সংখ্যা, সোমবার, ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩

রবীন্দ্র সঙ্গীতে বাউল

রবীন্দ্রনাথের গানে দেশি আদর্শের সুস্পষ্ট ছাপ। তাঁর শিল্পীসত্ত্বা ও ব্যক্তিত্ব প্রায় অভিন্ন। জীবনের জীবনের এক তীব্র মুহূর্তে হঠাৎ পেয়ে গেলেন আনুষ্ঠানিক সম্প্রদায়গত ধর্মাচরণের বাইরে এক সরল উদার আন্তরিকতার ধর্ম যা আত্মভোলা গানের সুরে নিজেকে অনায়াসে প্রকাশ করে। একে তিনি গ্রহণ করে আত্মস্থ করেছেন দীর্ঘ বছর দশেক কাল ধরে। তারপর হঠাৎ দেশব্যাপী প্রাণোচ্ছ্বাসের সঙ্গে একাত্মতাবোধের ঐকান্তিকতায় বাউল সুরাশ্রিত স্বদেশি গানের প্লাবনোচ্ছ্বাস। রবীন্দ্রনাথ যাকে তাঁর সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন তার ধারা প্রধানত দুটি মার্গ বা ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত এবং দেশ বা লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীত সহজ ও সাবলীল। গানের ভাব প্রকাশিত হয় কথায়। সুর ও ছন্দ তাকে প্রাণবান করে তোলে। তাল সাধারণত সহজম সুর তিন থেকে সাতটি পর্দায় বিন্যস্ত। এর গায়কেরা পুঁথিগত বা সাঙ্গীতিক বিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত না-ও হতে পারেন। সাধারণত এঁরা যাকে বলে 'গাইতে গাইতে গাইয়ে'। বাউল সম্প্রদায়ের গান এক ধরনের আবেগময় একটানা সুর, মাঝে মাঝে বেশ ছন্দোবহুল সঙ্গে নৃত্যের আবেগ। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলেছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, সুফি ধর্ম। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে মূল সাধনাঙ্গ এক হওয়ায় সহজিয়া মুসলমান ফকিরদের মিলনে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাউলধর্মের উদ্ভব। মুসলমান ফকিরাই বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। অনেকের মতে বাউলসাধনা শিষ্টজন নিন্দিত ও ধর্মের নামে ইন্দ্রিয়সেবা মাত্র। কিন্তু উভয় বাংলায় বাউল গান ধর্মসঙ্গীত হিসাবেই পরিচিত। এই গানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। বিশিষ্ট বাউল কবি বা গীতিকারা হলেন লালন ফকির, মদন, পাগলা কানাই, ঈশান, গঙ্গারাম, দীনু, পাঞ্জু শাহ, যাদুবিন্দু। হাউড়ে বাউল, গগন, চণ্ডী বাউল, ফটিক, গোঁসাইচাঁদ, এরফান আলি, বাখের শাহ। রবিঠাকুর মনে করতেন লোকসঙ্গীতের চেয়ে বাউল গান অনেক ছন্দবহুল। এর সুরের পার্থক্য দেখাযায় প্রথম কলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলির। কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকি গানের একেবারে গা ঘেঁষে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ, কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে। রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক, সে কীসের কেয়ার করে! রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম থেকেই কিছুটা কাব্যপ্রভাবিত এবং ওস্তাদিগানের তানকর্তব বা লয়বৈচিত্র্য তিনি প্রায় সজ্ঞানে পরিহার করেছেন। অর্থাৎ তাঁর গান প্রথম থেকেই অনেকটা দেশি আদর্শ অনুসারী। বাউল গান সম্পর্কে লিখিতভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আগ্রহের প্রকাশ দেখি ১২৯০ সালে (১৮৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) ভারতী পত্রিকায় যখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। বাউল গানের একটি সংগ্রহ পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। তার আহ্বানে ভারতীতে কিছু গান ছাপাও হয়। কিন্তু তা শুধুই কথা, সুর ছাড়া। সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে তার প্রায় ৪০০ গান রচনা হয়ে গেছে। এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি দেশি সুরে অর্থাৎ কীর্তনের ও রামপ্রসাদী সুরে, যা তৎকালে কলকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত বাউল সুর একটিও নেই। তারপর ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত দেশি সুরে যে সমস্ত গান রচিত হল তার মধ্যেও দেখি প্রধানত কীর্তন, রামপ্রসাদী ও বাংলাদেশে প্রচলিত বিভাস বা যোগীয়া বিভাস।

গণতান্ত্রিক দেশ

গ্রীক সভ্যতা- স্পার্টানরা দুর্বল শিশুকে পাহাড়ের গুহায় ফেলে দিয়ে আসতো কেন? প্রাচীন গ্রীসে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান দুটি হচ্ছে স্পার্টা এবং এথেন্স। এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী, আর স্পার্টা ছিল রক্ষণশীল, পশ্চাৎমুখী এবং অনুন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। ফলে এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই বিদ্বেষমূলক। স্পার্টানদের পরিচিতি ছিল আক্রমণকারী হিসেবে। স্থানীয় অধিবাসীদের চূড়ান্তভাবে পরাস্থ করতে তাদের কয়েকশত বছর যুদ্ধ করতে হয়েছিল, ততদিনে সামরিক অভ্যাস তাদের মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল। স্পার্টারা যেন ছিল যুদ্ধের বিরাট এক ক্যাম্প। এজন্য প্রতিটি স্পার্টানকে প্রথমে সৈনিক জীবনযাপনে বাধ্যবাধকতা ছিল। সেখানে প্রত্যেক নবজাতক ছেলে শিশুকে কেন্দ্রীয় সংস্থার নিকট হাজির করা হত। শিশুটি স্বাস্থ্যবান এবং রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বলে বিবেচিত হলেই কেবল তাকে লালনপালন করার অনুমতি দেওয়া হতো। দুর্বল শিশুকে পাহাড়ের গুহায় ফেলে আসা হত। সে ওখানেই মারা যেত। সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা পরিবারের সাথে থাকার সুযোগ পেত। তারপর তাকে রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করা হত। সে তখন অন্যান্যের সাথে ব্যারাকে জীবনযাপন করতো। রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অপরাজেয় যোদ্ধা তৈরি করা। স্পার্টার মেয়েরাও কঠোর দৈহিক প্রশিক্ষণ নিত। যখন কোন স্পার্টান মা তার ছেলেকে যুদ্ধের ঢাল দিতেন, তখন তিনি বলতেন, এই ঢালসহ তুমি ফিরে এস। এই ঢাল এত বড় হতো যে, কোন সন্তানই তা ফেলে রেখে পালাতে পারত না। অন্যদিকে 'এথেন্স' নগর রাষ্ট্র ছিল গ্রীসের পার্বত্য অঞ্চলে এবং অনুর্বর ভুমিতে। ফলে এখানে কোনো যুদ্ধবাজ শাসক গোষ্ঠীর উদয় ঘটেনি। এথেন্সের নাগরিক সমাজ ছিল চার ভাগে বিভক্ত । প্রথম শ্রেণিতে ছিল ধনী অভিজাত লোক। এরা পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক সুবিধা ভোগ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল কৃষক, বণিক, নাবিক, কারিগর ও ব্যবসায়ী প্রমুখ। এদের নাগরিক অধিকার ছিল কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল অন্য দেশ হতে আগত জনগণ। এদের কোন রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকার ছিল না। এরা সাধারণত শিল্প উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকত। চতুর্থ শ্রেণি হল দাস। এথেন্সে বহুসংখ্যক দাস ছিল। যারা জলপাই ও আঙ্গুরের বাগান করতো। শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি, শিল্পকলায় এথেনীয়রা উন্নতি করে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

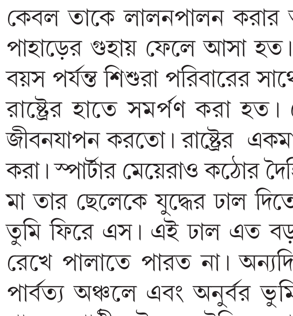

এই ভারতবর্ষ থেকে জীবনের প্রথম স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। 'জবা কুসুমাসং কাশ্যপেয়িং মহাদ্যুতিম'। মহা মন্ত্র এই ভারত থেকে উচ্চারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজ রক্ষায় সেবা অপরিহার্য।

সাধক রামপ্রসাদ

মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা তাকে দেখা দেবেন। সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী।

বিপ্লবী সুশীল সেন ক্ষুদিরামের মতো সাহসী ছিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে প্রথমে সুশীল সেনকে বিপ্লবীর দলের নেতারা পচ্ছন্দ করেছিলেন। কিন্তু পিতার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সুশীল সেন বাড়ি চলে যায়। তাঁর স্থানে মেদিনীপুরের ছেলে ক্ষুদিরাম বোসকে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য পচ্ছন্দ করা হয়েছিল। গুপ্ত সমিতির নেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে ক্ষুদিরাম বোসও মজফফরপুরে যাবে। হাওড়া স্টেশনে

প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম মিলিত হয়ে মজফফরপুরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। তারপরের ইতিহাস সবাই জানে। কিন্তু ক্ষুদিরামের মতো আর একটি বালককে প্রথম দিকে বিপ্লবী নেতারা নির্বাচিত করেছিলেন কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনায়। তার নাম হচ্ছে সুশীল সেন। খুব সাহসী বালক ছিল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে কিংসফোর্ডের এজলাসে মামলা শুরু হলে সেখানে উপস্থিত ছিল সুশীল সেন। সাহেব পুলিশ অফিসার আদালত চত্বরে অতিরিক্ত ভীড়কে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণকালে সুশীল সেনকে ধাক্কা মারে। তার ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে সুশীল সেন পুলিশ সাহেবের গালে জোরে থাপ্পড় মারে। রেগে গিয়ে পুলিশ অফিসার সুশীল সেনতে গ্রেফতার করে এবং কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে আঘাত করার অপরাধে সুশীল সেনকে ১৫ ঘাত বেত দিয়ে মারার শাজা দেওয়া হয়। সেই সাজা চলাকালীন সুশীল সেন বারবার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে থাকে। তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বেশ জোরে বেত্রাঘাত করতে থাকে পুলিশ। কিন্তু অবিচলভাবে সেই শাস্তিভোগ করে সুশীল সেন। এই শাস্তি পাওয়ার পর সুশীল সেন ম্যাজিস্ট্রেট কিংসভোর্ডের ওপরে ক্ষিপ্ত ছিল। সেই কারণে বিপ্লবী নেতারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুশীল সেনকে প্রথমে পচ্ছন্দ করেন।)

সুশীল সেন ঃ পিতা কৈলাশ চন্দ্র সেন। বাসস্থান ঃ সিলেট বানিয়াচং। জন্ম ঃ ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯২ সালে শিলংয়ে। তাঁর পিতা শিলং কারাগারের ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন। তাঁর দুই ভাই হেমচন্দ্র সেন এবং বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। ১৯০০ সালে সুশীল শিলংয়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০২ সালে সুশীল মেধাবি ছাত্র হিসাবে ডবল প্রমোশন লাভ করে দাদা বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের ক্লাসের বন্ধু হন। ১৯০৫ সালে সেন পরিবার শিলং ত্যাগ করে নিজেদের ভিটে মাটিতে বালিয়াচং চলে আসেন। কিন্তু সুশীল এবং বীরেন তখন শিলং সরকারি স্কুলে পড়াশুনা করছেন। বার্ষিক পরীক্ষার পর দুই ভাই সিলেট সরকারি এইচ ই স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে সাংবাদিক সতীশ সিনহার সঙ্গে পরিচয় হয়। সতীশ সিনহা'ই দুই ভাইকে স্বদেশি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন। সুশীল সহ তাঁর দুই দাদা হেমচন্দ্র এবং বীরেন স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হওয়ার সময়ে সিলেটে সুশীল এবং বীরেন একটি দল তৈরি করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধরের নেতৃত্বে। কলকাতার ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হন ২০ জুলাই ১৯০৭ সালে। সেখানে ২৭ জানুয়ারি ১৯০৮ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ২৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে সুশীল বিপিনচন্দ্র পালকে সমর্থন করতে আদালতে উপস্থিত হন। সেখানে বিচারপতি কিংসফোর্ড অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। সেই সময়ে একজন ইংরেজ পুলিশকে মারা জন্য সুশীলকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে ১৫ বার বেত্রাঘাতের সাজা দেওয়া হয়েছিল। ২৭ আগস্ট সুশীলকে ১৫ বার বেত্রাঘাত দেওয়ার সময়ে সুশীল প্রতিটি বেত্রাঘাত দেওয়া সময়ে একবার করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিতে থাকেন। ২৪ আগস্ট ১৯০৮ সালে সুশীল সেনকে কলেজ স্কোয়ারে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সময়ে তিনি থাকতেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাসিন্দা মহেন্দ্রনাথ দে'র কাছে। আদালতের ঘটনা সুশীলকে বিপ্লবীদের কাছে বিখ্যাত করে দেয়। ৫৪ নম্বর মেছুয়া বাজার স্ট্রিটে প্রভাসচন্দ্র দে'র কাছে যাতায়াত করতে শুরু করেন। যুগান্তর বিপ্লবী দলের নেতা দেবব্রত বোসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারপরে মানিকতলা গার্ডেনে যেতে শুরু করেন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পরিবারের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ১২৮/১/১, কেরানিবাগান লেন, বহুবাজারে কাছে ভাই বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বসবাস করেন। এই স্থানটি ছিল বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বিপরীত দিকে যেখানে ন্যাশনাল কলেজ ছিল। কিংসফোর্ডকে মারার জন্য সুশীল সেনকে পচ্ছন্দ করেছিলেন অরবিন্দ। সুশীল সেন এবং প্রফুল্ল চাকি দু'বার গিয়েছিলেন মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গতিবিধি ওপরে নজর রাখার জন্য। কিন্তু পিতা মৃত্যুশয্যার সংবাদ শুনে সুশীল পিতার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাওয়া তাঁর হল না। তাঁর পরিবর্তে ক্ষুদিরাম গেলেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন। কলকাতা জড়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল। ১ মে কলকাতার মুরারি পুকুর থেকে বের হয়ে চাঁদপুর মেল ধরে সিলেটের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন সুশীল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সে জানতে পারে যে কিংসফোর্ড হত্যা ব্যর্থ হয়েছে। ১৪ মে, ১৯০৮ সালে সুশীলকে গ্রেফতার করা হয় আলিপুর বোমা মামলায়। ৬ মে, ১৯০৯ সালে তাঁর দ্বীপান্তর সাজা হয়। কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করতে তিনি মুক্তি পান। তারপরে অরবিন্দের সংস্পর্শে আসলে তিনি তাঁকে পড়াশুনা করতে বলেন। ১৯১১ সালে সুশীল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৪ তম স্থান গ্রহণ করেন এবং সারা আসামের দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তারপরে বিদ্যাসাগর কলেজে যোগদান করেন। ১৯১৩ সালে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কেমেস্ট্রিতে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এরপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকার সময়ে তিনি বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দলে যুক্ত হন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে গ্রাজুয়েট না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবী দলে আর যোগ দেবেন না। কিন্তু একবার বিপ্লবী দলে যারা নাম লিখিয়েছেন তার কোনও দিনই চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) দলে না লেখানোর ফলে তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ চন্দ্র মুখার্জিকে মারার প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নদীয়ার প্রাগপুরে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন ৩০ এপ্রিল। তারপরে খালিলপুর গ্রামে এসে উপস্থিত হন নৌকা করে। ৩ মে, ১৯১৫ সালে পুলিশ তাঁর সন্ধান পেয়ে তাঁকে ধরতে গুলি বিনিময় হয়। তাতে গুরুতর আহত হয়ে ছিলেন সুশীল। বাঁচার কোনও আশা ছিল না। তিনি তাঁর বন্ধুদের আদেশ করেন তাঁর মাথা ধড় থেকে কেটে নিয়ে চলে যেতে। সেই মতো নির্দেশ পালন করে তাঁর বন্ধুরা। পুলিশ সুশীলের দেহ পেলেও তাঁর মাথার কোনও অনুসন্ধান করতে পারেনি ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। তারপরে খবর পেয়েছিল। ততদিন ফাইল ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল। সুশীলচন্দ্র সেনগুপ্ত বা সুশীল সেন ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১৯০৭ সালে ১৫ বছর বয়সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব বরিশাল প্রাদেশিক কংগ্রেস ভেঙে দেন এবং তখন বন্দে মাতরম ধ্বনি দেওয়ার জন্য ১৫ বছরের যুবক সুশীল সেনকে। পরবর্তীতে সুশীল সেন রাজনৈতিক ডাকাতির সময় নিজেদের গুলিতে নিহত হন। তার শব নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আবালবৃদ্ধবনিতার সর্বব্যাপী ক্ষোভ বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করছে অত্যাচারী শাসককে সশস্ত্র আক্রমণে। অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর-এর মতো গুপ্ত সংগঠনগুলি সক্রিয়তার তুঙ্গে তখন। রাশ টানতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে মরিয়া ব্রিটিশ প্রশাসন। পাশাপাশি বন্দে মাতরম-এর মতো জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে দেশাত্মবোধক নিবন্ধ এতটাই উদ্দীপনা জাগাচ্ছে জনমানসে, প্রভাবে-প্রসারে এতটাই বিস্তার তার দেশপ্রেমী আবেদনের, লেখক এবং প্রকাশক, উভয়ের উপরই নির্বিচারে নেমে আসছে রাজদণ্ড।

এখন যেখানে লালবাজারের অবস্থান, তখন তার একটি অংশে ছিল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। যা একাধিক সাড়াজাগানো মামলার বিচারপর্বের সাক্ষী। ম্যাজিস্ট্রেটের আসনে সে সময় ডি এইচ কিংসফোর্ড। উচ্চশিক্ষিত, ট্রিনিটি কলেজের কৃতী ছাত্র। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (আই সি এস) যোগদান ১৮৯৪ সালে। একাধিক জেলায় গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার পর ১৯০৬ সালে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। বঙ্গভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন অল্পদিনেই। সরকারি বাসস্থান শুরুর দিকে ছিল হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে, পরে স্থানান্তরে কিড স্ট্রিটে। কিংসফোর্ড নিজের দক্ষতার সিংহভাগ কাজে লাগাতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নির্মমতায়।

মুম্বইয়ের সঞ্জয় গান্ধি উদ্যানে প্রবেশমূল্য বৃদ্ধি ?

বিশেষ প্রতিবেদক

মুম্বাইয়ের ফুসফুস হিসেবে পরিচিত সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান ((GNP) বর্তমানে এক নজিরবিহীন বিতর্কের কেন্দ্রে। ২০২৬ সালের মে মাস থেকে পার্ক কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থী এবং প্রাতঃভ্রমণ কারীদের জন্য যে নতুন ট্যারিফ চার্ট ঘোষণা করেছে, তা নিয়ে জন মানসে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে প্রাতঃভ্রমণকারীদের বা

'প্রভাত ফেরি'র বার্ষিক ফি এক ধাক্কায় প্রায় ২৮ গুণ বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসে বড়সড় আঘাত হেনেছে।

প্রশাসনের ঘোষণা অনুযায়ী, সাধারণ প্রাতঃভ্রমণকারীদের জন্য বার্ষিক পাসের মূল্য ৩৪৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে সরাসরি ১০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়ে এই ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫,০০০ টাকা। যারা এককালীন এত বড় অংক দিতে পারবেন না, তাদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা (সাধারণ) এবং ৫০০ টাকার (প্রবীণ) বিকল্প রাখা হয়েছে। কিন্তু শতাংশের হিসেবে এই বৃদ্ধি এতটাই যে, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এটি 'তুঘলকি সিদ্ধান্ত' ছাড়া আর কিছুই নয়। বোরিভালি, কান্দিভালি এবং দহিসরের মতো সংলগ্ন শহরতলি থেকে আসা কয়েক হাজার মানুষ যারা কয়েক দশক ধরে এই অরণ্যের শান্ত পরিবেশে দিন শুরু করেন, তাদের কাছে এই অরণ্য এখন আক্ষরিক অর্থেই এক বিলাসিতায় পরিণত হতে চলেছে।

শুধুমাত্র প্রাতঃভ্রমণকারী নয়, পর্যটকদের বিনোদনের ক্ষেত্রেও খরচের বোঝা কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে। পার্কে অত্যন্ত জনপ্রিয় লায়ন এবং টাইগার সাফারির টিকিটের দাম ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বন রানি নামক মিনি ট্রেনের আনন্দ উপভোগ করতে এখন ১০০ টাকার বদলে গুনতে হবে ৩০০ টাকা। এমনকি কানহেরি গুহা পর্যন্ত যাতায়াতের বাস ভাড়াও ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যানে সময় কাটানো এখন পকেটে বড়সড় টান দেওয়ার সামিল। পার্ক কর্তৃপক্ষের যুক্তি অবশ্য ভিন্ন। তাদের মতে, প্রতিদিন পার্কে ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ প্রাতঃভ্রমণকারীর পদচারণা ঘটে। এই বিপুল জনসমাগম সামলানো এবং অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের দাবি, সংগৃহীত এই অতিরিক্ত অর্থ নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি, শৌচাগার সংস্কার, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং বিশেষ করে কানহেরি গুহা পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা হবে। এছাড়া অবৈধ প্রবেশ রুখতে কিছু অননুমোদিত গেট বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে, যাতে সমস্ত পর্যটক মূল প্রবেশপথ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রবেশ করেন।

তবে এই পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিকে আমল দিতে নারাজ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, ফি বহুগুণ বাড়ানো হলেও পার্কের পরিষেবা এখনও তথৈবচ। নিয়মিত দর্শনার্থীদের মতে, পর্যাপ্ত শৌচাগারের অভাব, অপর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার ঢিলেঢালা ভাব এখনও চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল SCSR থেকে পাওয়া অর্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়, সেক্ষেত্রে কেন সাধারণ মানুষের ওপর এই চড়া করের বোঝা চাপানো হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এই গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে কর্তৃপক্ষ আপাতত প্রাতঃভ্রমণ কারীদের ফির প্রস্তাবটি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। মে মাসের শুরুতে সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যানের অধিকর্তা অনিতা পাতিল জানিয়েছেন যে, প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত কারণে এই ফি বৃদ্ধি আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। তবে সাফারী বা ট্রেনের টিকিটের বর্ধিত দাম বহাল থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এই টানাপোড়েন আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণের দোহাই দিয়ে পাবলিক স্পেস বা জনপরিসরকে যখন বাণিজ্যিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদার সাথে প্রশাসনের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের পকেট না প্রশাসনের আধুনিকীকরণ।

বিলাতী সাহেবের সঙ্গে দেশী রমণী বিবাহ

বিশেষ প্রতিবেদক

চার্চের ভেতর সাহেবের স্মৃতিফলককে দেশীয় রমণী! হাতুড়ি বাটাল দিয়ে মার্বেলের উপর খোদাই করা। নিউইয়র্কেও দেখেছি দামী স্কাল্পচার মানেই ইটালিয়ান কারারা মার্বেল, কলোনিয়েল ইন্ডিয়াতেও তাই। এখানে ওয়াটসনের সমাধিও আছে, আছে জব চার্ণকের, বেগম জনসন। ঐতিহাসিক সব ক্যারাক্টার। তিনি তো তেমন রথী মহারথী কেউ নন। মার্চেন্ট একজন।

মাথার উপরের পরী না এঞ্জেল, সে তো কমন আইটেম, কলসী পাশে সেই রমনী না থাকলে ফিরেও তাকাতাম না।

দেওয়ালে ফিট করা খাঁড়া মার্বেলের উপর এই 'বাস-রিলিফ' (Basrelief) । সেই সময়ের সেরা ভাস্কর রিচার্ড ওয়েস্টম্যাকটের করা। প্রথম ছোট মডেল নাকি তৈরী করেন লন্ডনের নিজের স্টুডিওতে। এতো যে ধকল, মাস্টার স্কাল্পটর, এমন জায়গা, খরচ নিশ্চয়ই হয়েছে প্রচুর, এটি বানিয়েও দিয়েছে কলকাতার মার্চেন্টরা। বুঝা যাচ্ছে, সাধারণ কেউ নন, অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন নিজ সার্কেলে, নইলে চান্দা তুলে এতো খরচ করে এই চার্চে জায়গা হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

দাসী বাঁদি নয়। চেহারা সুরত পোশাক বা ভঙ্গিমা তা বলে না। দেশীয় রমনীদের প্রতি fascination থেকেই হয়তো নিছক কল্পনা। দৈনন্দিন জীবনে দেশীয় নারীদের সাথে মেলামেশার দস্তুর করে নিয়েছিলেন সাহেবরা। কালচারটির নামই পড়েছিল 'বিবি কালচার' । বিশেষ করে শহর ছাড়িয়ে বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যখন পোস্টিং হতো চাকুরীর। কলভিন সাহেবের বিবি ছিল কি না, রেকর্ড নাই। থাকাটাও অসম্ভব কিছু ছিল না। বিয়ে শাদী করেন নি। করতে পারেন নি হয়তো। কলকাতায় বা এদেশে তখন বড়ই আকাল ছিল মেম সাহেবদের। গুটি কয় যারা নামতো জাহাজ থেকে, বুকিং করে নিয়ে আসতো আগে থেকে, এখানকার কোন সাহেবের হয়তো শ্যালিকা কিংবা কন্যা। বাংলার নানান প্রান্তের ভবিষ্যৎ নবাবেরা, কলকাতায় যারা তখন তরুণ 'রাইটার' এরাই ছিলো এই কন্যাদের সবচাইতে যোগ্য

ক্যান্ডিডেট। কোলভিন সাহেবের রেকর্ড না থাক, এমন জ্বলজ্যান্ত ইতিহাসই রয়েছে আমাদের সামনে। একজন তো অত্যন্ত পরিচিত কোলোনিয়েল হিস্টোরিতে, বিশেষ করে তাঁর বাবা, আমাদের সিলেটে। তাঁর নামে টিলাও আছে সিলেটে। থাকারে টিলা।

এম সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাসভবন এখন। সিলেটের প্রথম কালেক্টর। এই 'সিলেট থাকারের' পুরো নাম উইলিয়াম মেকপিস থাকারে। দীর্ঘ পাঁচ সাত বছর চাকুরীকালে নিয়োগকারী কোম্পানীর বড় সাহেবদের নাচিয়ে যাওয়া সিলেট থাকারে। তাঁরই পুত্র রিচমন্ড থাকারে। বিয়ে না করেও তিনি বাবা হয়েছিলেন এক কন্যার। 'Such was the case of William Makepeace Thackeray who was raised in the same household as Amelia– the illegitimate daughter of his father– Richmond". এই থাকারে বংশের বাবা ছেলে নাতিদের কর্মস্থলের জাল দেখছি সারা ভারত বিশেষ করে বাংলা জুড়ে বিস্তৃত। আত্মীয় স্বজনও ছিল সব highly connected.

আমরা কথায় কথায় যে 'রেনেলের ম্যাপ" । রেনেলের ম্যাপ' বলি, সার্ভেয়র জেনারেল রেনেল সাহেব; সেই রেনেল সাহেবের সাথে বিয়ে হয়েছিল সিলেটে থাকারের বোন জেন থাকারের।

যে এমেলিয়ার কথা বলা উপরে, রিচমন্ড থাকারের illegitimate daughter' , জেনেশুনেও সেই কন্যাকে কিন্তু সন্তান স্নেহে বড় করেছেন রিচমন্ডের স্ত্রী, নিজ পুত্রের সাথে একই ছাদের নীচে।

বাবা সিলেট থাকারের পড়াশুনা ছিলো বিলেতে। ছেলে রিচমন্ডের লেখাপড়া এদেশে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছাড়াও He took a first class in Arabic– with distinction in Persian. আরবী ফার্সিতে ভালো ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দেশীয় রমণীর সাথে ঘর করার ঘটনাটি সম্ভবত মেদিনীপুর কি বীরভূমে থাকাকালীন অথবা কিছু সময় আগে।

কালেক্টরের সহকারী ছিলেন মেদিনীপুরে। শীঘ্রই মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৮০৩ এ কালেক্টর হয়ে আসেন বীরভূমে। জেলার কালেক্টর মানে জেলার নবাব। একর একর জায়গা নিয়ে বাংলো। ডজন ডজন হুকা-বর্দার, পাংখা-পুলার, দাসী বাঁদি, কোচোয়ান, সহিস। এতো লোক জনের ভীড়ে রক্ষিতা একজন থাকলে কলকাতায় খবর যাবে কি করে? এই ফাঁকে বিষ্ণুপুরও ছিল রিচমন্ড থাকারের আন্ডারে।

কন্যা এমেলিয়ার জন্মের সময় তিনি বীরভূমে। মাঝে আর কোন খবর পাই না এমেলিয়ার। ধরে নেওয়া যায় মায়ের কাছেই বড় হচ্ছিল বাবার চোখের সামনে। কন্যার প্রতি তাঁর পরবর্তী দায়িত্ব পালনের রেকর্ড থেকে ভিন্ন কিছু ভাবা যায় না।

এর পরই খবর পাই তাঁর বিয়ের। ১৮১০ এ। ২৯ বছরের পরিণত তরুণ রিচমন্ড। কনে কলকাতার সাহেব সমাজের one of the reigning beauties of the day Anne Becher– সাহেব সমাজের সুপরিচিত বিশিষ্ঠ সিভিল সার্ভিস পরিবারের কন্যা। দেশীয় রক্ষিতার গর্ভে জন্ম নেওয়া এমেলিয়া তখন ৬ বছরের বালিকা। কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনী সেই কনে জানতেন কিনা সেই বিবাহপূর্ব কন্যার কথা তা জানা যায় না।

বিয়ের মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় খোঁজ পাই রিচমন্ডের মৃত্যুর। ১৮১৫ তে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে 'পচা জ্বরে' (Putrid Fever) মারা যাবার তথ্য আছে রিচমন্ড থাকারের। এদেশে পা রাখা সব সাহেবদের কপালেই এমন ছিলো। বড় জোড় ৩০ কি পঁয়ত্রিশ। সীমাহীন বিলাস সম্পদ আর টাকার লিপ্সায় ডুবে ট্রেইও পেত না কখন যে খেয়ে নিতো ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েডের মতো অজানা রোগে। রিচমন্ড থাকারের বাবা সিলেট থ্যাকারে বেঁচে যান বিলেতে চলে গিয়েছিলেন বলে। তিনি বিপুল সম্পদ করেন নৌকার ব্যবসা করে। এই নিয়ে তাঁর ভালো লাগালাগি

বৌদ্ধজয়ন্তী বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুরে

বুদ্ধদেব মিশ্র

মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া ১লা মে ২০২৬, পালিত করেছে ২৫৭০ তম বুদ্ধজয়ন্তী / ভেসাক ডে। এদিন সকালে বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে

শুরু হয়। বুদ্ধমূর্তি স্নান, ড. বি আর আম্বেদকর'র আবক্ষমূর্তীর আবরণ উন্মোচন করে ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারের ভিক্ষু-ইন-চার্জ তথা সভার সহ সভাপতি শ্রীমৎ জয়ন্তবোধি মহাথের মহোদয়, বিশ্বশান্তি কয়ামনায় বুদ্ধেবানী প্রার্থনা করেন মাননীয় ভিক্ষু সংঘ ও বিহারের উপাসিকাবৃন্দ। কলকাতা ট্রপিকাল মেডিসিন বিভাগে রুগীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ফল সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা, ড. দীপা দাস'র পরিচালনায় রবীন্দ্র-নজরুল কবিপ্রণাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান বিকেলে আলোচনা সভায় প্রথমে মঙ্গলাচরণ ও উদ্বোধনী পরিবেশন করে ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারের উপাসিকাবৃন্দ সহ শ্রীমতি সুস্মিতা চক্রবর্তী, স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সভার সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী, প্রধান অতিথি এশিয়াটিক সোসাইটি'র ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা পুলিশে ভূতপূর্ব উপ-নগরপাল শ্রী গৌতম কুমার দাস, অধ্যাপক জগতপতি সরকার, ড. তাপসকান্তি ঘোষ এবং বিশিষ্ট ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদ এবং অধ্যাপক তপতী গুহ-ঠাকুরতা, যিনি কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো SUNESCO কর্তৃক 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' Intangible Cultural Heritage স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সকল অতিথি তথাগত বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতির বহুল প্রচার ও প্রসার করার প্রয়োজন আছে উল্লেখ করেন, বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা ও হিংসা কলুষযুক্ত করতে তাঁর শান্তির ও মৈত্রীর শিক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখ করেন। মধ্যমগ্রাম জ্ঞানলংকার বুদ্ধিস্ট সংঘ দ্বারা পরিচালিত শিশু বিদ্যালয় ধর্মপাল ইন্টিটিউশানকে সভার পক্ষ থেকে ৫০,০০০/- টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। ধর্মাঙ্কুর নিউজলেটার প্রকাশিত হয় যার সম্পাদনা করেন ড. সুমিত বড়ুয়া। পরিশেষে ধন্যবাদ প্রদান করেন ভিক্ষু বিশ্বজিৎ এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. সুমিত বড়ুয়া উভয়ই সভার সহ-সম্পাদক সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করে ছোট্ট শিশুশিল্পী তনয়া বিশ্বাস।

আজ বাংলার ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে পারে এই সব ফ্যাক্টর!

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজ সেই দিন। তৃণমূল-বিজেপির স্নায়ুযুদ্ধে ইতি টেনে সোমবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে গণনা। কিন্তু এবারের ভোটেই প্রথমবার হয়ে গেল একের পর এক রেকর্ড। হিংসার ছবি যে বাংলায় সবার চেনা এবারের নির্বাচনে দুই দফার কোনওটাতেই একটিও আসেনি মৃত্যুর খবর। এবার সবথেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল বাংলায়। সোজা কথায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায় ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে।

রেকর্ড ভোটদানই ঘুরিয়ে দেবে খেলা?

এবার বিরাট মাত্রার ভোটদান দেখেছে গোটা বাংলা। স্বাধীনতার পর গোটা দেশের নিরিখেই তৈরি হয়েছে নতুন রেকর্ড। ২০১১ সালে ৮৪ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৮২.৬৬ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৮১.৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে সেই সমস্ত পরিসংখ্যান ম্লান হয়ে গিয়েছে। এবার ভোটদানের হার ৯২ শতাংশ ছাপিয়ে গিয়েছে। যে কটা জায়গায় রিপোল হয়েছিল সেখানে ভোটদানের গ্রাফ উপরের দিকে। প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে ২০২১ সালের তুলনায় প্রায় ২১ লক্ষ ১১ হাজার বেশি ভোট পড়েছে (প্রতি বিধানসভায় গড়ে ১৩,৮০০ ভোট বেশি)। দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে ভোট বেড়েছে ৯ লক্ষ ৮ হাজার। প্রতি আসনে গড়ে ৬,৪০০ বেশি। বিপুল ভোটবৃদ্ধির নেপথ্যে কাতারে কাতারে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরে ভোটদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'এক্স ফ্যাক্টর' হিসেবে কাজ করেছে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

জনবিন্যাসের ফারাক

প্রথম দফার ১৫২ আসনে গ্রামীণ ভোটার ৮১ শতাংশ, যেখানে মুসলিম ২৯ শতাংশ, তফসিলি জাতি ২৪ শতাংশ ও উপজাতি ৯ শতাংশ।

অন্যদিকে দ্বিতীয় দফার ১৪২ আসনে গ্রামীণ ভোটার মাত্র ৫৩ শতাংশ, অর্থাৎ শহুরে প্রভাব বেশি। এখানে মুসলিম ২৫ শতাংশ, তফসিলি জাতি ২৩ শতাংশ এবং উপজাতি ২.৫ শতাংশ। এই জনবিন্যাসের পার্থক্যও প্রধান দুই দলের ভোটপ্রাপ্তিতে কতটা ছাপ ফেলে সেটা দেখার। একইসঙ্গে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ-হুমায়ুনের দলও কতটা ছাপ ফেলে সেটা দেখার।

কিসে কিসে ফায়দা বিজেপির?

বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি মূলত শাসকদলের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া জনরোষের পাশাপাশি বেশ কিছু নির্দিষ্ট ইস্যুকে মূলধন করে ময়দানে নেমেছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৫ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া যে বিজেপির পালে সবচেয়ে বড় হাওয়া জোগাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরজি কর, কসবা ল কলেজের মতো স্পর্শকাতর ঘটনা নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে তৃণমূলকে মারাত্মক চাপে রেখেছে। একইসঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্নীতির ইস্যু, ২৬ হাজার চাকরি বাতিলও সমাজের বুকে তীব্র হিন্দোল তুলেছে। যা শহুরে ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ক্ষোভকে বিজেপির দিকে অনেকাংশেই চালিত করছে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। অন্যদিকে ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে আলু চাষিদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে। রাজ্যের ২৬টি আসনের 'আলু গোলায়' ২০২১ সালে তৃণমূল ১৮টি এবং বিজেপি ৮টি আসনে এগিয়ে থাকলেও, ২০২৪-এর লোকসভায় তৃণমূল কমে ১৬ এবং বিজেপি বেড়ে ১০-এ দাঁড়িয়েছে। এটি বিজেপির জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত। লাভের গুড় মেরুকরণেও রয়েছে। মুর্শিদাবাদের হিংসা, ওয়াকফ ইস্যু এবং বেলডাঙার ঘটনা নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটাতে পারে, যা বিজেপির ভোটব্যাঙ্ককে শক্ত করবে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

কোথায় শাসক তৃণমূলের অ্যাডভান্টেজ?

টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার জেরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া জোরদার হলেও এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু মজবুত ভিত যে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা এই নির্বাচনে তাদের বড় অ্যাডভান্টেজ বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বুথস্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক দৃঢ়তা তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভোটারদের বুথ করে ঘরের ভোট ঘরে রাখতে সাহায্য করে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা মহিলাদের ভোটব্যাঙ্ককে তৃণমূলের পক্ষে ধরে রাখার পিছনে যে অন্যতম প্রধান কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সঙ্গে কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো একের পর এক জনমুখী প্রকল্প তো রয়েছে। অনেকেই বলছেন এবার এসআইআরের প্রভাবে রাজ্যের মুসলিম ভোট আরও বেশি করে তৃণমূলের পক্ষে এককাট্টা হয়েছে। পাশাপাশি, এই এসআইআর-এর তালিকা থেকে বাদ পড়া মতুয়া সম্প্রদায়ের অসন্তোষও পরোক্ষভাবে শাসক দলের সুবিধা করে দিচ্ছে। অন্যদিকে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের হিসাব বলছে জঙ্গলমহলে তৃণমূল তাদের হারানো জমি অনেকটাই ফিরে পেয়েছে, যা এবারের ভোটে তাদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।

এবার ভোটে নির্ণায়ক কারা?

তৃণমূল ও বিজেপির সরাসরি লড়াইয়ের বাইরে বেশ কিছু ইস্যু যে একেবারে এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসআইআর থেকে ২৭ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার ঘটনা এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় যে 'এক্স ফ্যাক্টর' তা মানছেন সকলেই। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্ষোভের ছাপও ভোটের বাক্সে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে মহিলাদের মন জয় করতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাল্টা হিসেবে বিজেপির 'মাসে ৩ হাজার টাকা' দেওয়ার আশ্বাস কতটা প্রভাব ফেলবে, তা দেখার বিষয়। পাশাপাশি বেকার ভাতা, দ্রুত নিয়োগের প্রতিশ্রুতি, ডিএ-র মতো বিষয়গুলি রাজ্যের তরুণ প্রজন্ম এবং চাকরিপ্রার্থী, সরকারি কর্মীদের অনেকাংশেই প্রভাবিত করবে। পাশাপাশি এবারের ভোটে তৃতীয় শক্তির ভূমিকাও কার্যত অনস্বীকার্য। বাম, আইএসএফ এবং কংগ্রেসের জোটবদ্ধ বা আলাদা লড়াই কতটা ভোট নিজেদের দিকে টানতে পারবে, তার উপর অনেক আসনের হার-জিৎ নির্ভর করছে। অনেক আসনেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটে ভাগ বসালে বিজেপির ক্ষতি, আবার সংখ্যালঘু বা টেনে নিলে তৃণমূলের ক্ষতি। সোজা কথায় ছাব্বিশের ভোট একমুখী তরঙ্গের নির্বাচন নয়। একদিকে যেমন তৃণমূলের পালে হাওয়া তুলতে গ্রামীণ বাংলার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও বুথস্তরের শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী ক্ষোভ, নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন এবং বেকারত্বের জ্বালা। এখন দেখার ৪ মে জনতার রায় কী বলে!

চারচাকা গাড়ি ও অটোর সংঘর্ষ, কোচবিহারে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৩ মেঃ সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা কোচবিহারের রাজারহাটে। মৃত দুই। গুরুতর জখম আরও চার। কারও নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। রবিবার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট নাগাদ একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে যাত্রিবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। যার জেরেই ঘটে দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন সকালে চারচাকা গাড়িটি খাগড়াবাড়ি থেকে পুন্ডিবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আর অটোটি পুন্ডিবাড়ি থেকে রাজারহাট হয়ে কোচবিহার শহরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু অটো রাজারহাটে পৌঁছতেই ঘটে দুর্ঘটনা। সংঘর্ষের জেরে অটোয় থাকা দুই যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ছাড়াও, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই তীব্র ছিল, যে চারচাকা গাড়ি এবং অটোটি পুরো দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। সংঘর্ষের বিকট আওয়াজে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই খবর দেন পুলিশে। পুলিশ সকলকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আহতদের চিকিৎসা চলছে। আর দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ইতিমধ্যেই মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে ওই এলাকায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দ্রুত গতির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে বাকি দিকগুলিও।

ভোটের গণনার আগেই বুলডোজার চলল বাংলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পান্ডুয়া, ৩ মেঃ গণনার আগেই বাংলায় চলল বুলডোজার। জানা যাচ্ছে, পান্ডুয়ায় বুলডোজার চালালো রেল। যার জেরে গৃহহীন অনেকে। শনিবার প্রায় মধ্য রাতে অন্ধকারেই জেসেবি নিয়ে নেমে পড়েন রেল কর্তৃপক্ষ। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় দোকান বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন ঘোষণার আগেই রেলপাড়ের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে উচ্ছেদের নোটিস জারি করা হয়েছিল। তবে সেই সময় কোনও ভাঙচুর বা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়নি। এরপর ২৯ তারিখ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরের দিনই আবার নতুন করে নোটিস দেওয়া হয় রেলের তরফে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, এক দিনের মধ্যে রেলপাড়ের বস্তি এলাকা খালি করতে হবে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেকেই তাঁদের দোকান ও ঘরবাড়ি খালি করে দেন। কিন্তু বহু পরিবারের পক্ষে বিকল্প আশ্রয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর শনিবার রাতে হঠাৎ করেই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে বিপাকে পড়েন সেই সব মানুষজন। ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় তারা একেবারে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। বহু মানুষের চোখে জল, অনেকে রাস্তায় বসেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, ভোটের আগে আমাদের উচ্ছেদ করা হয়নি, কারণ তখন আমাদের ভোট দরকার ছিল। এখন ভোট শেষ। তাই তড়িঘড়ি উচ্ছেদ চালানো হচ্ছে। তাঁদের দাবি, কয়েকদিন সময় দিলে অন্তত বিকল্প ব্যবস্থা করা যেত। এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। যদিও রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী। গৃহহীন পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার পাশাপাশি পুনর্বাসনের দাবি উঠছে। কারণ তার বহুদিন ধরে বসবাস করেছেন এই জায়গায়।

বাড়তি লাভের হাসি আবির ব্যবসায়ীদের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি

আবারও রঙের উৎসবে মাতার অপেক্ষায় বাংলা। সোমবার প্রকাশিত হবে বিধানসভার ফলপ্রকাশ। তার আগে নানা রঙের আবির দেদার বিক্রি হচ্ছে। আসানসোলে সবুজ আবিরের দাম কিলো প্রতি ১০ টাকা কম। এখানকার এক ব্যবসায়ী বলছিলেন, রয়েছে আবিরের একটি হোল সেল দোকান। দোকানের মালিক বাপি দাসের মন্তব্য, ''ভোটের ফল না-দেখা পর্যন্ত এখনও কেউ আবির নেওয়া শুরু করেননি। তবে সব রঙের আবিরই যথেষ্ট পরিমাণে মজুত করে রেখেছি। চাইলেই পাওয়া যাবে।'' পুরুলিয়া জেলায় আবিরের বড় ব্যবসায়ীদের কাছে এখনও কোনও রঙের আবিরের বরাত নেই।

''আগে আমরা ১০ কিলোর সবুজ এবং গেরুয়া আবিরের প্যাকেট বিক্রি করেছি ৭০০ টাকায়। এ বার ১০ কিলোর গেরুয়া আবিরের প্যাকেটের দাম ৮০০ টাকা। সবুজ আবিরের দাম ৭০০ টাকা রয়েছে।'' দুর্গাপুরে আবিরের চাহিদা অনেকটাই বেশি। এখানেও নানা রঙের আবির যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ করেছেন ব্যবসায়ীরা। দুর্গাপুরে আবিরের এক হোলসেলার দীনেশ গুপ্তা বললেন, ''সব রঙের আবির তুলে রেখেছি। এর মধ্যে বর্ধমান থেকে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা আবির কিনে নিয়ে গিয়েছেন। বাঁকুড়া থেকেও অন্য একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা আবির কিনে নিয়ে গিয়েছেন। পরিস্থিতি যা, তাতে ৪ মে-র আগে আবির প্রায় শেষ হয়ে যাবে।'' বাঁকুড়ায় সব রঙের আবিরই তুলে রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। তবে এখনও সে ভাবে বেচাকেনা শুরু হয়নি। বাঁকুড়া শহরের রাসতলায় চকবাজারের আবির ব্যবসায়ী গৌতম চেল বলছেন, ''এখনও পর্যন্ত কোনও বিশেষ রঙের আবিরের চাহিদা নেই। অর্ডার মাফিক তা সরবরাহ করব। তবে এখনও অর্ডার আসেনি।'' এলাকার আর এক আবির ব্যবসায়ী ফাল্গুনী সেন বললেন, ''আমার কাছে এখনও পর্যন্ত আবিরের অর্ডার এসেছে।'' মানবাজারের আবির বিক্রেতা উত্তম দত্ত বলছেন, ''এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোনও রঙের আবিরের অর্ডার পাইনি।''

কী বলছেন আবির প্রস্তুতকারকরা? পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদিয়াড়া গ্রামের শাহাজাহান আনসারি বললেন, ''এ বার ভোটে যে রকম উত্তেজনার আবহ দেখেছি, তাতে মনে হয়েছিল আবিরের ভালই বাজার পাওয়া যাবে। আমরা তো ব্যবসায়ীদের থেকে অর্ডার পাই। এখনও পর্যন্ত তাদের থেকে তেমন অর্ডার পাইনি।''

১৬ কোটি টাকা খরচে হলদিয়া জুড়ে এটা কী তৈরি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ৩ মেঃ রাস্তার ধার জুড়ে বসছে এক বিশাল পাঁচিল। মাটি থেকে বেশ অনেকটাই উঁচু। এমন প্রাচীর আগে কখনও দেখেনি হলদিয়াবাসী। শিল্প শহরে বেড়েছে কৌতূহল। আসলে কী এই পাঁচিল? হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই পাঁচিল বসাতে খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। আসলে দূষণ থেকে হলদিয়াকে বাঁচাতেই এই ব্যবস্থা। শিল্পশহর হলদিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা বায়ু দূষণ। এবার শিল্প শহরে দূষণ রুখতে উদ্যোগী হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ। এই এলাকায় থাকা একাধিক কারখানায় প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করে। শিল্প শহরে এই দূষণের মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক ২০০৮ থেকে ২০১৩- এই পাঁচ বছরে হলদিয়ায় নতুন শিল্প-নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বন্দর থেকে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, মাটি বোঝাই করে বিভিন্ন গাড়ি কারখানায় সরবরাহ করে। কিন্তু এগুলি পরিবহনের সময়ে বাতাসে ধূলিকণার মাত্রা বেড়ে যায়। সেই দূষণ রুখতেই ডাস্টস্ক্রিন বসানো হচ্ছে। বসানো হচ্ছে উইন্ড স্ক্রিন। মাটি থেকে অনেকটা উঁচু পাঁচিলের মতো দেখতে এই স্ক্রিন।

কী কাজ করবে এই স্ক্রিন?

লোহার ফ্রেমের উপরে কালো রঙের ছোট ছোট জালি দিয়ে তৈরি এই স্ক্রিন। কয়লা-ম্যাঙ্গানিজ-লোহার মতো খনিজ পরিবহণের সময়ে

খনিজ কণা বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে বাতাসে বায়ুদূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, সেই বাতাস এই ডাস্ট স্ক্রিনে ধাক্কা খেলেই জালিতে আটকে মাটিতে পড়ে যাবে। বাতাসে ভেসে থাকতে পারবে না। ভাসলেও তার পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে। রোখা যাবে দূষণ।

১৬ কোটি খরচে বসানো হল ডাস্ট স্ক্রিন

ইতিমধ্যেই বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের ভিতরের একাধিক এলাকায় এই স্ক্রিন বসিয়েছে। বন্দর সূত্রে খবর, প্রথম দফায় প্রায় ১৫৪৮ মিটার এলাকা জুড়ে এই স্ক্রিন বসানো হয়েছে। এর ফলে বন্দরের ভিতরের বায়ু দূষণ অনেকটাই রোধ করা গিয়েছে বলে দাবি বন্দর কর্তৃপক্ষের। দ্বিতীয় দফায় বন্দরের বাইরে অর্থাৎ এক নম্বর গেট এবং রানিচক সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করে ৮৩৩ মিটার ডাস্ট স্ক্রিন বসানো হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, বন্দর সংলগ্ন এলাকায় একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) খুব ভালো ছিল না। এই স্ক্রিন বসানোর পরে সেই ইনডেক্স অনেকটাই নিম্নমুখী। অর্থাৎ বন্দরের জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ারিং) মানস মণ্ডলের বলেন, ''হলদিয়া বন্দর এবং বন্দর সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ঠিক রাখতেই এই ডাস্টস্ক্রিন বসানো হয়েছে।''

করা যাবে না বিজয় মিছিল, জারি ১৬৩ ধারা, ভোট গণনার আগেই এল নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ মেঃ সোমবার রাজ্য বিধানসভার ভোটের গণনা ও ফলাফল। তার আগে ফের এক বড় সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। ঘোষণা করা হল নো-ফ্রাইং জোনের। অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চার গণনা কেন্দ্রই নো ফ্রাইং জোন। এখানে ফাটানো যাবে না বাজি, করা যাবে না বিজয় মিছিল ও গণনা কেন্দ্রগুলির কাছে জারি থাকবে ১৬৩ ধারা বিএনএস। ইতিমধ্যেই এই মর্মে জেলা জুড়ে পুলিশের মাইকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ অর্থাৎ রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রেরিত এক নির্দেশিকা প্রচার করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলার চার মহকুমায় ভোট গণনা কেন্দ্র হল- 'নো ফ্রাইং জোন'। তমলুক, হলদিয়া, কাঁথি ও এগরার গণনা ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। গণনা কেন্দ্রের ২০০মিটারে যান চলাচল নিষিদ্ধ। এছাড়াও ও ড্রোন উড়ানো ও নিষিদ্ধ, পাশাপাশি বিজয় মিছিল, বাজি ফাটানোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি প্রশাসন। এই সব এলাকায় কোনও রকম অশান্তি যাতে না হয় তার জন্যই বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে কমিশন। চার তারিখ জেলার ১৬টি বিধানসভার গণদেবতার রায়। ইভিএম-এ বন্দি তা প্রকাশ করা হবে। একদল জিতবে আর একদল হারবে এটাই হয়। কিন্তু বিগত নির্বাচন জয় পরাজয়ের পর অশান্তি ও রক্তপাত যাতে না হত তার জন্যই বাড়তি সতর্কতা। সোমবার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নির্বাচনী আধিকারীক, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। গণনা কেন্দ্রের ২০০ মিটারের ১৬৩ ধারা থাকবে, নো ফ্রাইং জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

বসে গেল রোহিণী রোডের একাংশ, মনে করাচ্ছে অক্টোবরের স্মৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কার্শিয়াং, ৩ মেঃ বসে গেল রোহিণীর রাস্তা। কার্শিয়াংয়ের কাছে গত বছর যেখানে ধস নেমেছিল, রবিবার সেই এলাকা লাগোয়া অংশে পিচের রাস্তা বসে গিয়েছে। গাড়ি চলাচল করছে বটে, তবে উদ্বেগ এখনই কাটছে না। কারণ, এখন বৃষ্টির মরশুম। লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ে। আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস শুনিয়ে রেখেছে হাওয়া অফিস। ফলে লাগাতার বৃষ্টি হলে বসে যাওয়া অংশে বিপদ বাড়তে পারে। উদ্বিগ্ন পর্যটনমহল। ভোটের গণনাপর্ব শেষ হলেই ফের পর্যটকের ঢল নামবে পাহাড়ে। দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবি

তুলেছে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা। সিকিম ও দার্জিলিংয়ের দিকে যাওয়ার জন্য রোহিণী রোড এই মুহূর্তে পর্যটকদের প্রথম পছন্দ। পাকদণ্ডী হলেও, এই পথ ধরে পাহাড়ে ওঠা তুলনামূলক সহজ। সঙ্গে পথের দু'ধার মনোরমও। পাইনের জঙ্গল থেকে চা বাগানের সৌন্দর্য, সবই মেলে এই মসৃণ পথে। ভারী বৃষ্টির জেরে ২০২৫ সালের ৪ অক্টোবর রাতে ভয়াবহ ধস নামে রোহিণী রোডে। শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াংয়ের সংযোগকারী রাস্তার প্রায় ৫০ মিটার অংশ ধসে যায়। রোহিণী রোড বন্ধ থাকায় শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং যেতে চালকদের দীর্ঘপথ ঘুরে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অথবা হিলকার্ট রোড ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রায় ৬ মাস বন্ধ থাকার পরে তা খুলে দেওয়া হয় পর্যটকদের জন্য। এ দিন ফের সেই রাস্তা বসে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ প্রশাসন থেকে পর্যটনমহলে।

দু'টাকাতেও মিলছে জামাকাপড়! উচ্ছ্বসিত গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ৩ মেঃ 'হাট বসেচে শুক্রবারে। বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে। জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে, গ্রামের মানুষ বেচে কেনে...।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত সহজ পাঠ-এর হাট কবিতার লাইনগুলো আজও গেঁথে রয়েছে আট থেকে আশির মনে। তবে বীরভূমের শান্তিনিকেতন লাগোয়া বিষ্ণুবাটি গ্রামে সম্প্রতি যে হাট বসেছিল তা আনাজ, লটকন, মনোহারী জিনিসের নয়-পুরোটাই জামাকাপড়ের। এখানে স্রেফ পাওয়া যায় হরেক রকমের, হরেক সাইজের জামাকাপড়। কিন্তু সব জিনিসের দাম একই- মাত্র দু'টাকা! জিনিস ছোট, মাঝারি হোক বা বড়, দামে হেরফের নেই। এমন হাট বসানোর এবং জামাকাপড় কেনার আনন্দ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন বোলপুরের বছর পয়ত্রিশের যুবক বুদ্ধিশ্বর মণ্ডল। এতো কম টাকায় 'দুঃসাধ্য' কাপড় হাতে পেয়ে ভুবনভোলানো হাসি দেখা যাচ্ছিল খুদে আসলাম, কৃষ্ণ থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্ক মহম্মদ ইসমাইল, রুবিনা ও অন্তরাদের মুখে। ওই গ্রামের মানুষজন হাট-দিনে মাত্র দু'টাকায় নিজেদের পছন্দের জামাকাপড় কিনেছেন। শুধু তাই নয়, কেনাকাটার পরে উপহার হিসেবে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে একটি করে ডিটারজেন্ট পাউডারের প্যাকেটও। বোলপুর থানা এলাকার কাশিম বাজারের বাসিন্দা বুদ্ধিশ্বর পেশায় মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষক। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শতাধিক ছেলেমেয়েকে তাইকোন্ডোর প্রশিক্ষণ দেন। একই সঙ্গে তিনি জেলার বোলপুর, সিউড়ি, লাভপুর, কীর্ণাহার অঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে প্রচুর পুরোনো জামাকাপড় সংগ্রহ করে আনেন। সেই দিয়েই তিনি গত দু'বছর ধরে এই হাটের আয়োজন করে আসছেন। প্রতি বছর তিন-চার বার শান্তিনিকেতন ও বোলপুরের বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে এই হাটের আয়োজন করেন যুবক। তাঁর এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অসংখ্য গ্রামবাসী। ওই সব এলাকার মানুষ তাঁদের ঘরে থাকা পুরোনো জামাকাপড় জড়ো করে রাখেন। অপেক্ষা করেন কখন বুদ্ধিশ্বর কখন তাঁদের বাড়ি এসে সেগুলো নিয়ে যাবেন। এই ভাবেই তিন মাস অন্তর বিভিন্ন শহরের বিশিষ্টদের বাড়িতে পৌঁছে যান। কেন এই উদ্যোগ? বুদ্ধিশ্বর বলেন, ''আমি অভাব-অনটনের মধ্যে পুরোনো জামাকাপড় পরেই বড় হয়েছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত নিই গ্রামের দুঃস্থ, অভাবী মানুষদের জন্য একটি হাট বসানোর। মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের ফাঁকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জামাকাপড় সংগ্রহ করি। তা দিয়েই হাট বসাই।'' সম্প্রতি বিষ্ণুবাটি গ্রামের শতাধিক মানুষ হাটে এসে খুঁজে খুঁজে পছন্দসই জামাকাপড় কিনে নেন। প্রায় ৮০০ জামাকাপড় বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বুদ্ধিশ্বর। জামাকাপড় কিনে মালতি সোরেন বলেন, ''আমার খুবই ভালো লাগছে যে, আমরা এমন সুন্দর সব জামাকাপড় গ্রামে বসেই কিনতে পারছি। আমাদের পক্ষে দাম দিয়ে এত ভালো জামা কেনা সম্ভব নয়, বুদ্ধিশ্বর বাবু দু'টাকায় দিচ্ছেন বলে কিনতে পারছি।'' কেন এ রকম সিদ্ধান্ত? বুদ্ধিশ্বরের সংযোজন, ''যদি জামাকাপড় বিনামূল্যে দিতাম, তা হলে গ্রামবাসীরা দান ভাবতেন। আমি চাই তাঁরা ভাবুন যে, তাঁরা নিজেদের রোজগারের টাকায় এগুলো কিনছেন। এর সঙ্গে একটি করে ডিটারজেন্ট পাউডার দিচ্ছি, যাতে তাঁরা জামাকাপড়গুলো ভালো করে ধুয়ে পরতে পারেন।'' ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই হাট আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বোলপুরের যুবকের।

দেশ-বিদেশ

ডাচ রাজপরিবারে আতঙ্ক-রাজকুমারী আমালিয়া ও আলেক্সিয়াকে খুনের 'নাৎসি ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিল পুলিশ

হেগ, ৩ মে ঃ নেদারল্যান্ডসের রাজপরিবারকে ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার জেরে। রাজকুমারী ক্যাথারিনা-আমালিয়া (২২) এবং তাঁর ছোট বোন রাজকুমারী আলেক্সিয়া (২০)-কে লক্ষ্য করে এক ভয়াবহ হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সামনে এসেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা সফল হওয়ার আগেই তা ভেস্তে দিয়েছে ডাচ পুলিশ। এই ঘটনায় এক ৩৩ বছর বয়সি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাকে নিয়ে তদন্তে উঠে আসছে একাধিক রহস্যজনক তথ্য। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্য হেগ শহর থেকে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তবে ঠিক কী উদ্দেশ্যে তিনি এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। তদন্ত এখনও চলছে এবং আরও তথ্য সামনে আসার অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হবে। গ্রেপ্তারির সময় অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দুটি কুঠার, যা এই ঘটনার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই কুঠারগুলিতে খোদাই করা ছিল নাসি আমলের কুখ্যাত স্লোগান ' হিল'। শুধু তাই নয়, অস্ত্রগুলিতে ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের নামও খোদাই করা ছিল বলে দাবি তদন্ত সূত্রের। তবে এই ' আদৌ বাস্তব, নাকি এটি অভিযুক্তের ব্যক্তিগত বিভ্রম বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিহ্ন, তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি হাতে লেখা নোটও উদ্ধার হয়েছে, যা গোটা ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ওই নোটে স্পষ্টভাবে দুই রাজকুমারীর নাম লেখা ছিল। তার সঙ্গে একটি শব্দ-' এই ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে আরও আশঙ্কা তৈরি করছে। এই তথ্যগুলি সামনে আসার পর থেকেই গোটা দেশে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ডাচ আইনের কঠোর গোপনীয়তা বিধির কারণে অভিযুক্তের নাম-পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত পটভূমি, মানসিক

অবস্থা বা কোনও সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে কি না-এসব প্রশ্ন এখনও উত্তরহীন। তবে তদন্তকারীরা সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রাজকুমারী আমালিয়াকে ঘিরে এর আগেও একাধিক হুমকি এবং ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটেছে। কিছু বছর আগে একদল মাদক কারবারি তাঁকে অপহরণের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও সেই পরিকল্পনাও ব্যর্থ করে দেয় পুলিশ। ওই ঘটনার পর থেকেই রাজকুমারীর নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়। এরপর ২০২০ সালে আরও একটি ভয়ংকর হুমকির সম্মুখীন হন তিনি। এক যুবক প্রকাশ্যে তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেয়। এই ঘটনার জেরে রাজকুমারী আমালিয়াকে আমস্টারডামের ছাত্রাবাস ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। সেই সময় থেকেই তাঁর জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন আসে। পরে তাঁকে দ্য হেগে নিয়ে আসা হয়, যেখানে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তিনি বসবাস করতে শুরু করেন। বর্তমান এই নতুন ষড়যন্ত্রের ঘটনা সামনে আসার পর রাজপরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজপরিবারের সদস্যরা প্রতীকী গুরুত্ব বহন করেন এবং তাই তাঁদের লক্ষ্য করে চরমপন্থী বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের হামলার আশঙ্কা থেকে যায়। পুলিশ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর হয়েছে। রাজকুমারীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ডাচ রাজপরিবারকে ঘিরে এই নতুন হুমকি গোটা ইউরোপে আলোড়ন ফেলেছে। যদিও তাৎক্ষণিক বিপদ আপাতত কেটে গেছে, তবুও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে আরও কড়া নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা নজরদারির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয় এবং অভিযুক্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানতে এখন নজর রয়েছে আদালত ও তদন্তকারীদের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

এই ঘটনাটি শুধু একটি ব্যর্থ হত্যার ষড়যন্ত্র নয়, বরং আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে নিরাপত্তা, চরমপন্থা এবং ব্যক্তিগত মানসিকতার জটিল সম্পর্ককে সামনে এনে দিয়েছে। ডাচ রাজপরিবারের মতো উচ্চপ্রোফাইল ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে এ ধরনের হামলার পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে, প্রতীকী ক্ষমতা ও পরিচিতি অনেক সময়ই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত, যখন সেই হুমকি আদর্শগত উগ্রতা, বিভ্রান্ত চিন্তাধারা কিংবা ব্যক্তিগত অসন্তোষের মিশ্রণে তৈরি হয়।অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নাসি স্লোগান খোদাই করা অস্ত্র এবং ' উল্লেখ-এই দুইয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ইঙ্গিত দেয় যে, ঘটনাটি হয়তো শুধুমাত্র একটি সরল অপরাধমূলক পরিকল্পনা নয়। বরং এর মধ্যে থাকতে পারে গভীর মানসিক বিকার, ষড়যন্ত্রমূলক বিশ্বাস বা চরমপন্থী মতাদর্শের প্রভাব। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোই দায়িত্বজ্ঞানহীন হবে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সমস্ত তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা।একই সঙ্গে, এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দেয় যে, রাজপরিবারের সদস্যরা কেবলমাত্র ঐতিহ্যের ধারক নন, তাঁরা সম্ভাব্য টার্গেটও। অতীতেও রাজকুমারী আমালিয়াকে ঘিরে যে একাধিক হুমকির ঘটনা ঘটেছে, তা এই আশঙ্কাকে আরও জোরদার করে। ফলে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা জোরদার করলেই হবে না, দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করাও জরুরি-যার মধ্যে থাকবে গোয়েন্দা নজরদারি, সাইবার ট্র্যাকিং এবং সম্ভাব্য হুমকির আগাম মূল্যায়ন। এছাড়া, সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও এই ঘটনাকে দেখা প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান চরমপন্থা, অনলাইন র‍্যাডিকালাইজেশন এবং ভ্রান্ত তথ্যের প্রসার অনেক সময় ব্যক্তিদের এমন পথে ঠেলে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত সহিংসতার রূপ নেয়। তাই শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা নয়, সামাজিক সচেতনতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্যোগও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইরান সংকটের আবহে জার্মানি থেকে ৫,০০০ মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত, নতুন কৌশলগত পরিবর্তনে উত্তেজনা

ওাশিংটন, ২ মে ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং ইরান সংকটের প্রেক্ষাপটে বড় ধরনের কৌশলগত পরিবর্তনের পথে হাঁটল যুক্তরাষ্ট্র। United States ঘোষণা করেছে, জার্মানি থেকে প্রায় ৫,০০০ সেনা প্রত্যাহার করা হবে। এই সিদ্ধান্তে ইউরোপ ও ন্যাটো জোটের মধ্যে নতুন করে আলোচনা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অবস্থান পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। পেন্টাগন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বজুড়ে মার্কিন সেনা মোতায়েন আরও কার্যকর ও কৌশলগতভাবে নমনীয় করার লক্ষ্যেই এই পুনর্বিন্যাস। যদিও কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেছেন, এটি ইউরোপ থেকে সরে আসা নয়, বরং বাহিনীকে নতুন ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের দিকে পুনর্বিন্যাস করা। বর্তমানে জার্মানি দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির অন্যতম কেন্দ্র। সেখানে হাজার হাজার মার্কিন সেনা বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থান করছে, যা ন্যাটো জোটের নিরাপত্তা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই ৫,০০০ সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কৌশলগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, এটি ইউরোপ ছেড়ে যাওয়া নয়। এটি বাহিনীকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা যাতে তারা বর্তমান বৈশ্বিক হুমকির সঙ্গে আরও ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত সরাসরি না হলেও ইরান সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও মধ্যপ্রাচ্যে তার ভূমিকাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা নতুন করে বেড়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে নৌবাহিনী শক্তিশালী করেছে এবং নজরদারি বাড়িয়েছে। Iran-এর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে চাইছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জার্মানি থেকে কিছু সেনা সরিয়ে অন্য ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে মোতায়েন করা হতে পারে। একজন সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, আজকের সামরিক কৌশল স্থির ঘাঁটিভিত্তিক নয়। দ্রুত সংকটপূর্ণ অঞ্চলে পৌঁছানোর সক্ষমতাই এখন মূল বিষয়। তাই কিছু পুরনো মোতায়েন পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইউরোপে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জার্মানির সরকার জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ন্যাটোর যৌথ প্রতিরক্ষা কাঠামো শক্তিশালী রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে এবং সেনা মোতায়েনের পরিবর্তন মানেই প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতির দুর্বলতা নয়। NATO-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের পুনর্বিন্যাস জোটের নমনীয়তার অংশ হিসেবেই দেখা উচিত, বিভাজনের ইঙ্গিত হিসেবে নয়। জার্মানিতে মার্কিন সেনা উপস্থিতি শুধু নিরাপত্তার দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় অর্থনীতিতে এই ঘাঁটিগুলো হাজার হাজার বেসামরিক চাকরি তৈরি করে। ফলে সেনা হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনাও শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক বিভাজন দেখা যাচ্ছে। সমর্থকদের মতে, এটি বৈশ্বিক সম্পদের আরও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে সমালোচকদের আশঙ্কা, ইউরোপে মার্কিন উপস্থিতি কমলে রাশিয়া বা অন্যান্য প্রতিপক্ষ শক্তি আরও সাহসী হয়ে উঠতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধু সামরিক নয়, কূটনৈতিক বার্তাও বহন করছে। যুক্তরাষ্ট্র একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে শক্ত অবস্থান বজায় রাখতে চাইছে, অন্যদিকে ইউরোপে দায়িত্ব কিছুটা পুনর্বণ্টন করছে। সব মিলিয়ে, জার্মানি থেকে ৫,০০০ সেনা প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইরান সংকট যখন আরও জটিল হচ্ছে, তখন এই পুনর্বিন্যাস যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক সামরিক কৌশলে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

রাস্তায় লাইট লাগানোর কাজ চলছে,মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক নতুনগ্রাম জিপি ১৮৭ মধ্যপাড়া সংসদ জনপ্রতিনিধি আব্বাস মোল্লা ও সমস্ত কর্মীবৃন্দ । আমাদের উন্নয়নের জোয়ার চলছে এবং চলবে।

ইউরোপীয় গাড়ি ও ট্রাকে ২৫ শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের, ফের উত্তপ্ত আটলান্টিক বাণিজ্য সম্পর্ক

ওয়াশিংটন, ডি.সি. ৩ মে ঃ বিশ্ববাজারে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি করে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপ বাণিজ্য সম্পর্কে উত্তেজনা বাড়িয়ে বড় ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং রিপাবলিকান শীর্ষ প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে আমদানি হওয়া গাড়ি ও ট্রাকে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন।একটি নির্বাচনী সমাবেশে এবং পরে আনুষ্ঠানিক নীতিগত বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল আমেরিকার শ্রমিক ও শিল্পকে রক্ষা করা। ইউরোপীয় ইউনিযনকে দীর্ঘদিন ধরে অন্যায্য বাণিজ্যনীতির জন্য অভিযুক্ত করে তিনি বলেন, ইউরোপ আমাদের বাজারে কোটি কোটি গাড়ি পাঠায, কিন্তু আমাদের গাড়ি তাদের বাজারে একই সুযোগ পায না। এবার সেটা বন্ধ হবে। এই শুল্ক ইউরোপীয় ইউনিযনের সদস্য দেশগুলিতে তৈরি হওয়া যাত্রীবাহী গাড়ি এবং বাণিজ্যিক ট্রাকের উপর প্রযোজ্য হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তে বছরে কযেক দশ বিলিযন ডলারের বাণিজ্য প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি সহ ইউরোপের বড় অটোমোবাইল উপাদনকারী দেশগুলোর উপর এর বড় প্রভাব পড়বে। ঘোষণার পরপরই বৈশ্বিক শেযারবাজারে অস্থিরতা দেখা যায়। ইউরোপের শীর্ষ গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিগুলোর শেয়ার দর পড়ে যায়। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় অটোমোবাইল শিল্পের অন্যতম বড় বাজার। ইউরোপীয ইউনিযনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে হতাশাজনক বলা হযেছে। ইউরোপীয় কমিশনের এক মুখপাত্র জানান, যদি এই শুল্ক কার্যকর করা হয়, তাহলে তারা পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার বিষযটি বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, ইউরোপ ন্যায্য এবং নিযমভিত্তিক বাণিজ্যে বিশ্বাসী। আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ নেব। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য সম্পর্ক, যেখানে প্রতি বছর শত শত বিলিয়ন ডলারের পণ্য ও পরিষেবা আদান-প্রদান হয়। গাড়ি শিল্প এই বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশেষ করে বিলাসবহুল এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ব্র্যান্ডগুলোর বড় উপস্থিতি রয়েছে। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত তার পূর্ববর্তী বাণিজ্যনীতিরই পুনরাবৃত্তি বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তাঁর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনও তিনি ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর শুল্ক আরোপ করেছিলেন, যা ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধ তৈরি করেছিল। তখন ইউরোপও পাল্টা শুল্ক বসিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পণ্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এই ২৫ শতাংশ শুল্কের ফলে আমেরিকান গ্রাহকদের জন্য গাড়ির দাম বাড়তে পারে। আমদানি করা গাড়ি ও ট্রাকের দাম বৃদ্ধি পেলে তা সরাসরি ক্রেতাদের উপর প্রভাব ফেলবে। একই সঙ্গে ইউরোপীয নির্মাতাদের সঙ্গে যুক্ত আমেরিকান ডিলারশিপ এবং সরবরাহ চেইনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একজন বাণিজ্য বিশ্লেষক বলেন, শুল্কের বোঝা শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের উপরই পড়ে। এটি গাড়ির দাম বাড়াবে এবং বাজারে বিকল্প কমিয়ে দেবে। ট্রাম্প অবশ্য এই সমালোচনার জবাবে বলেন, এই পদক্ষেপ বিদেশি কোম্পানিগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রে উপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে উৎসাহিত করবে। তাঁর বক্তব্য, তারা যদি শুল্ক ছাড়া বাজার চায়, তাহলে তাদের আমেরিকাতেই উৎপাদন করতে হবে। তবে সমালোচকরা মনে করছেন, আধুনিক অটোমোবাইল শিল্প অত্যন্ত জটিল এবং বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের উপর নির্ভরশীল। একটি গাড়ি তৈরির অংশগুলো বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়ে চূড়ান্তভাবে একত্রিত হয়। ফলে এমন শুল্ক এই পুরো ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে। ঘোষণার পর আর্থিক বাজারেও তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে। ইউরো ডলারের তুলনায় কিছুটা দুর্বল হয় এবং ইউরোপীয় অটোমোবাইল সূচকে পতন দেখা যায়। মার্কিন অটোমোবাইল খাতেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়-একদিকে প্রতিযোগিতার সুবিধা, অন্যদিকে পাল্টা শুল্কের আশঙ্কা। কূটনৈতিক মহল মনে করছে, এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপ সম্পর্ককে আরও জটিল করতে পারে। বাণিজ্য বিরোধ প্রায়ই প্রতিরক্ষা, জলবায়ু নীতি এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার মতো ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের এই ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা আবারও বিশ্ব বাণিজ্যে একটি নতুন উত্তেজনার অধ্যায় যোগ করেছে। এখন দেখার বিষয়, এটি বাস্তব নীতি হিসেবে কার্যকর হয় নাকি ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য একটি কৌশলগত চাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আরপিএফ-র উদ্ধার অভিযান যাত্রী ও নাবালকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

মালিগাঁও, ৩মেঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) সাম্প্রতি কদিনগুলিতে তার আওতাধীন এলাকায় চালানো ধারাবাহিক সফল উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে যাত্রী সুরক্ষা ও মানবিক সেবার প্রতি তাদের অটল অঙ্গীকার আবার প্রমাণ করেছে।২৪ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬-এর সময় কালে, আরপিএফ কর্মীরাবিভিন্নরেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেন থেকে বিপুল সংখ্যক অসহায় মানুষ-যেমন বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা নাবালক এবং দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রীকে উদ্ধার করেছেন।একটিবড়অভিযানে, ডিব্রুগ। রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ কর্মীরা একটি ট্রেন থেকে ১২জন নাবালক বালককে উদ্ধার করেন এবং তাদের যথাযথ যত্ন ও সুরক্ষার জন্য ' গুয়াহাটি, লামডিং, কিষাণগঞ্জ, কোকরাঝা।, হাসিমারা, মরিয়নি এবং নিউআলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন স্টেশনে একাধিক উদ্ধার অভিযানচালানোহয়, যেখানে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা বেশ কয়েক জন নাবালক ও নাবালিকাকে শনাক্ত করে উদ্ধার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মরিয়নি রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ তিনজন নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করেছে অন্যদিকে, গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে নাবালক-নাবালিকাদের সুরক্ষিত ভাবে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৃথক পৃথক ঘটনায়, কিষাণগঞ্জ, লামডিং, ডিমাপুর ও কোকরাঝা। রেমতো স্টেশন গুলোতে উদ্ধার হওয়া নাবালকদের সুরক্ষিত হেফাজত ও পুনর্বাসনেরজন্য 'অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উদ্ধারের পাশাপাশি, আরপিএফ কর্মীরা দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রীদের ও তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানক রেছেন। নিউজলপাইগুড়িতে শ্বাস কষ্টে ভুগতে থাকা একযাত্রীকে চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।রায়গঞ্জওবারসোইয়ের অন্যান্য ঘটনায়, দুর্ঘটনায় পড়ে আহত যাত্রীদের সময় মতো চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়-যা আরপিএফ কর্মীদের সজাগদৃষ্টি ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতাকে তুলে ধরে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যাত্রী সুরক্ষা, মানব পাচার প্রতিরোধ এবং অসহায় ব্যক্তিদের কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আরপিএফ কর্মীদের নিষ্ঠারই প্রতিফলন। উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে একটি সুরক্ষিত ওযাত্রী-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যেন তাঁরা সতর্ক থাকেন এবং যে কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে জানান।

'যুদ্ধের পথে বিশ্ব?'

ওয়াশিংটন, ৩ মে ঃ মধ্যপ্রাচ্যে আবারও অশান্তির আবহ ঘনীভূত হচ্ছে।ইরান এবং অ্যামেরিকার মধ্যে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন নতুন করে তীব্র আকার ধারণ করেছে। সর্বশেষ শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট , যার ফলে দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা আরও বেড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, উভয় পক্ষ থেকেই প্রকাশ্যে হুমকি এবং পালটা হুঁশিয়ারি শোনা যাচ্ছে। শনিবার ইরানের একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে সে দেশের সেনা আধিকারিক Mohammad Jafar Asadi সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান। তিনি বলেন, বর্তমানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমেরিকা নিজের তৈরি করা সমস্যাগুলিই এখন সামাল দিতে ব্যস্ত। তাঁর দাবি, ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ এবং বিবৃতিগুলি মূলত প্রচারসর্বস্ব এবং বাস্তব পরিস্থিতি আড়াল করার চেষ্টা। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী আবার কোনও দু ঃসাহসিক পদক্ষেপ নেয় বা মূর্খামির পরিচয় দেয়, তাহলে তার কঠোর জবাব দিতে ইরান সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁর এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ তৈরি করেছে, কারণ তা সরাসরি সামরিক প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। অন্যদিকে, এই হুমকির জবাব দিতে দেরি করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trump। ফ্লোরিডায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ইরানের পাঠানো শান্তি প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হলেও সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর বক্তব্য, গত ৪৭ বছরে মানবতা এবং বিশ্বের প্রতি ইরান যা করেছে, তার জন্য তাদের জবাবদিহি করতেই হবে। আরও কঠোর সুরে তিনি বলেন, যদি কোনও ধরনের অসভ্যতা করা হয়, তাহলে আমেরিকা আবার ইরানের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করতে পিছপা হবে না। এই পালটা হুঁশিয়ারি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতি এখন এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ছোট একটি ভুল পদক্ষেপও বড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে।

শিলিগুড়িতে পুলিশের গাড়ি নিয়ে ছাগল চুরি

শিলিগুড়ি, ৩ মে (হি. স.)ঃ নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত পুলিশের গাড়ি নিয়ে ছাগল চুরির অভিযোগে রবিবার তিন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম তুষার রায় (২৫), দেবজ্যোতি দেব (২১) এবং কৃষ শীল (১৯)। পুলিশ জানায়, তুষার ও দেবজ্যোতি বাঘাযতীন কলোনির বাসিন্দা, অন্যদিকে কৃষের বাড়ি সমরনগর অটো স্ট্যান্ড এলাকায়।রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় করাইবাড়ি মিলন মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, একটি স্করপিও গাড়িতে করে ৪-৫ জন যুবক এসে রাস্তার ধারে থাকা প্রায় ৮-৯ কেজি ওজনের একটি ছাগল তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার পর সাগর গজমের নামে এক ব্যক্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।এদিকে, ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের গাড়ির নম্বর শনাক্ত করা হয়। পরে গভীর রাতে বিভিন্ন সূত্রে গাড়িটির বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করে পুলিশ। জানা যায়, গাড়িটির মালিক গৌতম পাল। পুলিশ তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি অসুস্থতার কারণে গাড়ি এই মুহূর্তে চালান না বলে জানান। তবে তাঁর নাতি তুষার রায় নিয়মিত ওই গাড়ি ব্যবহার করত।পুলিশ জানিয়েছে, তুষারের বিরুদ্ধে আগেও মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ রয়েছে।

গরম তেলের কড়াইয়ে পড়ে আহত শ্রমিক

আগরতলা, ৩ মে (হি.স.) ঃ সাব্রুমে এক মিষ্টির দোকানের কারিগরের সঙ্গে ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক ঘটনা মানবিকতার প্রশ্ন তুলেছে নতুন করে। গত ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের মেলার সময় কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত তিনি গরম তেলের কড়াইয়ে পড়ে যান।সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কোমরসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর দগ্ধ ও আঘাত লাগে। আহত শ্রমিকের দাবি, দুর্ঘটনার পর দোকানের মালিক প্রদীপ দে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও বাস্তবে তাঁকে আগরতলা রেল স্টেশনে ফেলে রেখে চলে যান।

NAME CHANGE

I, Habibur Sekh (old name) S/o-Jannat Sekh residing at Sahajadpur, Sahajadpur, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HABIBUR SEKH to HABIBUR SK and henceforth I shall be known as HABIBUR SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/04/2026. HABIBUR SEKH (old name) and HABIBUR SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saddam Shaikh (Old Name) S/O–Akher Shaikh resident of Bara Satui , Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Saddam Shaikh to Saddam Sk and henceforth I shall be known as Saddam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/04/ 2026. My name Saddam Sk & Saddam Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anwarul Haque (Old Name) S/O – Nayebuddin Ahmed, Resident of Vill & P.O. -Trimohini, P.S - Nowda, Dist- Murshidabad, State - West Bengal, Pin- 742175, do hereby declared that I have changed my name from Anwarul Haque to Md Anwarul Haque and henceforth I shall be known as Md Anwarul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit no. 11, sworn before the notary public at Berhampore court on 02/05/2026. My name Md Anwarul Haque & Anwarul Haque both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Jannat Sekh (old name) S/o-Jamat Sekh residing at Sahajadpur, Sahajadpur, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JANNAT SEKH to JANNAT SK and henceforth I shall be known as JANNAT SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/04/2026. JANNAT SEKH (old name) and JANNAT SK (new name) both are same and one identical person.

বান্দ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর-বোরিভলি গ্রীষ্মকালীন অনারক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত

গোরখপুর, ০৩ মেঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে ০৯১৫৭ / ০৯১৫৮ বান্দ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর-

বোরিভলি গ্রীষ্মকালীন অনারক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনটি বাঃদ্রা টার্মিনাস থেকে ০৩ মে, ২০২৬ তারিখে এবং গোরখপুর থেকে ০৪ মে, ২০২৬ তারিখে নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে।

০৯১৫৭ বাঃদ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন অনারক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৩ মে, ২০২৬ তারিখে বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে রাত ০০.৩০ মিনিটে ছাড়বে। এরপর বোরিভলি থেকে ০১.০৩, ভাপি থেকে ০২.৪৪, সুরাট থেকে ০৪.০৫, ভডোদরা থেকে ০৬.২২, রতলাম থেকে ১০.৩২, নাগদা থেকে ১১.৩২, কোটা থেকে ১৪.২৭, সাওয়াই মাধোপুর থেকে ১৬.৩৭, বয়ানা থেকে ১৮.৪২, ভরতপুর থেকে ১৯.৩২, মথুরা জংশন থেকে ২১.৪২, হাতরাস সিটি থেকে ২৩.১৭-এ ছাড়বে। পরের দিন কাসগঞ্জ থেকে ০০.৩৭, বেরেলি সিটি থেকে ০৩.০৯, ইজ্জতনগর থেকে ০৩.৪৯, পিলিভীত থেকে ০৬.২৯, মেলানি থেকে ০৭.৩৯, সীতাপুর থেকে ০৯.৫৯, বু।হওয়াল থেকে ১২০৪, গোঁদা থেকে ১৩.২৯, বস্তি থেকে ১৫.০৪ এবং খলিলাবাদ থেকে ১৫.৫৪-এ ছাড়ার পর গোরখপুরে পৌঁছাবে সন্ধ্যা ১৭.৩০ মিনিটে।

ফেরার পথে, ০৯১৫৮ গোরখপুর-বোরিভলি গ্রীষ্মকালীন অনারক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৪ মে, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে রাত ২০.৩০ মিনিটে ছাড়বে। এরপর খলিলাবাদ থেকে ২১ .১৭, বস্তি থেকে ২১.৪৯, গোঁদা থেকে ২৩.২৯-এ ছাড়বে। পরের দিন বুড়হওয়াল থেকে ০০.৩৪, সীতাপুর থেকে ০২.৩৬, মেলানি থেকে ০৪.৪১, পিলিভীত থেকে ০৬.০৬, ইজ্জতনগর থেকে ০৭.৩৭, বেরেলি সিটি থেকে ০৮.০৯, কাসগঞ্জ থেকে ১০৪৪, হাতরাস সিটি থেকে ১২০৭, মথুরা জংশন থেকে ১৩৪৭, ভরতপুর থেকে ১৫.৫২, বয়ানা থেকে ১৬.৪২, সাওয়াই মাধোপুর থেকে ১৮.৫২, কোটা থেকে ২১.০২, নাগদা থেকে ২৩.৪৯-এ ছা।বে। তৃতীয় দিনে রতলাম থেকে ০০.৫৯, ভডোদরা থেকে ০৫.১৯, সুরাট থেকে ০৭.৩৪ এবং ভাপি থেকে ০৮.৫৭-এ ছাগুর পর বোরিভলিতে পৌঁছাবে ১১.৩০ মিনিটে। এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ থাকবে। এর মধ্যে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির ১৮টি কোচ, একটি এল.এস.এল.আর.ডি. কোচ এবং একটি জেনারেটর-সহ লাগেজ ভ্যান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ভোটগণনার আগে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন-আউশগ্রামের স্ট্রং রুমে দেড় ঘণ্টা সিসিটিভি বন্ধ, চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ৩ মে ঃ ভোটগণনার মুখে পূর্ব বর্ধমানে হঠাই নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে একটি গুরুতর অভিযোগকে ঘিরে। পূর্ব বর্ধমান জেলার স্ট্রং রুমে সিসিটিভি নজরদারিতে বিভ্রাটের ঘটনা সামনে আসতেই শাসক দল সরব হয়েছে। অভিযোগ, আয়ুশ বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রং রুমে প্রায় দেড় ঘণ্টা সিসিটিভি ক্যামেরা অচল ছিল, যা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরাসরি অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস । তাদের দাবি, এমন এক সংবেদনশীল সময়ে-যখন ভোটগণনা আসন্ন-স্ট্রং রুমের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নজরদারির ঘাটতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রশাসনিক তপরতা নিয়ে। জানা গিয়েছে, জেলার মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ-আয়ুশগ্রাম, ভাতার, গলসি, বর্ধমান উত্তর এবং বর্ধমান দক্ষিন এর ইভিএম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সরঞ্জাম রাখা হয়েছেবর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যালপ ব্যাগ ক্যাম্পাসের ইউআইটি ভবনে। এই স্ট্রং রুমগুলিতে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় রয়েছে, যার মধ্যে সশস্ত্র প্রহরা, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং ২৪ ঘণ্টার সিসিটিভি নজরদারি অন্যতম। তবে সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেই বড়সড় ফাঁক থাকার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী, রবিবার সকাল ৯টা ২৪ মিনিট থেকে ১০টা ৩৭ মিনিট পর্যন্ত-প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট-আউশগ্রাম বিধানসভার স্ট্রং রুমে

সিসিটিভি ক্যামেরা কার্যত বন্ধ ছিল। এই সময়ের মধ্যে কী ঘটেছে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ, এই সময় কোনও দৃশ্যমান নজরদারি না থাকায় স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ তাঁর বক্তব্য, দলীয় প্রতিনিধিরা সকাল থেকেই স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার উপর নজর রাখছিলেন। সেই সময়ই আচমকা দেখা যায়, সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি কাজ করছে না। বিষয়টি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন এবং জেলা প্রশাসনকেও অবহিত করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। তবে অভিযোগ, এত গুরুতর একটি বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলেনি। এই নীরবতা ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও বাড়ছে। বিরোধী দলগুলিও এই ইস্যুতে সরব হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ ভোটগণনার আগে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়া অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, তবে প্রাথমিকভাবে এটিকে প্রযুক্তিগত ত্রুটি বলে মনে করা হচ্ছে। অনেক সময় বিদ্যু বিভ্রাট, সার্ভার সমস্যা বা ক্যামেরার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে কীভাবে দে। ঘণ্টা ধরে নজরদারি বন্ধ থাকতে পারে, এবং কেন তাক্ষণিকভাবে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের মতে, স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সিসিটিভি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি শুধু নজরদারি নয়, বরং স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই ধরনের বিভ্রাট জনমনে সন্দেহ তৈরি করতে পারে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামো আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে, এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দেওয়াও অত্যন্ত জরুরি, যাতে অযথা গুজব বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে না পড়ে। সব মিলিয়ে, ভোটগণনার আগে এই সিসিটিভি বিভ্রাট নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের জন্ম দিয়েছে। এখন নজর প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে-তারা কীভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেয় এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

মার্চ মাস জুড়ে রেলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা মেজর হেলথ চেক-আপ বা বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন

কলকাতা, ৩ মেঃ ট্রেনের প্রতিটি সফর যাতে নিরাপদ, আরামদায়ক এবং নির্ভরযোগ্য হয়.তা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে দিনরাত কাজ করে চলেছে পূর্ব রেল। ২০২৬ সালের মার্চ মাস জুড়ে রেলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা পর্দার আড়ালে থেকে রোলিং স্টক ফ্লিটের ওপর ব্যাপক আকারে মেজর হেলথ চেক-আপ বা বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। গভীর রাত থেকে মধ্যগগন-এই ২৪৭ নিরলস পরিষেবা নিশ্চিত করে যে রেলের প্রতিটি ট্রেন যেন একদম সঠিক অবস্থায় ট্র্যাকে থাকে। এটি যাত্রীদের প্রতি রেলের সেই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন, যেখানে প্রতিটি ভ্রমণকে মসৃণ ও আরামদায়ক করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। গত মার্চ মাসে সম্পন্ন হওয়া কাজের বিশাল ব্যাপ্তি অঞ্চলের জীবনরেখা সচল রাখতে রেল কর্মীদের নিষ্ঠাকেই তুলে ধরে। আধুনিক এলএইচবি (ঞ্চক্ক) এবং

ঐতিহ্যবাহী আইসিএফ মডেলসহ মোট ১৬২টি প্যাসেঞ্জার কোচ সম্পূর্ণভাবে ওভারহোলিং বা সংস্কার করা হয়েছে, যাতে চাকা থেকে শুরু করে ভেতরের আলো পর্যন্ত সবকিছু যাত্রীদের জন্য নিখুঁতভাবে কাজ করে। পাশাপাশি, লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের প্রধান ভরসা হিসেবে ১৪৬টি লোকাল ট্রেন কোচ (ইএমইউমেমু) রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। রেলের ভারী কাজের দিকটিও সমান ব্যস্ত ছিল ৭টি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের কঠোর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এবং দেশের অপরিহার্য পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ৬৯৬টি মালবাহী ওয়াগন মেরামত করা হয়েছে।

পূর্ব রেলের এই বিরতিহীন কর্মসংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হলো প্ল্যাটফর্মে পা রাখা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি দুশ্চিন্তামুক্ত সফরের অভিজ্ঞতা প্রদান করা। মার্চ মাসে এই নিবিড় পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে রেল কর্তৃপক্ষ প্রযুক্তিগত বিলম্ব বা ট্রেন বিকল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। দূরপাল্লার এক্সপ্রেস হোক বা লোকাল শহরতলি ট্রেন-ওয়ার্কশপের প্রকৌশলী এবং কারিগরি কর্মীরা দিনরাত কাজ করে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখছেন।

রেল কর্মীদের এই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাজি বলেনঃ আমাদের কর্মীরা দিনরাত কাজ করে চলেছেন যাতে প্রতিটি যাত্রী নিরাপদ ও আরামদায়ক সফর উপভোগ করতে পারেন।

ঝাড়গ্রাম স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড-কয়লাভর্তি মালগাড়ির বগিতে আগুন, অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়াল দমকল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম , ৩৩ মে ঃ রবিবার হঠাই উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে, যখন কয়লাভর্তি একটি মালগাড়ির বগিতে আগুন লাগার ঘটনা সামনে আসে। টাটা থেকে কোলাঘাটগামী ওই মালগাড়িটি স্টেশনে প্রবেশ করার সময়ই যাত্রী ও স্থানীয়দের নজরে আসে অস্বাভাবিক ধোয়া। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠে এবং স্টেশন চত্বরে উপস্থিত মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সময় একটি নির্দিষ্ট বগি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। প্রথমে অনেকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। তবে ধীরে ধীরে ধোঁয়ার ঘনত্ব বাড়তে থাকায় পরিস্থিতির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। সন্দেহ দানা বাঁধতেই দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। একই সঙ্গে রেলকর্মীরাও তৎপর হয়ে ওঠেন এবং প্রাথমিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। খবর পেয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দ্রুত আগুন নেভানোর কাজে নেমে পড়েন। কয়লাভর্তি বগিতে আগুন লাগার ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারত, কারণ কয়লা দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতে সক্ষম এবং তা থেকে তাপ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়লে বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল। তবে দমকলের তৎপরতায় সেই আশঙ্কা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা যায়। জল ছিটিয়ে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তাঁদের দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপের ফলে বড়সড় বিপদ এড়ানো গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, যা স্বস্তির বিষয়। তবে কিছু সময়ের জন্য স্টেশনের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং ট্রেন চলাচলেও সাময়িক প্রভাব পড়ে। দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, ট্রেন চলার সময় চাকা ও রেললাইনের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট তাপ থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। এই ধরনের ঘটনা বিরল নয়, বিশেষ করে যখন দাহ্য পদার্থ বহন করা হয়। সেই তাপ কোনওভাবে কয়লার বগিতে পৌঁছে আগুন লাগার কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষও ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। কীভাবে এই আগুন লাগল এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার কথাও ভাবা হচ্ছে, বিশেষ করে মালগাড়ির ক্ষেত্রে যেখানে দাহ্য পদার্থ বহন করা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁদের মতে, এলাকায় নিয়মিত মালগাড়ির যাতায়াত থাকে, ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। যদিও দ্রুত দমকলের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, তবুও ভবিষ্যতে এমন ঝুঁকি এড়াতে আরও সতর্কতা এবং পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই। সব মিলিয়ে, সময়মতো পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও এই ঘটনা রেল নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল।

গৃহহীন বহু পরিবার, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকা

নিজস্ব সংবদদাতা, পাণ্ডুয়া, ৩ মে ঃ ভোট প্রক্রিয়া শেষ হতেই হুগলির পাণ্ডুয়া-য় শুরু হল রেলের উচ্ছেদ অভিযান, যা ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। একদিনের নোটিসে বুলডোজার চালিয়ে রেলপাড়ের বহু ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এর ফলে রাতারাতি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন বহু পরিবার, যাঁদের অনেকেই এখন খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি, এই উচ্ছেদ অভিযানের সময় এবং পদ্ধতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, নির্বাচন ঘোষণার আগেই রেল কর্তৃপক্ষ প্রথম দফায় উচ্ছেদের নোটিস দিয়েছিল। তবে সেই সময় কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরপর দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর, অর্থাৎ ২৯ তারিখের পর আবারও নতুন করে নোটিস দেওয়া হয়। এবার জানানো হয়, মাত্র একদিনের মধ্যে রেলপাড়ের বস্তি এলাকা খালি করতে হবে। এই স্বল্প সময়ের নোটিসে চরম বিপাকে পড়েন বাসিন্দারা। আতঙ্কে অনেকেই তড়িঘড়ি নিজেদের ঘরবাড়ি ও দোকান খালি করে দেন। কিন্তু এত কম সময়ে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ফলে বহু মানুষ এখন কার্যত গৃহহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং দিনমজুর পরিবারের সদস্যরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়েছেন। উচ্ছেদ অভিযানের দিন সকালে হঠাই এলাকায় বুলডোজার নিয়ে পৌঁছে যায় রেল কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে ছিল বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী, যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যায়। তারপরই শুরু হয় একের পর এক ঘর ভাঙার কাজ। চোখের সামনে নিজেদের বাসস্থান ধ্বংস হতে দেখে অসহায় হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন, কেউ কেউ আবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, নির্বাচনের আগে আমাদের উচ্ছেদ করা হয়নি, কারণ তখন ভোট দরকার ছিল। এখন ভোট মিটতেই হঠাৎ করে বুলডোজার চালানো হচ্ছে। এই অভিযোগ ঘিরেই রাজনৈতিক বিতর্কও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। অনেকেই মনে করছেন, উচ্ছেদের সময় নির্বাচন-পরবর্তী হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। গৃহহীনদের বক্তব্য, যদি তাঁদের আরও কিছুটা সময় দেওয়া হত, তাহলে অন্তত বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু মাত্র একদিনের নোটিসে সব কিছু গুছিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। ফলে এখন তাঁরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকেই খোলা জায়গায় অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কেউ আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। এই ঘটনার পর এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। কোনও রকম অশান্তি এড়াতে এখনও মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রয়েছে প্রশাসনও। তবে স্থানীয়দের ক্ষোভ এখনও প্রশমিত হয়নি। রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে কেন হঠা করে এত দ্রুত এই পদক্ষেপ নেওয়া হল, সেই প্রশ্নের উত্তর অধরাই রয়ে গিয়েছে। যদিও সাধারণত রেলের জমিতে অবৈধ দখলদারি রুখতে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে এমন উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়ে থাকে, তবুও এই ঘটনার ক্ষেত্রে সময় নির্বাচন এবং মানবিক দিকটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলার পাশাপাশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভোট মিটতেই মুর্শিদাবাদে উদ্ধার বিপুল পরিমান মাদক

মিঠুন হালদার ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন মিটতেই মুর্শিদাবাদ জেলায় মাদকচক্রের চক্রের রমরমা কারবার শুরু হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে মালদা থেকে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করতে গিয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন ২ যুবক। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে উন্নতমানের ৩০০ গ্রাম হেরোইন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।সামশেরগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানান , ধৃত দুই যুবকের নাম শাহাদাত মোমিন এবং আতাউল্লা শেখ। তাদের দু'জনেরই বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকায়।সামশেরগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানান, শনিবার রাতে তারা গোপন সূত্রে খবর পান মালদার কালিয়াচক থেকে দুই যুবক একটি মোটরসাইকেলে করে বিপুল পরিমাণ হেরোইন ধুলিয়ানের কোনও এক ব্যক্তির কাছে পাচার করার চেষ্টা করছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত ওই তথ্যের ভিত্তিতে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নতুন ডাকবাংলো এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। সেই সময় একটি সন্দেহজনক মোটরসাইকেলকে ধুলিয়ানের দিকে যেতে দেখে সেটিকে আটক করে পুলিশ। এরপর বাইকের একটি গোপন কুঠুরিতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ মাদক। পুলিশের ওই আধিকারিক আরও বলেন ,মালদা থেকে ধুলিয়ান আসার পথে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য বারবার রাস্তা পরিবর্তন করছিলো দুই বাইক আরোহী। কিন্তু দুই পাচারকারীর মোবাইল ফোন 'সার্ভেলেন্স'-এ থাকায় আমরা তাদের ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্রাক করছিলাম। বাইকটি আটক করার পর তার দুই সাওয়ারির তল্লাশিতে আমরা কিছুই পাইনি। এরপর মোটরসাইকেলটি ভালোভাবে তল্লাশি চালাতেই একটি গোপন কুঠুরি থেকে উদ্ধার হয় ওই হেরোইন। পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, মুর্শিদাবাদ জেলায় মাদক জেলার কালিয়াচক সহ আরও কিছু এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে বসে হেরোইন তৈরী করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। পুলিশের ওই আধিকারিক আরও বলেন ,রাজ্যে নির্বাচন চলায় এতদিন জাতীয় সড়ক বরাবর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারী অত্যন্ত বেশি ছিল। সেই কারণে মাদক কারবারীরা এতদিন তাদের তৈরি করা মাদক বিক্রি করতে পারছিলেন না। পুলিশের অনুমান গত প্রায় একমাসে তৈরী হওয়া বিপুল মাদক এখন পাচারকারীদের ডেরায় রয়েছে। রাজ্যে নির্বাচন মিটতেই বিভিন্ন

তৈরী এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নিতে শুরু করায় গত প্রায় ২ বছর ধরে এই জেলায় হেরোইন তৈরীর কারবার প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে মাদক পাচারকারীরা বর্তমানে মালদা এলাকায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি কিছুটা কমেছে। সেই সুযোগ নিয়ে মাদক পাচারকারীরা ফের একবার রাজ্য জুড়ে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে বলে পুলিশের অনুমান।

পানাগড়ে ভয়াবহ কাণ্ড-চলন্ত ট্রেনের ছাদে উঠে বিদ্যুতের তারে স্পর্শ, ছিটকে ইঞ্জিনে পড়লেন যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানাগড়, ৩ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় স্টেশনে শনিবার রাতে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর এবং আতঙ্কজনক ঘটনা, যা মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দেয় স্টেশনের স্বাভাবিক ছন্দ। প্রতিদিনের মতোই সেই রাতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল বিভুতি এক্সপ্রেস। যাত্রীদের ওঠানামা, ঘোষণা, কোলাহল-সব কিছুই চলছিল স্বাভাবিক নিয়মে।

কিন্তু হঠাই এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য সকলকে হতবাক করে দেয়। চোখে পড়ে, ট্রেনের সামনের দিকের একটি বগির ছাদে এক যুবক শুয়ে রয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত খবর দেওয়া হয় রেল কর্তৃপক্ষকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্টেশন ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। প্রথমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয় শান্তভাবে-যুবককে নেমে আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু পরিস্থিতি তখনই ভয়াবহ মোড় নেয়। অনুরোধ উপেক্ষা করে ওই যুবক বগির ছাদ বরাবর এগিয়ে যেতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে যান। উপস্থিত সকলেই তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কারণ এই ধরনের আচরণ যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তা সকলেরই জানা। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক লাইনের কাছাকাছি গেলে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি হয়। ইঞ্জিনের কাছে পৌঁছতেই যুবকটি ওভারহেড বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে চলে আসেন। মুহূর্তের মধ্যে একটি বিকট শব্দ হয় এবং প্রবল ঝটকায় তিনি ছিটকে পড়েন ট্রেনের ইঞ্জিনের উপর। ঘটনাস্থলে উপস্থিত যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেল পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত এখনও জানা যায়নি, তবে আঘাত গুরুতর বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। যাত্রীদের বয়ান অনুযায়ী, ওই যুবক হাওড়া স্টেশন থেকেই ট্রেনে ওঠেন। তিনি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত বগিতে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তবে বর্ধমান স্টেশন পার হওয়ার পর থেকেই তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। গলসির কাছাকাছি এসে তিনি বগির দরজার সামনে অবস্থান করতে থাকেন। পানাগড় স্টেশনে ঢোকার মুখেই তিনি আচমকা জানালার রড ধরে উপরে উঠে পড়েন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বগির ছাদে পৌঁছে যান। এই দৃশ্য দেখে অন্যান্য যাত্রীরা হতবাক হয়ে যান এবং তাঁর খোঁজ শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ছাদের উপর শুয়ে থাকতে দেখা যায়, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে। এই ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য হাওড়া-দিল্লি রুটে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য ট্রেনও প্রভাবিত হয়। যদিও রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং রাতের মধ্যেই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, চলন্ত ট্রেনে অসতর্কতা বা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ কতটা মারাত্মক হতে পারে। সামান্য ভুল সিদ্ধান্ত মুহূর্তের মধ্যে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। রেল কর্তৃপক্ষ বারবার সতর্কতা জারি করলেও, এ ধরনের ঘটনা এখনও থামছে না-যা গভীর উদ্বেগের বিষয়।

স্বচ্ছতার বাঁশি,রেলের পরিচ্ছন্নতাকে নতুন রূপ দিতে পূর্ব রেলের মাসব্যাপী যাত্রা

কলকাতা, ০৩ মে ঃ কল্পনা করুন এমন একটি রেলওয়ে. প্ল্যাটফর্মের কথা যেখানে বাতাস নির্মল, মেঝে ঝকঝকে এবং প্রতিটি যাত্রী তাদের চকোলেটের মোড়কটি ডাস্টবিনে ফেলার ব্যাপারে সচেতন। এটি কেবল একটি কল্পনা নয় মাসব্যাপী চলা 'স্বচ্ছতা সচেতনতা অভিযানের' মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে এই বাস্তবতাই প্রতিদিন ফুটে উঠছে। ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে পর্যন্ত চলমান এই বিশাল আন্দোলন 'স্বচ্ছ ভারত স্বচ্ছ রেল'-এর ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে এবং রেললাইনগুলোকে পরিবেশগত পরিবর্তনের মঞ্চে পরিণত করছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে এই সম্পূর্ণ মিশনটি পরিচালিত হচ্ছে, যিনি এই অভিযানটিকে একটি রুটিনমাফিক পরিচ্ছন্নতার কাজ থেকে গভীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে রূপান্তর করেছেন। শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদা-এই চার বিভাগের ডিআরএম-রা দিনরাত এই মিশনকে সমর্থন জোগাচ্ছেন যাতে তাদের নিজ নিজ বিভাগের কোনো কোণই নজর এড়িয়ে না যায়। তাদের সাথে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট-এর মতো নিবেদিতপ্রাণ বিভাগগুলো পর্দার আড়ালে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে হাজার হাজার নিত্যযাত্রীর জন্য সর্বোচ্চ মানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে। মাঠ পর্যায়ে সংক্রামক শক্তির সাথে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন 'ইস্টার্ন রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস'-এর স্বেচ্ছাসেবীরা। গত দুদিনে (১ ও ২ মে), এই তরুণ নেতাদের প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিযানের গতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আসানসোল বিভাগে এই অভিযানের ১৬তম দিনে, আসানসোল-শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হয়। শুধুমাত্র পরিষ্কার করার বদলে, তারা যাত্রীদের সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনে লিপ্ত হন এবং প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোর ও ডাস্টবিনের সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সাধারণ যাত্রীদের 'পরিচ্ছন্নতা দূত'-এ

পরিণত করেন। একই সাথে, শিয়ালদহ ও হাওড়া বিভাগের নৈহাটি এবং হালিশহর থেকে আসা দলগুলো দমদম জংশন এবং নৈহাটি স্টেশনের মতো ব্যস্ত হাবে এই বার্তা ছড়িয়ে দেন। প্রতিটি ট্র্যাকে পরিবর্তনের কারিগর হোন -এই অনুপ্রেরণামূলক স্লোগান নিয়ে তারা দোকানদার এবং যাত্রী উভয়কেই সচেতন করেন যে, একটি পরিষ্কার স্টেশন হলো একটি সুস্থ জাতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ। পরিষেবার এই মনোভাব চলন্ত ট্রেনগুলোতেও পৌঁছে যায় চিত্তরঞ্জন ও মধুপুরের মধ্যে পাটনা ইন্টারসিটি এবং পূর্বা এক্সপ্রেসের ভেতরে সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হয়, যাতে পরিচ্ছন্নতার বার্তা ইঞ্জিনের গতিতে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এই নিরলস প্রচেষ্টার চূড়ান্ত সুবিধাভোগী হলেন যাত্রীরা, যারা এখন আরও আরামদায়ক ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস এবং আমাদের জাতীয় পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি নতুন গর্ববোধ উপভোগ করছেন। তবে, রেল প্রশাসন জোর দিয়ে বলেছে যে শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের দ্বারা 'স্বচ্ছ রেল'-এর স্বপ্ন পূরণ সম্ভব নয়। যাত্রীদের সক্রিয় সাহায্য, সচেতনতা এবং সহযোগিতা ছাড়া এই উচ্চমান বজায় রাখা অসম্ভব। প্রতিবার যখন একজন যাত্রী নোংরা না ফেলার সিদ্ধান্ত নেন বা অন্য কাউকে বিরত করেন, তখন তারা সরাসরি দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখেন। এই অভিযান প্রতিটি নাগরিকের কাছে রেলওয়েকে নিজের ঘরের মতো ব্যবহার করার জন্য এক আন্তরিক আহ্বান। মাসব্যাপী এই উদ্যোগের অগ্রগতি নিয়ে বলতে গিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাজি জানান যে, রেলকর্মী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে এক চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, জেনারেল ম্যানেজার এবং ডিআরএম-দের নেতৃত্বে দলগুলো দিনরাত কাজ করলেও, অভিযানের প্রকৃত সাফল্য লুকিয়ে রয়েছে একজন যাত্রীর হাসিতে যখন তিনি একটি পরিষ্কার কোচে ওঠেন। পরিশেষে তিনি পূর্ব রেলওয়েকে ভারতের পরিচ্ছন্নতার প্রকৃত মাপকাঠি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি যাত্রীকে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সাথে হাত মেলানোর আহ্বান জানান।

সীমান্তে বড়সড় ধরপাকড়-স্বরূপনগরে ৯ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা-সহ যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, স্বরূপনগর, ৩৩ মে ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকায় .ভোটগণনার ঠিক আগের দিন চাঞ্চল্য ছড়াল এক বড়সড় উদ্ধার অভিযানে। স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত তারালি সীমান্ত এলাকায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ এবং স্থানীয় পুলিশ। এই ঘটনায় .গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ভারতীয় যুবককে, যার নাম ইলিয়াস গাজি। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় আগেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল ভোটের আগে সম্ভাব্য অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে। সেই সময়ই সন্দেহজনকভাবে একটি মোটরসাইকেলে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ইলিয়াস গাজিকে। তাঁর গতিবিধি নজরে আসতেই ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

প্রথমে তাঁর কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর আরও সন্দেহ হওয়ায় তাঁর মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি চালাতেই চমকে ওঠেন জওয়ানরা। বাইকের সিটের নিচে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় বান্ডিল বান্ডিল নোট। পরীক্ষা করে দেখা যায়, সবকটি নোটই বাংলাদেশি মুদ্রা। মোট উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা, যা সীমান্ত এলাকায় বড়সড় পাচারচক্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

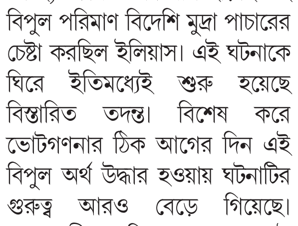

বিএসএফ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ধৃতকে স্বরূপনগর পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কোনও বৈধ নথি ছাড়াই ওই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা পাচারের চেষ্টা করছিল ইলিয়াস। এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিস্তারিত তদন্ত। বিশেষ করে ভোটগণনার ঠিক আগের দিন এই বিপুল অর্থ উদ্ধার হওয়ায় ঘটনাটির গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এই টাকা আদৌ শুধুই পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছিল, নাকি এর সঙ্গে কোনও ভোট সংক্রান্ত লেনদেন বা নাশকতার পরিকল্পনা জড়িত ছিল। সীমান্ত এলাকায় নির্বাচন ঘিরে এমন ঘটনা প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এদিকে ধৃত ইলিস গাজিকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ তাঁর হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পুরো চক্রের খোঁজে নেমেছে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.: 54/Q of 2026-27

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Nandigram Phase-XV. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.wbpwd.gov.in.** Last date of application: **06.05.2026 up to 11.00 AM.** Last date of submission of quotation: **11.30 A.M. of 06.05.2026.** Date and time of bid opening: **11.45 AM, 06.05.2026**

Sd/- **Executive Engineer Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

নারিন-বরুণের জাদুতে সানরাইজার্সকে সহজে হারিয়ে আইপিএলে কেকেআরের জয়যাত্রা

মুম্বই, ৩ মে ঃ কেকেআরের জন্য এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি জাদুকরী জয়। একেবারে প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠে, আইপিএলের অন্যতম শক্তিশালী দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৭ উইকেটে পরাজিত করল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, যারা টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত ছিল এবং যাদের ব্যাটিং লাইনআপ একেবারে বিধ্বংসী, তাদের ১৬৫ রানের মধ্যে গুটিয়ে ফেলেছে কেকেআর। সুনীল নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তীর অসাধারণ স্পিন আক্রমণ সানরাইজার্সের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে নাস্তানাবুদ করেছে। এই ম্যাচে কেকেআরের বোলিং বিভাগ ছিল একেবারে দুর্দান্ত। সানরাইজার্সের ব্যাটসম্যানরা যেভাবে ২০০ রানের কাছাকাছি লক্ষ্য তুলে দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৫ রানে তাদের গুটিয়ে ফেলা ছিল এক অভূতপূর্ব অর্জন। ম্যাচের শেষে কেকেআর দলের জয় নিশ্চিত করল অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে এবং 'স্টার বয়' অঙ্গকৃষ রঘুবংশী।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আইপিএলের অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে মাঠে নেমেছিল। অভিষেক শর্মা, ট্র্যাভিস হেড, ঈশান কিষান এবং হেনরিক ক্লাসেনদের মতো ব্যাটসম্যানরা যেকোনো ম্যাচে বিপক্ষের বিপক্ষে বড় রান তুলতে সক্ষম। রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামের পিচও ছিল একেবারে পাটা, যেখানে ব্যাটসম্যানদের কাজ সহজ হয়ে যায়। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন

সানরাইজার্স অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। কিন্তু কেকেআরের বোলিং আক্রমণ তাদের পরিকল্পনা সফল হতে দিল না। শুরুতেই কার্তিক ত্যাগীর বলে আউট হন অভিষেক শর্মা, তবে হেডের বিরুদ্ধে কেকেআরের বোলারদের কেউই কোন সফলতা পেলেন না। ট্র্যাভিস হেড ২৮ বলে ৬১ রান করে ছিলেন দুর্দান্ত। তার মধ্যে ছিল ৯টি চার এবং ৩টি ছক্কা। তবে এখান থেকেই সানরাইজার্সের ব্যাটিং ধ্বংস হতে শুরু করে। বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারিনের ঘূর্ণি বলের সামনে হেড ফিরলে শিবিরে বিপর্যয় শুরু হয়। নারিন ঈশান কিষানকে ফেরান এবং বরুণ শিকার করেন হেড এবং ক্লাসেনকে। এরপর বরুণের আরও এক দাপুটে স্পিনে অনিকেত বর্মা এবং রবিচন্দ্রন প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। যতটা সহজে সানরাইজার্স রান তুলতে শুরু করেছিল, ঠিক ততটাই দ্রুত তারা তাদের উইকেট হারায়। বরুণের হাতে ৩টি উইকেট, নারিন ও কার্তিক ত্যাগীর ঝুলিতে ২টি করে উইকেট জমা হয়। এই জো।া স্পিন আক্রমণকে সঙ্গে নিয়ে কেকেআর সানরাইজার্সের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে ১৬৫ রানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। চলতি আইপিএলে কেকেআরের জয় পেতে ভীষণ সময় লেগেছিল, কিন্তু সানরাইজার্সের ১৬৫ রানের সহজ লক্ষ্য তাদের জন্য খুব কঠিন ছিল না। কেকেআরের ব্যাটসম্যানরা জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহে সমান দায়িত্বশীলতা দেখিয়েছেন। বিশেষ করে, নতুন মুখ ফিন অ্যালেনকে দলে ফেরানো হয়েছিল এবং শুরুতেই ১৩ বলে ২৯ রান করে দলের গতিটা ঠিক করে দেন। এরপর রাহানে এবং অঙ্গকৃষের ব্যাটে একে একে রান সংগ্রহ হতে থাকে। অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ৩৬ বলে ৪৩ রান করেন, যা দলের জয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার অসাধারণ ম্যাচ সেন্স এবং দৃ। মনোভাব কেকেআরকে চাপ মুক্ত করেছে। তবে, এর পরের বড় ইনিংসটি ছিল অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর। ৪৭ বলে ৫৯ রান করে তিনি দলকে জয় থেকে একেবারে এক ধাপ দূরে নিয়ে যান। কেকেআরের জয়ের পথে আর কোনও বাধা আসেনি। শেষে কাজটি শেষ করেন রিঙ্কু সিং এবং ক্যামেরন গ্রিন। তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় কেকেআর ৭ উইকেটে জয় তুলে নেয়। এই জয় কেকেআরের জন্য শুধু মাত্র একটি সাধারণ জয় নয়, এটি তাদের প্লে-অফের স্বপ্নকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। ৯ ম্যাচের মধ্যে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তারা অষ্টম স্থানে থাকলেও, এই জয়ের পর তারা আবারও শীর্ষ ৪ এর জন্য প্রতিযোগিতায় লড়াই করতে শুরু করেছে। কেকেআরের জন্য এখন আরও অনেক কঠিন ম্যাচ বাকি, তবে এই জয় তাদের আত্মবিশ্বাসের জায়গা শক্ত করে দিয়েছে।আইপিএল ২০২৩-এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে কেকেআরের জয় শুধু দলের জন্য নয়, পুরো ক্রিকেট বিশ্বের জন্য একটি নজির স্থাপন করেছে। নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তীদের স্পিন বোলিং দক্ষতা যে কেকেআরকে ম্যাচ জিততে সহায়তা করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সানরাইজার্সের মতো দলের বিপক্ষে এই জয় কেকেআরের জন্য একটি আত্মবিশ্বাসী মাইলফলক, যেটি তাদের আইপিএলের সাফল্যের পথে আরও একটি ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সিএসকে-র 'রকস্টার' রামকৃষ্ণ ঘোষঃ আইপিএলে অভিষেকেই বাজিমাত, ক্রিকেটে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাবার সহায়তা

মুম্বই, ৩ মে ঃ ক্রিকেটের জগতে প্রতিভা এমনই এক শক্তি, যা একমাত্র সুযোগ পেলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সিএসকে (চেন্নাই সুপার কিংস)-এর বাঙালি ক্রিকেটার রামকৃষ্ণ ঘোষ তার জীবনপ্রবাহে এই সত্যটাই প্রমাণ করে দেখালেন। আইপিএলে অভিষেকেই নজর কাড়লেন তিনি। দুর্দান্ত একটি ক্যাচ এবং গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে মাঠে নিজের পরিচয় তৈরি করলেন। সিএসকের হয়ে আইপিএলে খেলতে এসে রামকৃষ্ণ ঘোষ যে পরিশ্রমের ফল পাচ্ছেন, তা ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে। ১৯৯৭ সালের ২৮ আগস্ট নাসিকে জন্মগ্রহণ করা রামকৃষ্ণ ঘোষ বাঙালি হলেও তিনি বড় হয়েছেন মহারাষ্ট্রে। ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলেন তিনি এবং তার ক্রিকেটের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন তাঁর বাবা শেখর ঘোষের কাছ থেকেই। শেখর ঘোষ ছিলেন একজন ক্রিকেট কোচ, তাই ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি রামকৃষ্ণের ভালোবাসা এবং আগ্রহ জন্মেছিল। বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রামকৃষ্ণ ঘোষের খেলা শুরুর পর থেকে তার উন্নতির যাত্রা ছিল দীর্ঘ, তবে অবিচল ছিল তার পরিশ্রম এবং প্রত্যয়। রামকৃষ্ণ ঘোষের খেলাধুলার শুরুটা খুবই কঠিন ছিল। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ক্রিকেটের জন্য স্কুল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তাকে। নিজের একান্ত ইচ্ছায় এবং বাবার সহায়তায় স্কুল ছেড়ে ক্রিকেটে মনোনিবেশ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম শুরু করেছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ বলেন, তখন আমার ১৬ বছর বয়স। ক্লাস নাইনে পড়ি। বাবা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, পড়তে চাও নাকি ক্রিকেট খেলতে চাও? আমি ক্রিকেট বেছে নিয়েছিলাম। বাবা শেখর ঘোষই তার সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে তাকে এগিয়ে চলতে সহায়তা করেছেন। আইপিএলের চলতি মরশুমে সিএসকের হয়ে মাঠে নামার পর প্রথম সুযোগেই নিজেকে প্রমাণ করলেন রামকৃষ্ণ। অভিষেক ম্যাচে তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ফলে দল এবং দর্শকরা মুগ্ধ। প্রথমে বল হাতে এবং পরে ফিল্ডিংয়ে নজর কাড়েন তিনি। উইল জ্যাকসের শট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে উড়ে গিয়ে অসাধারণ ক্যাচ নেন। তার ক্যাচই প্রথমেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এরপর নিজের প্রথম আইপিএল উইকেট হিসেবে তিনি ফেরান সূর্যকুমার যাদবকে। অভিষেক ম্যাচে দুই বিভাগে তার অবদান সিএসকের কাছে অমূল্য ছিল।

রামকৃষ্ণ ঘোষ জানালেন, নিজের পারফরম্যান্সে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছেন তার বাবা শেখর ঘোষ এবং সিএসকের কোচিং স্টাফ এবং অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়া। থেকে। তিনি বলেন, বাবা আমাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন, যখনই আমার বিশ্বাস নড়বড়ে হতো। এছাড়া, সিএসকে-র অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তার ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে বোলারদের পাশে থাকা আমাকে প্রভাবিত করেছে। রামকৃষ্ণ ঘোষ শুধুমাত্র আইপিএলে নয়, ঘরোয়া ক্রিকেটেও একাধিকবার নজর কেড়েছেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিপক্ষে ২৭ বলে ৬৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে তিনি দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাশাপাশি, মহারাষ্ট্র প্রিমিয়ার লিগে ৩৩ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেও তিনি দলকে জেতান। ঘরোয়া ক্রিকেটে তার পারফরম্যান্সই তাকে আইপিএলে সুযোগ এনে দিয়েছে। তার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৩ ম্যাচে ২৮ উইকেট এবং লিস্ট-এ ক্রিকেটে ১১ ম্যাচে ২১ উইকেট রয়েছে। এমন ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর আইপিএলে সুযোগ পেয়ে রামকৃষ্ণের জন্য এটি ছিল একটি নতুন দিগন্তের সূচনা। ২০২৫ সালে সিএসকে তাকে ৩০ লক্ষ টাকা বেস প্রাইসে দলে নেয়। যদিও প্রথম বছর তিনি একটি ম্যাচেও খেলতে পারেননি, তবে সিএসকে তার ওপর আস্থা রেখেছিল। রামকৃষ্ণ ঘোষ জানালেন যে, তার কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলেছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করার সুযোগ পাবেন। তার মতে, যত সময়েই লাগে, আমি জানি আমি সঠিক পথে চলেছি। ক্রিকেটে প্রতিযোগিতা অনেক, কিন্তু আমি আমার গতি, দক্ষতা এবং মনোযোগ দিয়েই এগিয়ে চলবো। এছাড়াও, তিনি বলেছিলেন, এখন আমার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল সিএসকে-র মতো বড় দল এবং তার কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করা। এমএস ধোনির মতো একজন পরিশ্রমী এবং শান্ত নেতৃত্বের কাছ থেকে শিখে আমি আরও উন্নতি করতে চাই। আইপিএলে অভিষেকেই নজর কাড়া পারফরম্যান্সের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ঘোষ তার ক্রিকেট জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন। তার জীবনযাত্রা, পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের গল্প আমাদের শেখায় যে, সুযোগ আসলে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ ঘোষের জন্য এটা শুধু এক ম্যাচের গল্প নয়, এটি তার দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। এখন সিএসকের জন্য রামকৃষ্ণ নতুন উজ্জ্বলতার সূচনা, এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় কীর্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে তার।

রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা পেল মিত্তল-পুনাওয়ালা গোষ্ঠী ১৫,৬০০ কোটি টাকায় হাতছাড়া সোমানির কনসোর্টিয়াম

মুম্ব, ৩ মে ঃ আইপিএলের দল মালিকানায় এবার বড় পরিবর্তন। এক দশকেরও বেশি সময় পর রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা পাল্টাচ্ছে। গতকাল আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন মালিকানা চুক্তির ঘোষণা এসেছে, যেখানে শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী মিত্তল এবং সেরাম ইনস্টিটিউটের কর্ণধার আদার পুনাওয়ালার সংস্থার সম্মিলিত কনসোর্টিয়াম ১৫,৬০০ কোটি টাকার অফারে রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা দখল করেছে। এর ফলে আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল এবং পরিচিত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকানা এক নতুন দিক নিচ্ছে। নতুন মালিকানা চুক্তির অন্তর্নিহিত ভাবনা-রাজস্থান রয়্যালসের বর্তমান মালিকানা ছিল মূলত ইমার্জিং মিডিয়া স্পোর্টিং হোল্ডিংস লিমিটেডের হাতে, যার মালিক মনোজ বাদালে। এছা।া অংশীদার হিসেবে ছিলেন ল্যাচলান মারডক এবং রেডবার্ড ক্যাপিটাল। এই চুক্তির পর মিত্তল গোষ্ঠী ৭৫ শতাংশ মালিকানা পাবে, আর আদার পুনাওয়ালার সংস্থার হাতে থাকবে ১৮ শতাংশ মালিকানা। বাকি ৭ শতাংশ থাকবে বর্তমান মালিকদের হাতে।

এই পরিবর্তনের কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজির এক্সিকিউটিভ বোর্ডে মনোজ বাদালের অবদানও থাকবে। যদিও মিত্তল গোষ্ঠী এবং পুনাওয়ালাদের হাতে ফ্র্যাঞ্চাইজির সিংহভাগ মালিকানা যাবে, তবুও মিত্তলদের কাছে ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনার অভিজ্ঞতা কম, তাই মনোজ বাদালেকে বোর্ডে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজস্থান রয়্যালসের সাফল্য এবং পরিবর্তন-আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের ইতিহাস অনেকটাই উত্থান-পতনের। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরে

চ্যাম্পিয়ন হয়ে তারা সবার নজরে আসে। সেই সময় শেন ওয়াটসন, সাঈদ আনোয়ার, রবিন উথাপ্পার মতো তারকারা দলে ছিলেন। তবে এরপর অনেক বছর আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস ভালো ফলাফল করতে পারেনি। তবে ২০২২ মরশুমে তারা ফাইনালে পৌঁছেছিল, যেখানে গুজরাট টাইটান্সের কাছে ৭ উইকেটে হেরে তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা পরিবর্তন হলেও তারা এখনও আইপিএলের অন্যতম শক্তিশালী এবং উদীয়মান দলগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমান দলে যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, ট্রেন্ট বোল্ট এবং রিয়ান পরাগের মতো উজ্জ্বল তারকারা রয়েছেন, যা তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি করে। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা কেন বদলালো? সম্প্রতি, কলম্বিয়া পেসিফিক ক্যাপিটাল পার্টনারস (সিপিসিপি) রাজস্থান রয়্যালস কেনার জন্য ১৬ হাজার কোটি টাকার অফার দিয়েছিল, কিন্তু রাজস্থান রয়্যালসের বর্তমান বোর্ড ওই অফার গ্রহণ করেনি। জানা গেছে, সিপিসিপি'র মালিকানা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য জটিলতা রাজস্থানের বোর্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এরপর, মিত্তল গোষ্ঠী এবং আদার পুনাওয়ালার সংস্থার দেওয়া ১৫,৬০০ কোটি টাকার অফারটি গ্রহণ করা হয়। রাজস্থান রয়্যালসের বর্তমান বোর্ডের সিদ্ধান্তে মিত্তল-পুনাওয়ালা গোষ্ঠী ও তাঁদের কনসোর্টিয়ামের ওপর আস্থা রয়েছে। আগামীতে এই মালিকানা বদলের ফলে রাজস্থান রয়্যালসের উন্নয়ন এবং ব্যবসায়িক দিকেও অনেক পরিবর্তন আসবে, যা তাদের আইপিএল পারফরম্যান্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আইপিএল বাজারে রাজস্থানের ভবিষ্যত-রাজস্থান রয়্যালসের নতুন মালিকানা নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রিকেট বিশ্বে চর্চা শুরু হয়েছে। বর্তমান দলটি আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম দুর্দান্ত দলের মধ্যে বিবেচিত হলেও তাদের আর্থিক মূল্য এবং কৌশলগত অবস্থান এবার আরও শক্তিশালী হবে। মিত্তল গোষ্ঠী এবং পুনাওয়ালা গোষ্ঠী বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তাদের আর্থিক ভিত্তি এবং অভিজ্ঞতা আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির উন্নতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করবে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে-রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা বদলানোর পর আইপিএলের বাজারে তার প্রভাব পড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনটি দলটির ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং বিপণনে নতুন দিশা দেখাবে। নতুন মালিকরা দলের উন্নতি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আরও গুরুত্ব সহকারে কাজ করবেন, যা তাদের আগের ব্যর্থতাগুলির পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। মিত্তল এবং পুনাওয়ালা গোষ্ঠী আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায় যোগ করতে পারেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির শক্তিশালী শেয়ারহোল্ডিং এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেট তারকাদের তৈরি করতে এবং দলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এখন রাজস্থান রয়্যালসের নতুন মালিকদের সামনে ব। চ্যালেঞ্জ হবে কেবল ব্যবসায়িক উন্নতি নয়, দলের পারফরম্যান্সও শীর্ষে রাখার। তবে বর্তমানে এই দলটির তরুণ ক্রিকেটাররা যে পরিশ্রম এবং প্রতিভা দেখাচ্ছেন, তা রাজস্থানের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা আরও বাড়িয়ে দেয়। রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা বদলানো আইপিএল ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। মিত্তল এবং পুনাওয়ালা গোষ্ঠীর হাতে দলটির নতুন মালিকানা আগামী দিনে আরও বাণিজ্যিকভাবে সফল হবে-এটা বলা যায় নিশ্চিত। তবে তার পাশাপাশি রাজস্থান রয়্যালসের মাঠের পারফরম্যান্সও মিত্তল গোষ্ঠী ও পুনাওয়ালাদের নেতৃত্বে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে-এটি ক্রিকেট বিশ্বেও একটি ব। ইঙ্গিত দেয়।

বাবার ছায়া পেরিয়ে নিজের লড়াই-মুম্বই লিগে ৪০০ দাম বাড়ল শচীনপুত্র অর্জুনের

মুম্বই, ৩ মে ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে নামটা যতই ভারী হোক, পথটা সহজ নয়-এটা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন অর্জুন তেণ্ডুলকর। কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন তেণ্ডুলকর-এর পুত্র হওয়ায় ছোট থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে তিনি। প্রত্যাশার চাপ, তুলনা এবং সমালোচনা-সবকিছুর মধ্যেই নিজের জায়গা তৈরি করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এই বাঁহাতি পেসার। চলতি আইপিএলে সুযোগ না পেলেও তাঁর ক্রিকেটীয় যাত্রা ঘিরে নতুন করে আলোচনায় উঠে এলেন অর্জুন। চলতি মরশুমেআইপিএল-এ লক্ষ্মৌ সুপার দলে থাকলেও একটিও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তবে দলের সঙ্গে থেকে নিয়মিত অনুশীলন, ফিল্ডিং ড্রিল এবং সহায়তার কাজ করে গিয়েছেন। এমনকি অনেক ম্যাচে তাঁকে দেখা গেছে সতীর্থদের জন্য পানি ও সরঞ্জাম নিয়ে দৌড়াতে-যা নেটিজেনদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, চাইলেই বাবার পরিচয়ে আরামদায়ক জীবন বেছে নিতে পারতেন অর্জুন, কিন্তু তিনি মাঠেই পরিশ্রম করছেন। এই মানসিকতা তাঁকে আলাদা করে দিচ্ছে বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। যদিও সমালোচনাও তাঁর পিছু ছাড়ে না, বিশেষ করে জাতীয় বা বড় পর্যায়ের ম্যাচে সুযোগ না পাওয়াকে কেন্দ্র করে। এই আবহেই এসেছে নতুন এক সুখবর। সম্প্রতি মুম্বই লিগ এর নিলামে অর্জুনকে ঘিরে দেখা যায় বড়সড় দরকষাকষি। তাঁর বেস প্রাইস ছিল মাত্র ২ লক্ষ টাকা, কিন্তু নিলামের শেষে সেই অঙ্ক গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকায়-অর্থাৎ প্রায় ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি। এই দরবৃদ্ধি তাঁকে নিলামের শীর্ষ ক্রিকেটারদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। এই লিগে তিনি খেলবেন ARCS Andheri-এর হয়ে। তাঁর সঙ্গে দলে রয়েছেন মুশির খান ও প্রসাদ পওয়ারের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা। যদিও তাঁদের দর অর্জুনের তুলনায় বেশি ছিল, তবুও এই দরবৃদ্ধি তাঁর সম্ভাবনার প্রতি আস্থার ইঙ্গিত বলেই মনে করা

হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই নতুন চুক্তি সত্ত্বেও তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারে কোনও বাধা আসছে না। মুম্বই লিগ শেষ হওয়ার পর তিনি আবার গোয়া ক্রিকেট টিমের-এর হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলতে পারবেন। বর্তমানে তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে গোয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন। অর্জুনের ক্রিকেট জীবনের পথ মোটেই সরল ছিল না। একসময় তিনি Mumbai cricket team-এর হয়ে খেললেও পরে গোয়ায় চলে যান। এই পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। পরে বারতীয় ক্রিকেট বোর্ড থেকে ছাড়পত্র মেলার পরই মুম্বই লিগে খেলার পথ সুগম হয়।ব্যক্তিগত জীবনে চলতি বছরের মার্চে বিয়ে করেন অর্জুন। ব্যবসায়ী সানিয়া চান্দোকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল আলোচিত। বিয়ের পর খুব দ্রুতই আবার ক্রিকেটে ফিরে আসা তাঁর পেশাদার মনোভাবের পরিচয় দেয় বলে মনে করেন অনেকে। ক্রিকেট মহলের একাংশের মতে, তাঁর সামনে ছিল অনেক সহজ পথ-বাবার নাম, অর্থনৈতিক সুবিধা এবং সামাজিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে আরামদায়ক জীবনযাপন। কিন্তু অর্জুন বরাবরই ক্রিকেট মাঠেই নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই মানসিকতাই তাঁকে আলাদা পরিচয় গড়ে দিতে সাহায্য করছে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিংও একসময় তাঁর পরিশ্রমের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অর্জুন খুব পরিশ্রমী এবং বিনয়ী ক্রিকেটার, যাঁর মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। এমন মন্তব্য তরুণ এই পেসারের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, অর্জুন এখনও পর্যন্ত বড় মঞ্চে নিজেকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। আইপিএলে সুযোগ না পাওয়া এবং জাতীয় দলে অনুপস্থিতি তাঁকে বারবার প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। তবুও তিনি হার মানেননি। বর্তমানে তাঁর লক্ষ্য পরিস্কার-ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করা। মুম্বই লিগে নতুন চুক্তি তাঁর সেই যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, অর্জুন তেণ্ডুলকরের কেরিয়ার এখন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। একদিকে কিংবদন্তি বাবার ছায়া, অন্যদিকে নিজের পরিচয় গড়ে তোলার কঠিন লড়াই। নিলামের এই বড় দরবৃদ্ধি হয়তো তাঁর প্রতি আস্থার ইঙ্গিত, কিন্তু আসল পরীক্ষা এখনও মাঠেই বাকি।

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য ভিনেশ ফোগাটের

নয়াদিল্লি, ৩ মে ঃ ভারতের প্রখ্যাত কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট এবার মুখ খুললেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক বিস্ফোরক দাবি করেছেন তিনি, জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্রিজভূষণের যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছেন তিনিও। এর মাধ্যমে তিনি প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে আসেন এবং জানান, কুস্তি ফেডারেশনের তৎকালীন সভাপতি ব্রিজভূষণের শিকার ৬ জন মহিলা কুস্তিগিরের মধ্যে তিনি একজন। ভিনেশের এই বক্তব্য এমন একটি সময়ে এল যখন তিনি আবার কুস্তির ম্যাটে ফিরছেন এবং এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জন করতে একটি টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন। এই প্রথম, একজন কুস্তিগির তাঁদের মধ্যে একজন হিসেবে নিজের নাম প্রকাশ করেছেন। ভিনেশ জানান, যেহেতু বিষয়টি এখনও বিচারাধীন, আমি এতদিন কিছু বলিনি, কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি। ব্রিজভূষণের যৌন হেনস্তার শিকার আমি নিজেও। ভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী, যৌন হেনস্তার বা ধর্ষণের নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করা হয় না, যতক্ষণ না নির্যাতিতা নিজেই তা প্রকাশ করতে চান। ২০২৩ সালে কুস্তি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ আনেন ৬ মহিলা কুস্তিগির। এরপরই দেশের শীর্ষ কুস্তিগিররা লাল কেল্লার সামনে বসে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে বিচার দাবি করেন। ভিনেশও তাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং একসময় অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে ফাইনালে ওঠেন। তবে শেষ পর্যন্ত ওজন বিতর্কের কারণে পদক হাতছাড়া হয়। ২০২৪ অলিম্পিকের পর কুস্তি থেকে অবসর নেওয়া ভিনেশ ফোগাট বর্তমানে আবার ফিরে আসছেন কুস্তির ম্যাটে। মাত্র পাঁচ মাস আগে মা হওয়ার পর, তিনি কুস্তির ট্র্যাকে ফিরবেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ন্যাশনাল ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে নামার। তবে এই টুর্নামেন্টের আগে তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভিনেশ জানান, গোন্ডা, যেখানে ন্যাশনাল ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট হচ্ছে, তা ব্রিজভূষণের খাসতালুক। সেখানে আমি আদৌ সুরক্ষিত থাকব কিনা, সেই নিয়ে ভয় রয়েছে। এদিকে কুস্তি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ভিনেশকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তবে উদ্বেগ এখনো কাটেনি। ভিনেশের এই মন্তব্য কুস্তি বিশ্বে নতুন আলোচনার সৃষ্টি করেছে, যেখানে এখন প্রশ্ন উঠছে, কিভাবে কুস্তির শীর্ষ নেতৃত্ব এইসব অভিযোগের মোকাবিলা করবে।

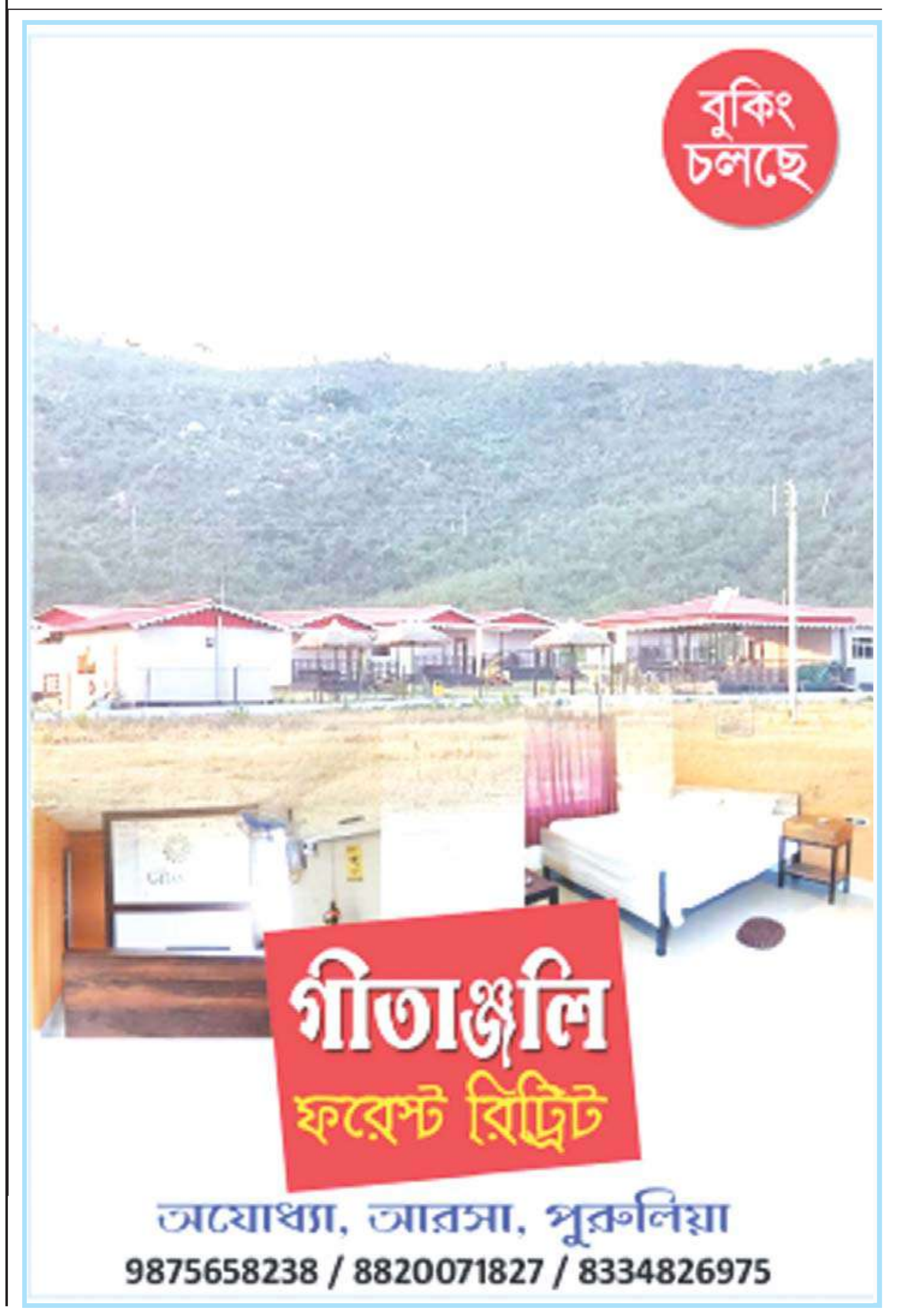

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com